হেমাঙ্গিনী নাটক।

এক অভিনব কাব্য

শ্রীমাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।
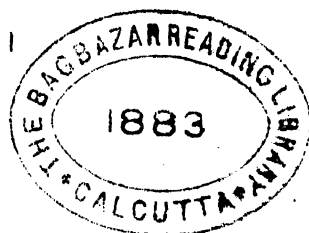
কলিকাতা।

ওলড বৈঠকখানা রোড নং ৪০। গণেশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৭। ইং ১৮৭০। জুলাই

ধর্ম্মতলার বাজার মশজিদের সম্মুখে শ্রীনবীনচন্দ্র দত্তের রংয়ের দোকানে বিক্রয়ার্থে এই পুস্তক প্রস্তুত রহিল প্রয়োজন মতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মুল্য ১ এক টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

—০0০—

আমার অনুমতি ব্যতীত যে কেহ এই পুস্তক প্রকাশ করিবেন, তিনি আইনের আমলে আনীত হইবেন আর যে পুস্তকে আমার স্বাক্ষর নাই তাহা চোরাই জানিবেন ইতি।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

প্রতুল কর্ত্রী।

মহামহিম শ্রীযুত নবাব শায়দ আহাম্মদ রেজা খাঁ বাহাদুর
মহাশয় মহিমাবরেষু।

নিবেদন।

আমি এই সুকুমারী হেমাঙ্গিণীকে মহাশয়কে অর্পণ করিলাম। যদি ইনি আপনকার প্রিয়পাত্রী হয়েন তবে শ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।

তারিখ ১ লা জুলাই ১৮৭০ সাল।

সম্পাদক

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

—so00os—

প্রতাপ আদিত্য	... ...	মহারাষ্ট্রাধিপতি
হাস্যবদন	... ...	বিদুষক
অজয়কেতু	... ...	মহারাষ্ট্রাধিপতির প্রধান সেনাপতি ও বিজয়কেতুর কনিষ্ঠ সহোদর।
বিজয়কেতু	... ...	বিদ্রোহী রাজা।
বীরবল	... ...	বিজয় কেতুর প্রধান সেনাপতি।
রণবীর	... ...	সেনাপতি।

অন্য ২ সেনা প্রহরি ও দূত——

আচার্য্য——

হেমাঙ্গিণী	... ...	ভূপালাধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের অনূঢ়া কুমারী। ও নায়িকা।
সুলোচনা	... ...	তস্য সহচরি।
তিলোত্তমা	... ...	মহারাষ্ট্রাধিপতির মহিষী।

চিত্তরঞ্জিণী
প্রমোদা
মৃণাবতি
সুগন্ধা } তস্য সহচরি।

নৃত্যকীদ্বয়।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	৯	প্রমকলে	প্রমফলে
২৩	৩	যা	বা
২৩	১৭	বিজ	বীর
২৪	১৪	মিন্তু	কিন্তু
২৮	৪	থাকে	থাক
৩৬	৯	কদাচিত	কদাচ
৩৬	৯	হইতে	হতে
৪৫	১৭	তুকুল	অকূল
৪৯	১৯	আমারও	আমার
৪৯	২২	আতষে	আতবে
৫০	৫	প্রস্ফোটিত কোলি অমূল্য যৌবন	প্রস্ফোটিত অমূ[illegible] যৌবন কোলি
৫৩	১০	এক্ষণে	এখন
৫৪	১৯	করাই	কর ই
৬২	২	করাকি	করা
৬৬	২	মেমন	কেমন
৬৬	২৩	ভাই	তাই
৭৭	৭	পথাশ্রান্ত	পথশ্রান্ত
৭৯	১৮	নিয়ে	গিয়ে
১০০	১৩	ক্রীড়া	ক্রী[illegible]
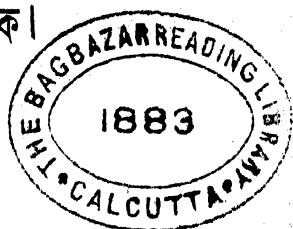
হেমাঙ্গিনী নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

সমরক্ষেত্র।

বিজয়কেতুর শিবির অনতিদূরে পর্ব্বতাবৃত উপবন।

হেমাঙ্গিনী ও সুলোচনার প্রবেশ।

ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

যতনে যাতনা কত সহিব তাপিত প্রাণে।
দহিত অন্তর চিত সতত সে হুতাশনে॥
দারুণ বিরহানলে, দিবা রাত্রি তনুজ্বলে, নেত্র পূর্ণ নেত্র জলে,
মন জ্বলে মনে মনে॥
অনলের কি প্রকৃতি, জলেতে নহে নিবৃত্তি; আঁখিজল হয়ে আহুতি,
পড়ে সেই মনাগুনে॥

হে। এ নিবান্ধবা আচ্ছন্নময় শিবিরমধ্যে প্রিয় সখি তোমার স্বল্পকাল অবস্থিতিই যেন বিদ্যুতাভার ন্যায় হয়ে আমার এ দৃশ্যহীন নয়নকে ক্ষণেককাল জন্য সুপথ দর্শন করায়, তদ্ভিন্ন আমার অন্তর নিরন্তর জন্য এতাদৃক গভীর চিন্তা অতলস্পর্শ স্পর্শ করেচে যে কষ্ট স্রষ্ট আর হুতাস উল্লাস জ্ঞান কল্লেও সন্তোষ তথায় আগমনে নিতান্তই অক্ষম হয়,

সখি, যদি কোন কৌশলে এ তাপিত মনকে কুশল পথাবলম্বি কত্তে পার, অথবা এ চিন্তাস্থ চিত্তে তৃপ্তাশাঙ্কুর রোপণে সক্ষম হও, এ দুঃখিনী তব ঋণে যাবজ্জীবন আবদ্ধ থাকৃবে।

সু। তোমার কমল স্বভাব আর সরল অন্তর জগতে সুচিত্রে চিত্র করা আছে, এবং সেই পুণ্যবলে এই ভয়ানক অথচ বিনাশক সমর মরকক্ষেত্র থেকে আপন যৌবন ও জীবন রক্ষা করে সমরে অমর শ্রেষ্ঠ বিজয়ের বিজয় মন্দিরে কৃপাচ্ছাদন অনায়াশে লভ্য করেচো, আর গোলাবে সুগন্ধ সঞ্চারের মত, ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য উন্নতি জন্য, বিজয়েশ্বরী নামে ধরণীমণ্ডলে শীঘ্রই পূজ্য হবে।

হে। সখি, যে কমল কুসুমারণ্যে আমায় ভ্রমণ কত্তে তোমার মানস নেত্রে স্বপ্নমাত্র অবলোকন করে, সে অরণ্য কণ্টকাবৃত হয়ে শঙ্কটাপন্ন উপবন হয়েচে, আর প্রিয়জনের প্রিয় বচন, যে সুধা বরিষণে তাপিত মন ক্ষেত্রের নীরস আশাঙ্কুরকে ও স্বরসে অভিষিক্ত করে, কালাতীতে অমৃত রস ও বিষাধ হয়েচেঁ, প্রাণ সখি, যাঁর কৃপাবলোকনে আমার জীবন জীবন দান পেয়েচে, জীবন বলিদানেও কি জীবন দাতার ঋণে মুক্ত হওয়া যায়, অথবা এমনই বা কি ধন আছে যে বিজয় করে অর্পণ করে প্রত্যুপকারী হবো।

সু। হাঁ আমি সর্ব্বদাই শুনি তাঁর গুণ সংকীর্ত্তনই তোমার জপমালা হয়েচে।

হে। সখি, সমর উপস্থিতে অবনিতে কি বিপদ আনীত্ত হল, অমূল্য জীবন অসময়ে কতই বা নিহত হল, কষ্টোপার্জ্জিত অসংখ্য ধন অকারণে কতই বা অপব্যয় হল, যখন সেনাদল বলপূর্ব্বক কোলাহল শব্দে উপনীত হল, প্রতি-বাসী গ্রামবাসী অথবা বিদেশী ব্যক্তিগণে স্ব স্ব প্রাণ রক্ষণে কেহ অরণ্যে কেহ বা কোন স্থানে পলায়নে উদ্যত হলে পর, আমার জীবন রক্ষা কারণ নিকটাবর্ত্তী বিপিন কাননই আশ্রয় মন্দির হল, সে অরণ্যে আমায় একাকিনী রক্ষা করে, জনক আমার সম্রাট ভবমে অগ্রসর হলেন, কিয়ৎকাল মাত্র তথায় অদৃশ্য ছিলাম, তদপর বিজয়ের অগণন সেনাচয় ধনুস্বর ও তরোবাল করে করে আমার চতুস্পার্শে উপনীত হল।

সু। কি সর্ব্বনাশ তবে তুমি কি রূপে পলায়ন কল্যে।

হে। শমনাগমনে প্রাণি কি পলায়নে প্রাণ রক্ষা কত্তে পারে সখি, সে সকল বিকট মূর্ত্তি দরশনে আমার প্রায় মৃতা প্রাণ স্ব স্থান বিসর্জ্জন দিয়ে সুতরাং আমায় অচেতনে রক্ষা করে, পলায়ন কল্যে পর, যেমন অনুপস্থিত ছাত্র-কে গুরু আজ্ঞায় বালকেরা স্কন্ধোপরে লয়ে পাঠশালায় উপস্থিত করে, দুষ্টদল বিজয় সন্নিধানে সেই রূপে আমায় আনয়ন কল্যে, আর আমায় শবাকার দর্শনে স্বহস্তে বিন্দু২ শীতল বারি আমার বদনে প্রদান পূর্ব্বক নির্জ্জন শিবির মধ্যে পালঙ্গোপরে বিজয় আমাকে রক্ষা কল্যেন।

সু। বিপদে শ্রীপদে যিনি স্থান দান দিয়াছেন তাঁর আজ্ঞা-বর্ত্তিনী হওয়া রমণীর মুখ্যকার্য্য, কারণ পূজ্য হওনাশয়েই তো পূজার বিধি হয়েচে।

হে। সখি, সাধ্যানুসারে ষোড়শোপোচারে সে ভূধরে ভক্তি ভাবে পূজা কত্তে ত্রুটি করিণে, কিন্তু অকস্মাৎ মানস পূজার অপক্ক ফল সুপক্ক হওনের উদ্যোগ হয়েচে, যেমন গৌরীর পূজায় তুষ্ট হয়ে দিগম্বর আপনিই বর পাত্র হয়ে ছিলেন, বিজয়ও আমার পাণিগ্রহণে তাদৃকাভিলাষী হয়েচেন।

সু। এ অপেক্ষা স্ত্রীজাতীর সৌভাগ্যোন্নতির আর কি সুউপায় আছে, যে বিজয় রাজার কারণ শত শত রাজকন্যাগণে অনাহারে দিগম্বরে পূজা করে বহু দিবা পরেও বারেক দর্শন পায় না, সে ভূস্বামী তব স্বামী হতে আপনিই উৎসুক হয়েচেন।

হে। সখি, ধনের সৌরবে অথবা মানের গৌরবে অবলার সরল প্রেমাকর্ষণ করা কদাচই সম্ভবে না, রাজ যোটক মন মিলন ভিন্ন কি প্রেমউদ্যান নির্ম্মাণ হয়।

কভু নাহি হয় প্রেম কুলে মানে ধনে।
প্রণয়ের বৃদ্ধি মাত্র মনের মিলনে॥

সু। যথায় ধন, মান, কুল আবার রূপ একত্রে সংমিলিত হয়েচে, তথা মন ঐক্য না হবার কারণ তো কিছুই দর্শন হয় না সখি, পায়সান্ন সমেত শত ব্যঞ্জনেও কি ক্ষুধা নিবারণ হয় না।

হে। প্রিয়সখি, মন্দাগ্নিতে যে অমৃতও তিক্তরস বোধ হয়, যদি এ যৌবন প্রদানেও জীবন-রক্ষকের অভিলাষ পূর্ণ হয়, আমারও সে নিতান্ত মানস বটে, কিন্তু সখি—

প্রকাশিতে লজ্জা করি না বলিলেও নয়।
আমার এ যৌবন বটে কিন্তু মম নয়॥

সু। তবে বুঝি কোন সুরসিক নবকাণ্ডারি ও অমূল্য নবযৌবন তরণিস্থ হয়েচেন্।

হে। এ সময় সে সুখময় সমাচার প্রচারের সময় নয়, আবার সম্মোহন স্বরূপ আমার মন্মোহনের নাম শ্রবণে তুমি অনায়াসেই অনুভব কর্‌বে, যে আমার মত দুঃখিনী রমণী রমণীকূলে দর্শন-শূন্য।

সু। সখি, দেবাভরণ কারণেই সুগন্ধ কুসুমের সৃজন হয়েচে, তোমার এ প্রস্ফুটিত নবযৌবন-কলি ভৃঙ্গ ভিন্ন কি অন্যকে প্রদান সম্ভবে।

হে। আহা! সে মোহন-মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্য কি বিস্মৃত হতে পারি, প্রাণসখি, অন্তরে থেকেও অন্তর মধ্যে নিরন্তর যিনি অন্তর রঞ্জন করেন, সে রঞ্জনে অন্তর হতে কি অন্তর করা যায়, সখি আমার এ মন প্রাণ যৌবন অজয় করে অর্পণ করে প্রেমবাজারে জয় লভ্য করেছি।

সু। মহারাজা অজয়কেতু, হাঁ তাঁর রূপ গুন আর প্রতাপের কথা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি।

হে। এত দূরবাসিনী হয়ে সে সূর্য্যকান্তমণির প্রভা কিরূপে দর্শন কল্যে ?

সু। সখি বস্ত্রাচ্ছাদিত সুগন্ধ পদার্থ কি পবনে সঞ্চালন করে না, বিশেষে পতাকা উচ্চোপরেই উড্ডীয়মান্ থাকে, সুতরাং সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়।

হে। শ্রুত ছিলাম এক প্রস্তরে ভিন্ন ভিন্ন দেব-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মূর্ত্তিমান্ থাকেন, এখন তাহা দর্শন হল, হায়! ভ্রাতা ভ্রাতায় স্বভাবের এতাদৃক্ ভিন্নতা কি সম্ভবে, যেমন ঋতুরাজ আগমনে মলয় পবন মন্দ মন্দ গতিতে সঞ্চালন করে, জ্বরা প্রাণিকেও তরুণ যৌবন অলঙ্কারে সজ্জিভূত করে, আমার অজয়ের কমল প্রণয়ণের বায়ুস্পর্শে অন্তর বেদনা অথচ দুর্ভাবনা প্রফুল্ল রসে সেই রূপে মার্জ্জিত হয়, আর যে ঝটিকায় বেগবতী রত্নাকরের স্রোতকে বিপরীত স্রোত বহে আনীত করে, আর তরুবরে ছিন্নমস্তা-স্বরূপিণী করে, সেই পবনই বিজয়ের বিচিত্র প্রণয়-ভাজন হয়েচেন, সখি, যখন গতরাত্রে কপট যোগী প্রেম-ভিক্ষাছলে আমার শিবিরে উপনীত হলেন, তাঁর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি উপর ঘৃতাহুতির ন্যায় বিরস বচন শ্রবণে প্রণয় প্রাণভয়ে দেশান্তরি হল, আর সে ঘাতনে শোণিতাভাবে নয়নদ্বয় হতে অনিবার বারি বহির্গত হয়ে শয়ন-শয্যাকে অভিষিক্ত কল্যে।

সু। বোধ করি তোমাদের গোপন প্রণয়ে বিজয় অপরিচিত আছেন।

হে। পিতৃ-সম্বোধনে দস্যু কখন কি বৃত্তিসাধন-সময়ে নিবৃত্ত হয়, না সত্য পরিচয়ে ভিক্ষুক প্রতীত হয়।

স্থ। তোমার করুণা বচনে আমার অন্তর বিদীর্ণ হতেচে, সখি, চিরকাল সমকাল থাকে না, কাল পরিবর্ত্তে অবস্থাও পরিবর্ত্তন জন্য স্বস্বব্যস্ত হয়, স্থতরাং তোমার এ অবস্থা অবস্থান কত্তে সহজেই অক্ষম হবে।

হে। জীবনান্ত হলেও কি এ দুঃখের অন্ত আছে সখি,

স্থ। আহা! শোকানল-উত্তাপে তোমার হেম-মূর্ত্তির বিচিত্র চিত্রকে চিত্রহীন করেচে, আর তোমার গোলাব বর্ণকে জবার বর্ণ করেচে—

হে। সখি, বর্ণের কথা বলে আর মর্ম্মে ব্যথা দিওনা, বর্ণশ্রেষ্ঠা রমণী ভুজঙ্গিনী স্বরূপিণী, যদি পয়োধর স্বরূপ আমার রূপ হতো, তবে সম্মোহন রূপের কৃতান্ত দণ্ড স্বরূপ কটাক্ষে কদাচ ভয় থাক্তোনা, অথচ দুর্লভ পদার্থ প্রতি প্রতিকূল হয়ে কুল রক্ষণে অনায়াসেই সক্ষম হতুম, সখি, যদবধি সরল অন্তরে সবল প্রমাঙ্কুর না প্রভাকর হয়, পরমস্থখে সে অন্তর অনন্তস্থখ সম্ভোগ কত্তে সক্ষম হয়, সখি, প্রণয় কি বিচিত্র ক্ষেত্র, প্রাপ্তই যেন স্বর্গবাস, আবার অপ্রাপ্তে কি হুতাশ কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

স্থ। প্রাণচ্ছেদ যন্ত্রণা অপেক্ষা বিচ্ছেদ শয্যাকণ্টক বটে, কিন্তু ধৈর্য্য ও কৃতকার্য্যের আশাগার।

হে। স্বার্জ্জিত বৃক্ষ ফলবান্ দর্শনে আনন্দের কি সীমা থাকে সখি, কিন্তু সে মনোহর ফলভোগী না হলেও দুঃখের অন্ত জীবন অন্তেও অন্ত হয় না, প্রিয়সখি, অনেক যতনে প্রেম কল্পতরুর আর্জ্জনা করেছিলাম বৃক্ষের বৃদ্ধি দর্শনে

আনন্দসাগরে মগ্ন ছিলাম, বকুল উৎপন্নে সুখ রক্ষণের কি আর পরিসীমা ছিল, আহা! আমার হস্তোত্তোলন গ্রাস বদন হতে বিধি কেড়ে নিলে, সখি, কথার শেষেই কর্ম্মের শেষ কথায় বলে, তা আমার অদৃষ্টে কথার শেষই সুখের শেষ হল, আহা! সে নিধার্য্য শুভ পরিণয়ের দিনাগতের অল্প দিন পূর্ব্বে এই ভয়ানক সমর উপস্থিত হল।

সু। সেই পর্য্যন্ত কি তোমার প্রমাস্পদের সহমিলন অথবা দর্শন হয় নাই।

হে। সে কি সখি সর্ব্বদাই যে হয়, কিন্তু মনে, ধ্যানে আর, মুদিত-নয়নে যখন এই নিজ্জন শিবির মধ্যে একাকিনী ধরাশনে উপবেশন করে চিন্তাকুল প্রতি মানস-নেত্রে দৃষ্টিপাত করি, দূরগামী ব্যক্তি অবলোকনে মনে মনেই কেবল মনোমোহনের স্বরূপ রূপ মনোমধ্যে বিরাজমান হয়, আর এ নিকুঞ্জবনবাসী পিকবর যখন মধুর ধ্বনিতে নিদ্রিত ব্যক্তিগণকে ভাস্করাগমন সমাচার শ্রবণ করায় সে মধুর স্বর শ্রবণে জ্ঞান হয় যেন আমায় অসময়াবধি নিদ্রিত অবলোকনে, চিত্তেশ্বর মম সন্নিধানে উপনীত হয়ে প্রিয়বাক্যে কর্ণকুহরে গা তোলো ধ্বনি ধ্বনিতে এ অধিনীকে অভ্যর্থনা কত্তে এসেছিলেন ;

সু। সখি দিক্‌শূন্য প্রবাহ পবনের গতির মত এ সময়ের গতি ; গতিক্রমে তব প্রমা স্পদের এক সময়ে অবশ্যই এ দিকে গতি হবে, আর বোধ করি তাহলে তোমার দুর্গতির গতিও শীঘ্র হবে।

হেঁ। প্রিয়সখি, এ অভাগিনীর দুঃখের অন্ত নাই, অথচ ভাবনা শান্ত্বনারও উপায় শূন্য, যদি এ দুঃখিনীর দুর্ভাগ্য বৃদ্ধি-জন্য সে দুর্ম্মূল্য অথচ বিচিত্র চিত্তপুত্তলি শত্রুকে প্রফুল্ল বারিতে স্নিগ্ধ করণাশয়ে মহানিদ্রায় অচেতন হন, অথবা যদ্যপি বিজয়ের সতেজ শোণিতে মহিমাযুক্ত হওনাশয়ে মহী অভিষিক্তা হয়, সখি, কোন্ সুখে হেমাঙ্গিণী নলিনী-বল্লভের বদন অবলোকন কোর্‌বে বল দেখি, প্রিয়সখি, এ দুঃখিনী অকুলপাথারে পতিত হয়েচে, কোন কুল প্রাপ্তির উপায় দর্শন করে না।

সু। বালকের শঙ্কটাপন্ন অর্থাৎ কণ্টকাবৃত স্বরূপ পীড়া দর্শনে এবং সে কণ্টকলতা নির্ম্মূল করণে জননী সহজেই যত্ন-বতী হন, কিন্তু নিরূপায় জন্য মানস পূর্ণ কত্তে সক্ষম বিরহে কেবল স্নেহ দর্শনমাত্র সে সময়ে ব্যবস্থা করে থাকেন, সখি তোমার দুঃখে আমিও তদ্রূপ দর্শক হয়েচি মাত্র, আমাকৃত কোন কার্য্য সম্পূর্ণ হওনের সম্ভাবনা আছে কি?

হে। যদি অনুগ্রহ করে এই পত্রখানি প্রেরণ কর, (পত্র অর্পণ)

সু। যদি কাষ্ঠবিড়াল-কর্ত্তৃক রামচন্দ্র উপকৃত হয়ে থাকেন, মানবী-বিড়ালদ্বারা এ সামান্য কার্য্য সম্পূর্ণ হওনের অসম্ভব নাই।

প্রস্থান।]

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

হে বিধি কেমন বিধি হইল তোমার।
বিষাদে করিলে ছেদ সরল অন্তর॥
হইয়া রাজনন্দিনী, হলেম কারাবন্দিনী, জননী কোথা না জানি,
জনক কাতর॥
হে বিধি কোন অপরাধে, বঞ্চিত করে সম্পদে, ভাষাইলে এ বিষাদে,
কাঁদালে বিস্তর॥
এই কি হইল বিধি, অবলারে নিরবধি, বিনা অপরাধে বিধি,
মতে শাস্তি বিধি কর॥

হে। (স্বগত) হা হতভাগিনী! তোমার অদৃষ্টে এত কষ্ট ছিল, আ চিরদুঃখ ছিল, সময়ানুসারে গগণমণ্ডলী মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ভূমণ্ডলকে তিমিরাচ্ছন্নে অদৃশ্য রাখে, কিন্তু স্বল্পকাল পরেই প্রভাকরের প্রভায় পুনঃ স্ব-প্রভায় প্রভাকর হয়, আমার এ চিন্তাচ্ছন্ন কোন প্রভাকরের প্রভায় যে বিনাশ পাবে সে চিন্তাতীত চিন্তা, চিন্তাগ্রস্ত অন্তরে সুচিন্তা বিরহ, অথচ অচিন্তার চিন্তায় চিন্তারও অন্ত থাকে না, আবার পাপমনে কত চিন্তাই উদয় হয়, অথচ সে চিন্তা চিন্তা করে অচিন্তে হয়েও যে নিশ্চিন্ত হতে পারি না, এ দুঃখিনীকে অনাথিনী করে যদি প্রাণনাথ স্বর্গপথ অবলম্বী হন, তাঁর সচ্চরিত্র জন্য এ মহারাজ্যের নয়নবারিতে অবশ্যই প্লাবিত হবে, কিন্তু সে বারিতে এ দুঃখিনীর প্রবল দাবানল সদৃশ শোকানল নির্ব্বাণ কর্ত্তে কি সক্ষম হবে, হায়! কি অভাবনীয় চিন্তাজ্বরে জ্বর জ্বর হতেচি,

ঔষধির বিধি তো বিধির সৃষ্টিতে দৃষ্টি হয় না। বীরবল বাহাদুর বিজয়ের প্রধান মন্ত্রি, এবং তাঁর পরামর্শ-পথই বিজয়ের গতায়াত পথ, তবে একবার না হয় তাঁর কাছে সকল দুঃখ নিবেদন করি না কেন ?

গীত।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল আড়া।

পিরীতি প্রকৃতি যদি জানিতাম আগেতে।
তবে কি মজিতাম কভু দারুণ পিরীতে॥
প্রেমফলে আছে সুধা, ভক্ষণেতে যাবে ক্ষুধা, কে জানে সাধেতে বাধা,
হইবে এমতে।
এত কষ্টে থেকে সখি, বারেক যদি নিরখি, প্রাণধন কমল আঁখি,
জুড়াই দুঃখেতে॥

(বীরবলের প্রবেশ।)

বীর। এ কি এ বারিপূর্ণা-নেত্রে, অধোবদনে আবার নিরাশনে, দিন দুঃখিনীর মত হেমাঙ্গিণী একাকিনী বোসে যে? না জানি কোন প্রবাহ নবশোকে ও শোকসেচন মোহন-মূর্ত্তিকে এতাদৃক্ সকাতর করেচে, হায় যে কমল বিক-শীতে ভাস্কর প্রভাহীন হন, কমল মুদিতে কি জগতে জ্যোতি থাকে? হেমাঙ্গিণী আজ তোমায় এত বিমর্ষ দর্শন করি কেন ?

হে। সে কথা আবার জিজ্ঞাসা করেন মহাশয়, যখন নিরাশ্রিতা, নিবান্ধবা, দুঃখিনী স্বরূপিণী হঁয়ে এ ভয়ানক তিমিরাচ্ছন্ন

বন্দীশালে বন্ধিনী হয়ে রয়েচি, অথচ যথা কণিকামাত্র মুক্তি আশার প্রভা ভুলক্রমেও বিজলিত হয় না, তথায় সুখাগমনের সম্ভব কি আছে? মহাশয়! নদীকুলস্থ ক্ষেত্রের শস্য প্রাপ্তির কি আশা থাকে?

বীর। যাঁর মোহনরূপে ভুবন মোহন, অথচ যাঁর লাবণ্যপ্রভায় অন্ধীভূত ব্যক্তির নয়ন প্রাপ্ত, তিনি আবার নিরাশ্রিতা কি রূপে হলেন, আবার যাঁর আজ্ঞাধীন বীরবল সম্পত্তি মহাত্মা স্বয়ং বিজয়কেতু, তিনিই বা কিরূপে নিবান্ধবা হতে পারেন, হেমাঙ্গিণী তোমার যে সদাশিবের ভিক্ষা করা হল দেখি, অন্নপূর্ণা মহিষী, আবার ধনেশ ভাণ্ডারী, এত বৈভবেও তিনি জগতে ভিক্ষাজীবি হয়েছিলেন।

হে। কিন্তু সির্দ্ধিদাতার তো হত শির ছিল।

বীর। গ্রহ-ফলভোগী সকলকেই হতে হয় ধনি।

হে। তবে আমিই কি সকল ছাড়া।

বীর। কিন্তু তোমার তো শুভগ্রহোদয় প্রকাশ হয়েচে, সুন্দরি, তোমার এ অপরূপ প্রজ্বলিত রূপলাবণ্য-প্রভায় আমার সখা যে কোনরূপি পতঙ্গ হয়ে পতিত হবেন, সে চিন্তায় তিনি এ মহাসমর চিন্তা অচিন্তে করেচেন, সুন্দরি! যদি কৃপানেত্রে বিজয় অন্তরাবলোকন কর, তোমার পাষাণ-হৃদয় অবশ্যই গলিত হবে, আর তা হলে তোমাকেও এতাদৃক্ চিন্তাভারাক্রান্তে নত হতে হবে না।

হে। মহাশয়, অসাধ্য পীড়া দর্শনে প্রিয়বচনেই প্রিয়জনে সম্বোধন করে থাকে, *আমা প্রতি বিজয়ের যে কত কৃপা

কত করুণা, আবার কত স্নেহ তা আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য করেচি, আর আমি যে কি ঋণে তাঁর চরণে আবদ্ধ আছি, তাও জগতে অপ্রকাশ নেই, যদি আমার সুখ-সৌরভাঘ্রাণে চিত্ত তৃপ্তকরণে অভিলাষী হতেন, তবে এ তস্করাবাসে আমার আবাসমন্দির হত না। অথচ করুণা অলঙ্কারে আমায় অলঙ্কৃত করে আমার সকাতর জনক-সন্নিধানে আমায় অবশ্যই পাঠাতেন; মহাশয় যদি পুত্র-জন্যই পরিণয়ের বিধি হতো, তবে সুরূপা কামিনী কদাচই উচ্চমূল্যে বিক্রীত হত না।

বীর। কল্যাণী, অসামান্যা মোহন রূপ লাবণ্য প্রভায় দৃষ্টির জ্যোতিহীন হয়ে সহজেই মানবে সরল পথ বিস্মৃত হয়, সে জন্য রাজার অপরাধ মার্জ্জনা করা উচিত, আর সৌরভান্বিত সু-দর্শন পদার্থ অবশ্যই চিত্তরঞ্জন, ইচ্ছানু-সারে সে অমুল্য রঞ্জন নয়ন অগোচর কত্তে কেহ কি অভিলাষ করে সুন্দরি ?

হে। মহাশয় পুলোকিত করণাশয়েই প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করা, কিন্তু সময়ানুসারে স্বরসালাপেও কেউ বা ওষ্ঠ আবার কেউ বা রুষ্টও হয়, তোমার সখার প্রণয় যেমন পদ্মে মৃণাল দর্শন চিত্তরঞ্জন বটে, কিন্তু স্পর্শন যেন মৃত্যু দরশন।

বীর। কল্যাণী শশ্যসঞ্চারেই তো শীষাঙ্কুর শিরোত্তোলন করে আর পরিপক্কে নতশির হয়, আমার সখার প্রেমপক্ষে এই হাতে খড়ি বৈতো নয়, আমি জানি তাঁর স্বভাব নম্র-ভাব নয়, কিন্তু সে জন্য পবিত্র চিত্তে যখন প্রায়শ্চিত্তে

প্রস্তুত হন, সে করুণাবচনে অভিষিক্ত হলে পাষাণও দ্রব হয়, যখন ব্যাধি নিব্যাধির ঔষধি অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন তাঁর প্রতি প্রতিকুল হওয়াও তো কুল-কামিনীর কর্ত্তব্য নয়; আর দেখ সুন্দরি, সুদর্শন পদার্থে সৌরভ-সঞ্চারে অধিক গৌরবান্বিতা হয়, অতএব তুমি এখন যেমন রূপে মহীধন্যা আছ, আবার সখার সহ সংমিলনে ধন ও পদবীর গৌরবে মহামান্যা হবে।

হে। মহাশয়, দেব আর দেবারিগণে ঐরিষড়ষ্টক গণ্য, অথচ শাক্ত ও বৈষ্ণবে চিরদিনই শত্রুভাব, বিশেষে কাঁচ হয়ে কাঞ্চন সহ সহবাসে অভিলাষিণী হলে পরিশেষে পরি-তাপে দগ্ধ হতে হবে, দেখুন, অহিতাচারকের মহিষী অপেক্ষা দারিদ্রের দারা হওয়া উৎকৃষ্ট।

বীর। কল্যাণী লঘুপাপে গুরুদণ্ডবিধি অবিধি, যদ্যপিও অন্যের প্রতি অন্যায় ব্যবহার অজ্ঞাতে করে থাকেন, তোমাপ্রতি সখার তো অহিতাচার প্রচার নাই। আর যদ্যপিও সখার সরল হৃদয়কমলে প্রবল হুতাশানলে দগ্ধ কত্তে যত্নবান্ হতেচে, তোমার সুধাসদৃশ মধুর সরস বচন-বারি-ক্ষেপণে সে অগ্নি নির্ব্বাণ না কল্লেও যে দাবানল বৃদ্ধি হয়ে বনচর নিহত হবে; এবং উত্তাপে ধরণী মনস্তাপ পাবে; সুন্দরি এখন তোমার হস্তে পালন ও লয় উভ-য়ই অর্পণ হয়েচে, তোমার কটাক্ষে এ বিষম সমর সম্বরণ হয়; প্রজাগণে উল্লাষ প্রাপ্ত হয়, সম্রাট্ জয়লভ্য করেন অথচ বিজয় ও অজয়ে পুনঃমিলন হয়।

হে। কি বল্যেন মহাশয়, অজয়!! তিনি কোথায়?

বীর। তুমি যে অজয় নাম শ্রবণে প্রফুল্লবদনা হলে?

হে। মহাশয়, সকল তিক্তরস অপেক্ষা ভ্রাতৃবিচ্ছেদ চিরদিনই বিস্বাদরস; বিশেযে আত্মবিচ্ছেদ শ্রবণে আমি বাল্যাবধি সন্তুষ্টা নই।

বীর। যথার্থ বিবেচনা করেচ সুন্দরি, যেমন দুইটী প্রবল নদী সতেজে অচল গহ্বর হতে বহির্গত হয়ে বেগবতী-শ্রোতে তীরস্থ ভূমির সশ্য বিনষ্ট করে, জ্ঞাতিবিরোধেও প্রতিবাসীগণ তাদৃশ মনকষ্ট প্রাপ্ত হয়; কল্যাণী, এ সমস্ত যন্ত্রণা শান্ত্বনা কারণ, রণস্থলে তোমার বাসস্থল হয়েচে, যেমন বেদব্যাস অর্জ্জুন ও অশ্বথামাকে কুরুক্ষেত্র-সমরে সাম্য করে আপন কীর্ত্তি সজীব করেছিলেন, তুমিও এ দুই মত্তহস্তিকে নিরস্ত করে আপনার মহিমাযুক্তা নাম-পতাকা উড্ডীয়মান্ কর।

হে। মহাশয়, বামনের চন্দ্রস্পর্শ অভিলাষ, কেবল হাস্যাস্পদ মাত্র, অথচ বাসুকি ভিন্ন কি ধরা ধরা অন্যকে সম্ভবে? ঐ দেখুন, এদিগাভিমুখে বিজয় দ্রুত আগমন কচ্চেন, আমি আপন শিবিরে সত্বর প্রস্থান করি, দুঃখিনীর দুঃখ মোচনার্থে যাহা কর্ত্তব্য হয় কৃপাবলোকনে দৃষ্টিপাত কোর্‌বেন।

বীর। আবার প্রসন্নান্তরে আমার প্রার্থনায় স্থানদান কোরো, (হেমাঙ্গিণীর প্রস্থান) (স্বগত) এখন তো আমার প্রিয়সখার মানস-তরুবরে দুইটি শাখাঙ্কুর দর্শন দিয়েচে,

হয় সমর না হয় হেমাঙ্গিণীকে পরিত্যাগ করা, তন্মধ্যে প্রথম কল্পই উৎকৃষ্ট, তাতে সকল কষ্ট নষ্ট হবে, উভয় প্রস্তাবই উত্থাপন কোর্‌বো, দেখি কোন্ দিকে পবন সঞ্চালন করে।

বিজয়কেতুর প্রবেশ।)

বিজ। গজেন্দ্রগমনে সৌদামিনী স্বরূপিণী কে ও রমণীটী অন্তর্দ্ধ্যান হলেন সখা; আমার চিত্তেশ্বরী সুন্দরী হেমাঙ্গিণী না? সে কি এখনও চঞ্চলা আছে, তস্করের মত কর্ণদেশে ধর্ম্ম উপদেশে স্থানদান করে না; অথবা অবলা মম জ্বালা স্নিগ্ধ করণাশয়ে সরলা হয়েচে, প্রিয়ম্বদ এ সু-সম্বাদ প্রদানে আমার ইচ্ছুক অথচ উৎসুক কর্ণকুহরে সত্বর শীতল কর।

বীর। সখা ঋপুর বশ হলে যশ প্রাপ্ত হওয়া কদাচই সম্ভবে না, তবু যদি নবরসে অনুরাগী হতে অভিলাষি হও, তবে কীর্ত্তি নির্ম্মাণের আয়োজন সকল সাগরখাদে নিক্ষেপ কত্তে অকারণ কালবিলম্ব কর কেন? প্রবাহ পবনাগমনে স্বল্প বর্ষণই হয়ে থাকে, আমাদেরও অনেক আড়ম্বর হয়েছিল কি না।

বিজ। এই বলে তুমি যে অকস্মাৎ দৃঢ়চুম্বকে আমার চিত্তশোণিত মোক্ষণে প্রবৃত্ত হলে দেখি, সখা সে চিত্তরঞ্জিনীকে চিত্ত হতে বহিষ্কৃত করার কালাতীত হয়েচে, চিত্তশোণিত বহির্গতেও কি চিত্তরেখা নির্গত হয়।

বীর। হাঁ এখন অপরূপ কীর্ত্তি নির্ম্মাণের উদেযাগ হয়েচে কি না, যেমন অসার প্রস্তর আঘাতে ভগ্ন না হয়ে কেবল চূর্ণ হয়, কামাতুর ব্যক্তিও লজ্জা ভয় ও সম্মানে সেইরূপ জলাঞ্জলি দিয়ে তাচ্ছল্যারণ্যে ঘৃণাসহকারে বাস কত্তে বিরত হয় না। প্রিয়সখা মঙ্গলচিন্তায় যাত্রা করে অহিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া কি তোমার কর্ত্তব্য; বিশেষে শঙ্কটকালে কণ্টকাবৃতা কণ্টক নন্দিনীকে প্রাপ্ত আশা করা কি উচিত, বরং এ কণ্টকহতে নিষ্কণ্টক হলে এ বিষম শঙ্কটে উদ্ধারের উপায় দর্শন হয়।

বিজ। প্রিয়ম্বদ, এ কণ্টকই জগতের কণ্ঠভূষণ, ত্রিভুবনের চিত্তরঞ্জন আর জন্মভূমির মহোৎসব, বিশেষে এ কণ্টকে নিষ্কণ্টক হওয়া পূর্ব্বপরাবধি বিধি বিরহ; সখা তুমি যে অকস্মাৎ লোমশমুনির বিবেগাবলম্বন কল্যে দেখি।

বীর। যখন যশ, ধর্ম্ম, মান ও গৌরব আপনাপন প্রতাপের প্রভায় প্রভাকর হতেচে, তখন সামান্যা কয়েদী এক দাসীর জন্য কি জঘন্য অপযশ বিন্দু দুগ্ধকলশে ছিটা দিয়ে সার বস্তু নষ্ট করা উচিত, সখা তুচ্ছ প্রমের সামান্যা ব্যথায় কাতর হওয়া কি তোমার এ সময়ে কর্ত্তব্য।

বিজ। নয়নহীনের পক্ষে দর্পণ মূল্যহীন হতে পারে; আবার সামান্য শিখিপুচ্ছই ধরাপতির শিরভূষণ, বিশেষে অস্পর্শীয় স্থানে পতিতে কি মহামূল্য মণি পতিত থাকে,

অথবা বিচিত্র পদার্থ প্রাপ্তে কেউ অযতন করে, সখা! শত শত প্রাণী হত হয়ে সমরে অমুল্য জয় পত্র প্রাপ্ত হয়েচি, বিচার মতে সে পত্রে তো আমিই ভূষিত হতে পারি, তবে কেন আমার চিত্তে বেদনা প্রদান করে, সে পবিত্র পত্র আমার চিত্তান্তর কত্তে যত্নবান্ হতেচ, প্রিয়ম্বদ, যদি আমার চিত্ত সংমিলিতা চিত্ত রঞ্জিনীকে বল পূর্ব্বক বহিস্কৃত কত্তে নিতান্তই চিন্তার্ণবে মগ্ন হয়ে থাক, সে ঘাতনে আমার জীবন পালিকা-নাড়ি অবশ্যই বিনাশ পাবে, বিশেষে এমন ক্ষমতাই বা কে রাখে, যে আমায় অক্ষম করে আমার অক্ষয়া ধন অপহরণ করবে।

বীর। জ্ঞান, মান ও ধর্ম্ম বিচারেই তোমায় অক্ষম করবে।

বিজ। সখা লুণ্ঠন দ্রব্য সৈন্যের প্রাপ্য—রাজনীতি ব্যবধানে হেমাঙ্গিণীতে আমার যথার্থ অধিকার হয়েচে, তবে যদি কামিনী ভুজঙ্গিণী স্বরূপিণী হয়ে মন্ত্রতে বশীভূতা না হয় ঔষধি প্রতাপে সে মণিময় ফনীকে অবশ্যই কুণ্ডলিনী কত্তে হবে, সখা, ইচ্ছাই হোক অথবা অনিচ্ছাই হোক, স্বসত্ত্বে নিঃসত্ত হতে জীবন ধারণে কেউই সম্মত নয়।

বীর। প্রবলশালি—কথিত আছে লঙ্কায় পাদার্পণ কল্যেই রাক্ষস যোনি প্রাপ্ত হয়, তুমি ও যে সম্রাটের অহিতাচার নিবারার্থে এ অপার সমর সংকটে আশা সহকারে আগমন করে, অহিতাচার মন্দিরের উচ্চ চূড়া পর দীর্ঘ দণ্ডে পতাকা উড্ডীয়মান কল্যে, যে হেতু বলেতে প্রণয় অভাবে প্রলয় উপস্থিত হবে—সখা মধুস্থলি উত্তোলনে মধুমক্ষিকা

কি সুস্থির থাক্‌বে, না সতী ধর্ম্ম নষ্ট অবলোকনে জ্ঞান বানে তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হবে।

বিজ। ভাল, তুমি ও তো সর্ব্বদা জ্ঞান দর্পণে আস্য অবলোকন করে থাক, বোধ করি তুমি ও বর্ত্তমানে রত্ন দল ভুক্ত হয়ে থাক্‌বে।

বীর। অথবা স্ববল প্রভায় স্বয়ং দল স্থাপন করবো, তবু দুর্ব্বলের প্রতি স্ববলের প্রবল ব্যবহার কদাচ দর্শন করবোনা।

বিজ। হাঁ, এত দিন পরে সখ্যতা ফলের স্বরস আস্বাদন প্রাপ্ত হলুম, ইদানী তুমি যে হেমাঙ্গিণীর সতী ধর্ম্ম রক্ষক হয়েচ তা আমি জ্ঞাত নৈ।

বীর। অন্ধ, সখ্যতা কি নিরানন্দ ময় আবাস, আবার সন্দিগ্ধ চিত্তই কি বিচিত্রে নির্ম্মাণ, হা অহিচার তনয়া অকৃতজ্ঞ! তুমি কি মহারাষ্ট্র ত্যাগ করবে না, তোমায় প্রাপ্তজন্য কি সম্রাটকে অগ্রাহ্য আবার স্ব রাজ্য তেজ্য করে বিজয়কে পূজ্য করেচি, অথচ বিক্রমশালী অগণন সেনাদলকে নিহত কারণ সমর ক্ষেত্রে আনয়ন করেচি, হায় অবিবেচনাই অনর্থের মূল, আমার ও এখন অরণ্যে রোদন করা হয়েচে।

বিজ। সল্পই হোক অথবা অধিকই হোক ধন প্রাপ্তে মন ওষ্ট সহজেই হয়ে থাকে, তোমার এ যে সন্নিপাতের পিপাসা দেখি, এমন অমূল্য ধন প্রাপ্তেও কি রোদন সম্বরণ হবে-না—যাও তত্ত্বজ্ঞানী মহোদয়, আপন দলসহ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন কর, তোমর সুহৃদ সম্রাটের সখ্যতা লভ্য

কর, আর পারতো দূর্ব্বল হস্ত হতে বল পূর্ব্বক মোক্ষ ফল হেমাঙ্গিণীকে অপহরণ কোরো।

এক জন সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। মহারাজার জয় হউক,—সম্মুখস্থিত পর্ব্বতোপর হতে দর্শন হল, মন্দাকিনী শ্রোতের মত এক দল সেনা, পবন-বেগে এদিগাভিমুখে আগমন কচ্চে, তাদের দ্রুত গতিতে রসযুক্তা মেদিনী বালুকাবৃত হয়ে বায়ু সংযোগে যেন পয়ধরতর জ্ঞান হতেচে, আবার ভানু প্রভায় তরোবাল গুলিন বিদ্যুতের আভার মত সঘনে বিজলিত হতেচে।

বীর। আমাদের দলও তাদের আগমন-প্রতীক্ষা কত্তেচে, আমি যথাবিহিত ব্যূহ নির্ম্মাণ করেচি, তুমি শীঘ্র প্রত্যাগমন করে সেনামধ্যে এ সমাচার প্রচার কর গিয়ে, আমরাও যাত্রা কল্যুম।

সেনা। মহারাজের যেমন অনুমতি।

সেনার প্রস্থান।]

বীর। প্রিয়ম্বদ—সখ্যতা ধর্ম্ম প্রতিপালনে বিপদ কালে সখার দোষ গ্রাহ্য করা অবিধি এজন্য তোমার সকল অপরাধ কবরস্থ করে তোমার অভাবে অভাব কত্তে ও চিন্তা দূর কত্তে সত্বর শুভ যাত্রা কল্যুম, এখন গাত্রোত্থান কর গতাজী পঞ্জিকা দর্শনের এ সময় নয়।

বিজ। কিন্তু আজ আমায় নিরুৎসাহী করেচ, নি অস্ত্রি করেচে, বৃশ্চিক দংশন অপেক্ষায় ও প্রাণে জ্বালা দিয়েচ, এই বলে তোমার সখ্যতা প্রতি আমার সন্দেহ নাই, সখা তুমি

চিরদিনই আমার শিরোমণি বিশেষে দুর্গন্ধ পদার্থ পতিতে ভাগিরথী কখনই পতিত হন না, সখা জ্ঞান হীনে কি মান রক্ষনে পারক হয়, না দরিদ্রে জহরের মূল্যে পরিচিত থাকে, অতএব আমায় মার্জ্জনা কর।

বীর। প্রিয়ম্বদ সাবকাশ কাল বিরহে মরা কাগজ দর্শন হয় না, অতএব এখন কেন সে সকল খাতা প্রতি দৃষ্টি পাত কর শীঘ্র গাত্রোত্থান কর, স্বকার্য্য সাধন হও শত্রু আগত প্রায় দেব গুরূ প্রসাদে যদি সম্মুখ সংগ্রামে জয় প্রাপ্ত হই এ অপেক্ষা বীরবল জন্য সন্তোষ জনক পুরস্কার আর কি আছে—আর দূরাদৃষ্ট বশতঃ যদি দুর্ভাগ্যোদয় হয়, তবে নিরাশা স্থানে কলেবর বন্দক দিয়ে শাহস গ্রহণ পূর্ব্বক বীর পুরূষের মত মত্ত লীলা সম্বরণ করবো।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

শিবিরময় ক্ষেত্র পশ্চাতে এক দুর্গ ও পার্শে
পর্ব্বতোপরি উপবন।

শৃঙ্খলাবর্দ্ধ অজয়কেতুর প্রবেশ।

অজ। (স্বগত) দৈব ঘটনা অন্যথা হওয়া সহজেই বিরহ, এ বিষম সমর-ক্ষেত্রে পরাভুত হয়ে হায়! দুর্ভাগ্য ক্রমে ভ্রাতার শিবিরে আজ আমি বন্ধীভূত হলুম, যাঁর সন্দর্শন হতে

যত্ন পূৰ্ব্বক গোপন থাকি, দুরাদৃষ্ট বশতঃ আজ তাঁরেই সম্মুখ মিলন হল, বিজয় যে স্বয়ং সমর-ক্ষেত্রে প্রবেশ কর্‌বেন তা আমার অনুভব ছিল না।—বোধ করি ভ্রাতৃ-বিরোধ ভঞ্জন জন্যই এরূপ দৈব ঘটনা উপস্থিত হয়েচে, কি জানি যদি স্বভাব আপন স্বভাবের আবির্ভাবে বিজয়ের উগ্রভাব অভাব কোরে নম্রভাব আবির্ভাব করে, তা হলে তো এ দুর্ভাগ্যর বিরহ-যন্ত্রণা অভাব হবেনা, চিন্তাস্থ দীর্ঘ যামিনীর শয্যা-কণ্টকাবস্থা ও তো সুস্থ হবেনা, আ দরিদ্র-পক্ষ কৃষ্ণপক্ষই স্বপক্ষ যে হেতু অভাব অভাবে বিরহী-পক্ষ, প্রভা দর্শন অপেক্ষা মহানিদ্রাতুর হওয়া সহস্র গুণে কল্যাণকর—প্রিয়সি হেমাঙ্গিণীর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা কি মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষা লঘু হবে (মৌনালম্বি)।

(বীরবলের প্রবেশ।)

বীর। হে মহোদয় বীরবর, আপনি কারাবদ্ধ বিষাধ বিসর্জ্জন দিয়ে নিসংখ্যায় এ শঙ্কটাগারে অবস্থিতি করুন, যে হেতু বৈষ্ণবালয়ে বিষ্ণু পূজার ত্রুটী হয়না, বিশেষে যত্ন-সহকারেই জহুরিতে রত্ন রক্ষা করে, সম্প্রতি পরিচিত হওনাশয়ে আপনকার নাম ও ধাম শ্রবণে ইচ্ছা করি।

অজ। করুণাশালি, ভয়ানক প্লাবিত বন্থে আক্রান্ত হতমূল তরুবরের মত আমি এক জন দুর্গাভ্য ব্যক্তি, যে প্রবল বেগবতী স্রোতাধীন হয়ে দ্রুত গমনে নিহত জন্য রত্নাকরে পতিত হতে ও অসুখি নয় অথচ দৈব ঘটনায় তীরে অব-

স্থান কত্তে ও অনইচ্ছুক নয়, মহাশয়, দুরবস্থা পতিত ব্যক্তির পরিচয় কেবল করুণা প্রার্থনা তদ্ভিন্ন সুনাম বা দুর্নাম সুখ্যাতি বা অখ্যাতি সময়ে সঞ্চালন করবে।

বীর। দূরাবস্থায় করুণা প্রদর্শন অবশ্যই সুদর্শন তজ্জন্য তোমার শৃঙ্খলালঙ্কার অবিলম্বে বিমোচন হবে। আর যে স্বল্প কাল জন্য আপনকার এ দুঃখ-শালে অবস্থান হবে প্রিয়বন্ধু স্বরূপ আপনি পরিগণিত হবেন।

অজ। আমার মত দুর্ভাগ্য পক্ষ যথেষ্ট করুণা প্রদর্শন হয়েচে আপনকার তিক্ষ্ণ করূণার প্রভায় আমার বাহ্য কষ্টচ্ছেদ হল, কিন্তু হীন অবস্থাস্থিত ব্যক্তির চিত্ত মহৎ উপকৃতে ও সুস্থ না হয়ে, বরং বারংবার পুঞ্জ পুঞ্জ উপকার লভ্য করণাশয়ে লোভাগার শূন্য রক্ষণে যত্নবান্ হয়। সে জন্য এ অকিঞ্চনের অপরাধ অগ্রাহ্য করে, আমার প্রিয় সহচর সেই প্রাচীন বীর্য্যবন্ত সেনাপতির কিরূপ গতি হয়েচে কৃপা সহকারে সে বার্ত্তা ব্যক্ত করে দুর্ভাগার নিরানন্দ অন্তরে আনন্দ সুধা সঞ্চারণ করূণ।

বিজ। কোন প্রাচীন সেনাপতি ধীরেন্দ্র সিং বাহাদুর।

অজ। আজ্ঞা হাঁ আমার সুমভিব্যাহারী কারাস্থিত।

বীর। তিনি কারা মুক্ত হয়ে নিরাপদে স্ব ধামে প্রত্যাগমন করেচেন।

অজ। নিরাপদ হয়েচেন! জগদীশ তেমার মহিমা প্রভায় তিমিরাছন্ন যামিনীতে ও বিদ্যুৎ আভায় দিক্ দর্শন হল।

বীর। আমার অনুরোধ ভারাক্রান্তে বিজয় নত হয়ে বীরেন্দ্রকে

মুক্তি দিতে সম্মত হলে পর আমাদিগের সমর জয়ী সেনাদল বিষাদ সহকারে তাদের রণে হত সহচরগণের শোক মোচনার্থে রণদেবী-মন্দিরে তোমার ও বীরেন্দ্রর জীবন বলি দিতে প্রার্থিত হল, কিন্তু সে সময় বিজয়ের অন্তর করুণা প্রফুল্ল রসে অভিষিক্ত হয়ে বীরেন্দ্র বাহাদুরের প্রতি করুনাময় হল।

অজ। মহাশয় বীরেন্দ্র বাহাদুরের নিরাপদ শ্রবণে আমি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হলুম, এ উপকার জন্য কৃতজ্ঞতা সহকারে আমি আবদ্ধ হলুম, আমার আপনার বিষয়ে আমি নিঃশঙ্ক আছি, যে হেতু আমার পক্ষ জীবন এক প্রকার ক্লেশ কর অসহ্য ভার হয়েচে, অথচ মরণ যে কল্যাণ কর হবে, তাও অনুভব হয় না, যখন জীবন অথবা মরণ ওজনে উভয়ই সমতুল, তখন আমার পক্ষ অপ্রতুল কি আছে, মহাশয় অদ্য আমি বিজয়ের দাসশৃঙ্খলাবদ্ধ আছি, মিন্তু কল্য বা পরশ্বু, অবশ্যই তাঁর উদ্ধারক হব, কারণ আমার প্রভু, মহারাজ প্রতাপাদিত্য, বিংশতি গুনাধিক সংখ্যা শেনা সহরণে প্রবেশ করেচেন, তজ্জন্য আমি পুর্ব্বাহ্নে সাবধান কত্তেচি, প্রতাপের দীপ্তিতে সকল প্রতাপ দীপ্তিহীন হবে, তাঁর অনাগতে অপবিত্র কার্য্য সাবধানে সংশোধনে নিযুক্ত হওয়া বিজয়ের কর্ত্তব্য।

বীর। বীরবর, প্রভাকর প্রকাশে হুতাশ বিনাশ পেয়ে অন্তরে উল্লাস উদয় হয়, সম্রাটের আগমনে কে না উৎসব কত্তে উৎসাহী হবে।

অজ। দৈত্যকুলোদ্ভব প্রহ্লাদের গুণ শ্রুত ছিলাম, বিজয়ের শিবিরে যে সম্রাটের এমন একজন ভক্ত আছে, তা আমার স্বপ্ন অগোচর ছিল, মহাশয় ইহ জন্মেই নিষ্কৃতি প্রাপ্তাশয়ে বুঝি দশ মুণ্ডুর মত রঘুকুল তিলক সহ বৈরঙ্গতা ভাবের আবির্ভাব করেচেন, নচেৎ রাজবিদ্রোহী সহ আপনকার সখ্যতার তো অন্য কোন কারণ দর্শন হয় না।

বীর। বীরবর, সখ্যতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধই অসীম আনন্দ প্রাপ্ত কারণ, সখার সন্দর্শন ভিন্ন উৎসব অধিক আনন্দকর হয় না, অথচ শোকাক্রান্ত অন্তরের ভারও লঘু হয় না, কিন্তু আমার পক্ষ সখ্যতা ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া, মারিচের শঙ্কটাপন্ন কার্য্য সাধনে আগমন করা হয়েচে।

অজ। পরিমিতাচার অবশ্যই কল্যাণকর, এক্ষণে গত সমরে বিজয় জয় প্রাপ্ত হয়েচেন, এ সময় অপব্যয় না করে, সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক সুব্যবহার কল্যে, মহৌষধি স্বরূপ হয়ে, এ মহারাজ্যের সমস্ত বেদনা অন্ত কত্তে অবশ্যই সক্ষম হবে, আর যেমন বিবাহোৎসব উপলক্ষে শাক্ত ও বৈষ্ণবে বিবাদে বিরত হয়, আমাদের স্বদল বা বিদ্রোহী দল, তদ্রূপানুসারে পুনর্ব্বার স্বপক্ষ হবে।

বীর। আমার মতে যদি বিজয় সম্মত হতো, তবে বহুদিন পূর্ব্বে এ বিবাদ ভঞ্জন হতো, বিজয় যে—

অজ। সুপথ গমনে ইচ্ছুক নয়, আমি তা শ্রুত আছি, তাঁর স্বভাব অভাব করণার্থে ও বর্ত্তমানে কোন উপায় দর্শন হয় না, যদি সমভাবে সকল সময় ব্যয় কত্তে কৃতি যত্নবান্ থাকে,

অধীনের অসাধ্য চেষ্টা ও নিষ্ফল হয়, বিজয় যদি এখনও প্রায়শ্চিত্তে চিত্তসংযোগ করেন, তাঁর প্রজ্জ্বলিত ক্রোধাগ্নিকে কবরস্থ করেন, এবং সম্রাটের স্থানে ক্ষমা প্রার্থণা করেন, দেব গুরু প্রসাদে আমি আনন্দ-সহকারে পুনর্মিলনের চেষ্টায় যত্নবান্ হব, ভূধরের প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নিকে নির্ব্বাণ কর্‌বো, আর সম্মান পূর্ব্বক সন্ধি যেরূপে সম্পূর্ণ হয় প্রাণপণে যত্ন-সহকারে সিদ্ধ করবো, কিন্তু মৃত্তিকা শুষ্ক হলে পরিশ্রম নিষ্ফল হবে, রস থাক্তে বীজ রোপণ কর্ত্তব্য।

বীর। তার সন্দেহ কি, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন প্রসঙ্গ হয় নাই, দেখি সখা আমার, অতঃপর কোন পথাবলম্বী হন, ইত্যবসরে তুমি আপন শিবিরে গমন কর, তোমায় আনয়নার্থে শীঘ্রই দূত প্রেরণ কোর্‌বো, এবং পুনর্মিলনে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হবে।

অজ। আচ্ছা, আমি এখন বিদায় হলুম, স্ব কার্য্য সাধনে যত্নবান্ হলে শেষে আক্ষেপ কত্তে হবে না, আমি বারম্বার বলে দোষে খালাস হলুম।

প্রস্থান।]

বীর। (স্বগত) ভবিষ্যতে সুখ প্রাপ্ত জন্যই সু-সময়ে সু-ব্যবহার প্রদর্শন করা, অতএব এ সময়ে লেহ্য মত সন্ধি স্থাপন কল্যে অবশ্যই সম্মান পূর্ব্বক পূরণ হবে তবে যদি বিজয় নিতান্ত অনিচ্ছুক হন, নিতান্ত তাঁর দুরাদৃষ্ট, আমি

বোধ করি সে সম্মত হবে, হাঁ অবশ্য হবে, ঐ যে আশ্চে।

(বিজয় কেতুর প্রবেশ।)

এসো এসো, অসামান্য প্রতাপশালি বীরবর এসো, আমার প্রিয়সখা এসো, আর আমার সমর জয়ী ভূধর এসো ধন্য প্রতাপ, ধন্য সাহস, ধন্য বুদ্ধি, আর তোমায়ও শত শত ধন্য।

বিজ। অথবা আমার সুহৃদ স্বপক্ষ প্রতি শত সহস্র ধন্য।

বীর। যেরূপ প্রতাপ প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরে প্রবেশ করেছিলে, সে প্রতাপাগ্নি উত্তাপে অমরেও সমরে সুস্থির হতে সক্ষম নয়, হীনবল নরদল কি সে অগ্নি সহ্য কত্তে পারে• কি অসাধারণ সাহস অদ্ভুত ব্যাপার।

বিজ। কিন্তু অতি দূরস্থ হয়ে বিপক্ষ ভগ্নসেনার পশ্চাৎগামী হওয়াও সংশয়াপন্ন কার্য্যারণ্যে প্রবেশ করা হয়েছিল, আর সে সময় দৈব বল স্বরূপ তোমার অকস্মাৎ সহায় বিরহে নিতান্ত অচিরায় সমনে দরশন হতো, প্রিয়ম্বদ, তোমার বুদ্ধির কৌশলে কুশলে বিপদ পদচ্যুত হয়, অথচ তোমার ভুজবলে বিবাদেও প্রাণ রক্ষা হয়, সখা, আমার মঙ্গলাথেই কেবল জন্ম-ভূমিতে তোমার আবির্ভাব হয়েচে, কত জন্মে যে তোমার ঋণে মুক্ত হব সে ভাবনাতীত ভাবনা।

বীর। হাঁ অনুগত দোষী হলেও মহতে সে দোষ গ্রহণ না করে,

রজনী-নায়কের মত কলঙ্ক ভূষণ-সহকারে তিমির হরণ করে, এই বলে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে সেবকে পুরস্কার প্রাপ্তাভিলাষী হতে পারে না, তবে যদি মন মধ্যে আশাতীত সন্তোষ প্রাপ্তে হৃষ্টচিত্ত হয়ে থাকে, ললীত রাগিণীতে বাহ্যে অনুরাগ প্রকাশ করা অপেক্ষা কমল রাগ রজ্জুতে সরল অন্তরে নিরন্তর আবদ্ধ রাখ্‌লে চিরদিন বাধ্য-ভূষণে ভূষিত হবে, প্রিয়ম্বদ, তোমার অভাবের অভাব হলেই আমি প্রচুর পুরস্কার প্রাপ্ত হব, তদ্ভিন্ন আমার জন্য আর কি পুরস্কার আছে সখা ?

বিজ। আ দৃষ্টান্তাতীত করুণা; অসামান্য দৃঢ়তা এবং অসাধারণ হৃদ্যতা, সখা ! সেনামধ্যে অবলোকন করেছিলে কি, গত সমরে কোন্ কোন্ সেনাপতি বা নিহত হল, কে বা আহত হয়েচে, অথবা সেনাচয় কতই বা অপব্যয় হয়েচে ?

বীর। প্রিয়ম্বদ, তালিকা দৃষ্টে হরিষে বিষাদ হয়েচে। অপরিমিত অপব্যয়ে এ জয়লভ্য হয়েচে, প্রধান গণিত বীরচূড়ামণি সেনাপতি মণ্ডল, অর্দ্ধ সঙ্খ্যাধিক পদ বল, এবং চতুর্থ অংশাধিক অশ্বগণ, বায়ু সংলগ্নিত কদলী বৃক্ষেরমত বিশৃঙ্খলা পূর্ব্বক সমর শয্যায় পতিত হয়েচে, কিন্তু বর্ত্তমানে সে বিষাদ আস্বাদনে যত্নবান্ হলে পর, মনসাধ পূরণের নিরূপায় দর্শন হয়; এ জন্য চিত্তরঞ্জন সমাচার আনয়ন করেচি, শ্রবণে সুস্থ হও।

বিজ। সখা ! সেনা হত সমাচার শ্রবণে আমার অস্থির চিত্ত

অধিক অস্থির হল, এ চিত্তরঞ্জনার্থে এমন কি রঞ্জন সমাচার আছে, যে শ্রবণে চিন্তানল নির্ব্বাণ হবে।

বীর। প্রিয়ম্বদ, বিপক্ষ পরাভূত বন্দী সেনামধ্যে বীরেন্দ্র সিংহ বাহাদুর আনীত হয়েচেন।

বিজ। বীরেন্দ্র সিংহ হেমাঙ্গিণীর জনক! হাঁ এ এক অপূর্ব্ব মনোহর চিত্তরঞ্জন সমাচার বটে, অপরিমিত ব্যয় যোগ্য কীর্ত্তিলভ্য বটে, এবং কষ্টোপার্জ্জিত যোগ্য বহুমূল্য ধন প্রাপ্ত বটে, তবে তিনিই এখন স্বর্ণ ও রৌপ্য সলাকা হয়ে প্রেয়সীর সন্দিগ্ধা মনকে সরল প্রমাকর্ষণে আরতি করুন। তিনি কোন্ শিবিরে আছেন সখা?

বীর। তাঁকে কারা মুক্ত করে অভয় প্রদান পূর্ব্বক স্বধামে গমন কর্ত্তে অনুমতি দিয়েচি।

বিজ। অসময়ে অযোগ্য পাত্রে অশেষ প্রকার করুণা প্রদর্শনে আপন পক্ষে কৃষ্ণ পক্ষ আনীত হয়েচে, প্রিয়ম্বদ, বীরেন্দ্র অনুবল হলে বজ্র বলকেও হীন বল জ্ঞান কর্ত্তম।

বীর। প্রিয় সখা, প্রমফাঁশে বদ্ধ জন্য জ্ঞানারণ্যে প্রবেশে তুমি এখনও বিরত হতেচ, সখা! উপকারে বশীভূত ব্যক্তি যে রূপ কৃতজ্ঞ হয়, শৃঙ্খলাবদ্ধ বিহঙ্গম কি তাদৃশ পোষ মানে।

বিজ। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন ইন্দু বর্জ্জিত যামিনী স্বরূপা আমার অস্থির চিত্ত, তব চপলা বিজলিতাভাবে কখনই দিক দর্শণ প্রাপ্ত হয় না।

বীর। সেই চপলাকে সুস্থির রক্ষণাশয়েই তো বীরেন্দ্রকে মুক্তি-দিয়াছি, এবং এক্ষণে তিনি যেমত উপকারে আবদ্ধ হলেন,

ভবিষ্যতে এ সমাচার প্রচারে প্রত্যুপকারী হতে কদাচ অনিচ্ছুক হবেন না, সখা ধরণীস্থ ধূমাময়ে মেঘের জন্ম হয়ে বিন্দু২ বৃষ্টি বরিষণে মৃত্তিকাকে পুনঃ উর্ব্বরা করে।

বিজ। অধোবয়ানি হেমাঙ্গিণী এ সুমঙ্গল সমাচার শ্রবণ করেচে কি, শ্রবণে সে কি প্রফুল্লবদনা হল, অথবা তোমার স্থানে বাধিতা হল।

বীর। কেবল তোমার কৃপায় বীরেন্দ্র প্রাণদান পেয়েচেন আমি তাঁকে জ্ঞাত করেচি, আর শ্রবণে তিনি আনন্দ সাগরে মগ্ন হয়ে তোমার কল্যাণ-জন্য দেব দ্বারে করপুটে ও কৃতাঞ্জলি হয়ে দণ্ডায়মানা হলেন, অথচ সুধা সদৃশ বচন বরিষণে তোমার গুণসংকীর্ত্তন করে উপস্থিতগণের কর্ণকূহরে তৃপ্ত অচৈতন্য প্রদান কল্যেন।—

বিজ। প্রিয়ম্বদ এখন তোমার কিরূপ অনুভব হয়, আমার একষ্ট নির্ম্মিত চির আশা কি পূর্ণ হবে না।——

বীর। সে কি সখা, বৃক্ষশাখা অবোলোকনেও কি অনুভব হয় না, যে কোন দিকে বায়ু চলাচল হতেচে; তোমার আশা প্রায় অর্দ্ধেক পূরণ হয়েচে এবং যে কিছু বাকি আছে যদি বাকিই তাকে বল, স্বল্প কষ্টেও অল্প ব্যয়ে ক্রয় করা যাবে।

বিজ। সখা! বাকি রাখা অবিধি, বিশেষ ব্যাধির শেষ অত্যন্ত ক্লেশকর, অতএব কি ব্যয়ে বাকি পুরণ হবে শীঘ্র প্রকাশ কর। যদ্যপি অসংখ্য ধন ব্যয়ে ক্রয় হয়, অথবা বিক্রম-প্রভায় জয় প্রাপ্ত হয়, আমি উভয়পক্ষেই কল্পতরু হব।

বীর। এ বাকি পূরণের মূল্য সামান্য, যা তুমি অনায়াসেই ব্যয় কত্তে পার, আর সহায় অভাবে আপন স্ব প্রভাতে অনায়াসেই জয় লাভ হতে পারে—সখা তোমার প্রজ্জ্বলিত ক্রোধ অগ্নিকে যদি নির্ব্বাণ কত্তে পার, আর বিদ্রোহী অলঙ্কার যদি বিতরণ কত্তে পার তবে চিরসুখে সুখদাত্রী হেমাঙ্গিণী ভূষণে ভূষিতা হয়ে মহামান্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কত্তে অনায়াসেই সক্ষম হবে।

বিজ। ভুজঙ্গিণীর শিরোমণির স্বরূপ মানী ব্যক্তির মান, এ দুর্ম্মূল্য ভূষণে ত্যাগী হয়ে হেমাঙ্গিণীকে লভ্য কত্তে হবে?

বীর। সখা স্বকার্য্য সাধনজন্য মাতৃ সম্বোধনে ও রতি কর্ণপাত কত্তেন না।

বিজ। কিন্তু দাস শৃঙ্খলে চিরাবদ্ধ থাকা কি সুযুক্তি হল।

বীর। আবার "নষ্টস্যকান্যাগতি" শাস্ত্রেতেই আছে,—বিশেষে সময় চিরদিনই চপলাবৎ, সখা, অনেক অপব্যয়ে সুসময় ক্রয় হয়েচে, এ সময়ে আমাদের কৃপণ হওয়া অনুচিত, যে হেতু যদি অসময় পুনঃ উদয় হয়, তখন অসাধ্য অন্তরে থাকুক, মুষ্টিভিক্ষা প্রদানেও ভিক্ষুককে তুষ্ট কত্তে পার্‌বো না, এখনও সম্মান বজায় রক্ষণের উৎকৃষ্ট সুযোগ হয়েচে।

বিজ। আমি চিরদিনই তব পরামর্শাধীন, তবে সত্বরে চারুবিলাসিনীকে এ বার্ত্তা ব্যক্ত কর গিয়ে,—আমি এখন তার মতে নত হয়ে স্বমতে বিরত হলুম, এবং সমর সম্বরণ কল্লুম,—তার মধ্যে শমন সমান বিক্রমশালী আমার সমর

সহচরগণ, এরূপ অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনে কি পুলকিত হবে, অথবা আমার মতে সম্মত হবে ?

বীর। সখা তাদের অন্য মত নাই তোমার মতই মত, অন্যপথ নাই কেবল যে পথে তুমি আনয়ন কর।

বিজ। তোমার পরামর্শই বিপদ ভঞ্জন ও চিত্তরঞ্জন, এ জন্য অঞ্জন করে আমি নয়নে রক্ষাকরি, ভাল সখা! সে বীরপুরুষটী কোথা, যে অমর তুল্য প্রতাপে সমরে দ্বাবিংশতি বার আমাদের পরাভূত করে অবশেষে পরাভূত হয়ে আমাদের শিবিরে আনীত হয়েচেন, কি অসামান্য সাহস, কি অদ্ভুত প্রতাপ।

বীর। যেমন সম্পদে বিরত হয়ে নিরাপদ প্রাপ্তাশয়ে মহোদয়ে ব্রহ্মপদ চিন্তায় মন সংযোগ করে, তিনিও তদ্রূপ সংসারে অবসর হয়ে, ক্লেশকর বিপল গণনায় সহজেই মননিবেশ করেচেন।

বিজ। তার রণ নৈপুন্নতা অবলোকনে আমি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হয়েচি, কি অসাধারণ বুদ্ধি—কি অসীমা সাহস, মুষ্টি পোরা অপেক্ষা ও ন্যূন সংখ্যা সেনাসহ উন্মত্ত মাতঙ্গের মত রণে প্রবেশ করে আমাদের অগণন সেনারণ্য অনায়াসেই বারংবার দলন কর্ত্তে সক্ষম হল, তার নাম কি ও ধাম কোথায় জ্ঞাত হয়েচ কি ?

বীর। বস্ত্র আচ্ছাদনে অগ্নিতেজ গোপণ রাখ্‌তে তিনি চীর ইচ্ছুক আছেন—অপ্রকাশ থাক্তে তাঁর বিশেষ যত্ন।

বিজ। বোধ করি সমর কালে কোন দৈব বল অনুবল হয়ে

তার বল প্রবল করে, নতুবা একাকি বহুবল দুর্ব্বল করা মহাবলাক্রান্ত বলেরও সাধ্যাতীত কর্ম্ম, আবার একে রণ-সজ্জীভূত ব্যক্তির অবয়ব অবলোকনে সহজেই পরিচিত হওয়া বিরহ হয়, তাতে এ বীর পুরুষ পর্গাবিশিষ্ট বিচিত্র বসনে মুখচন্দ্র এরূপ নৈপুণ্যতায় লুক্কাইত করেচেন, যে দূরবীনযন্ত্র নিষ্ফল যন্ত্রনাভোগ করে ও ব্যক্তিটী যে কে কোন ক্রমেই অনুভব কত্তে অক্ষম হল।

বীর। সত্য সখা,—কি অদ্ভূত প্রতাপ প্রদর্শন পূর্ব্বক তুল্য বর্জ্জিত রণশিক্ষতায়, লহমার মধ্যে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি নির্ম্মাণ কল্যে, আমি শত্রু হয়েও তাঁর সত্যগুণের প্রশংসা কত্তে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।

বিজ। যেমন পরিষ্কৃত দিবাবসানে রক্তিমাবর্ণ পয়োধর-জ্যোতিতে জগত সৌরভান্বিত হয়, তার প্রতাপ-প্রভায় আমার মন-মালিন্যও তদ্রূপ উজ্জ্বল হয়ে তারে সত্বর মুক্তি দিতে আমায় যুক্তি দিতেচে,—সখা, তুমি সত্বরে সে বীরবরে আমার গোচরে আনয়ন কর।

বীর। কিন্তু প্রিয়বন্ধু স্বরূপ তাঁর প্রতি স্বরূপ হইও, কারণ যার গুণ ও রূপ সম রূপ, সেরূপ অবশ্যই ভূপের প্রাতস্মরণীয় স্বরূপ।

প্রস্থান।]

বিজ। (স্বগত) এখন স্থির চিত্তে একবার সৃষ্টি প্রতি দৃষ্টিপাত-করা কর্ত্তব্য হয়েচে, অর্থাৎ, সমর সম্বরণ করে সম্রাটা-

ধীন হলে পর কি যশ বৃক্ষে অরুচি নাশক ফল প্রাপ্ত হব অথবা শিলা পতনাঘাতে ফলকে অপযশ চিহ্নে চিত্র হীন কর্‌বে, তন্মধ্যে প্রেয়সীর হেম রসে মার্জ্জিত হলে, কলঙ্ক আস্বাদন অবশ্যই ঘৃতে ভাজা মূলের মত অধিক সুস্বাদু হবে, প্রণয়িনীর প্রিয় আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রমিকেই সদাই উৎসুক থাকে, নিষ্ঠুর প্রমাগ্নি উত্তাপে ইন্দ্রকেও ভগাঙ্গ ধারণ কর্ত্তে হয়েছিল, আমাকর্ত্তৃক যে এ সৃষ্টির সৃষ্টি স্থাপন হল, তা নয় (শৃঙ্খলাবদ্ধ অজয়কেতু ও প্রহরী গণের প্রবেশ) ঐ যে বীরপুরুষকে আনয়ন কচ্ছে (প্রহ-রীর প্রতি) রে প্রহরী ও কলঙ্কভার অবিলম্বে মোচন কর, তস্করাভূষণ সাধু আভরণ নয় (শৃঙ্খল মুক্ত) (অজয়ের প্রতি) বীরবর তোমার অসামান্য প্রতাপ প্রদর্শনে তোমার সহ সখ্যতা-শৃঙ্খলে চিরবাধ্য থাক্তে আমি ব্যগ্র হয়েচি, এক্ষণে আপন নাম ও মহিমা যুক্ত পদ প্রকাশ করে, ইচ্ছুকের অন্তরাচ্ছন্ন দূরীভূত কর,—হীন অন্তর মহিমা সংকীর্ত্তনে সহজেই কৃপণ হয়, কিন্তু গুণীর স্থানে সত্য গুণ কখনই গোপন থাকে না।

অজ। (স্বগত) হে অন্তকরণ এখন তুমি আর্দ্র হও কেন, অগ্নি সংলগ্ন ঘৃতের মত তোমার কঠিন স্বভাব যে সরল হল, আ পুলকাচ্ছন্নে আমার অস্থির মন যে আচ্ছাদিত হল।

বিজ। এখনও মৌনাবলম্বী রৈলে, আমি জানি উচ্চ পদ-স্থিত পতিত ব্যক্তি অবশ্যই ব্যথা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ব্যথিত অঙ্গ বৈদ্যকে বিদিত না কল্যে ও যে রক্ত মক্ষণে চিকিৎসক

কখনই পারক হয় না, তোমার অসামান্য বীর্য্য, অসাধারণ সাহস, অসম্ভব সমরনৈপুণ্যতা এবং সরল মোহনমূর্ত্তি অবলোকনে তোমার মহিমাযুক্তপদের পরিচয় অনায়াসেই প্রাপ্ত হয়েচি, এবং তজ্জন্য সম্মান পূর্ব্বক তোমায় মুক্তি প্রদানে প্রস্তুত হয়েচি, অতএব ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর তোমায় প্রাণ দিতেও আমি কৃপণ নই অথবা এ সুখ সময়ে যদি প্রতাপ স্বয়ং পরাভূত হয়ে মম সন্নিধানে আনীত হন, তাঁর অহিতাচরণ বিস্মরণ হয়ে, তাঁর জীবন দান দিতেও বিষাধ করি না, কিম্বা যদ্যপি আমার দুর্ভাগ্য সহোদর যে কুতন্ত্রে দীক্ষিত জন্য স্বতন্ত্র প্রভাপ্রকাশে নিরন্তর আমার অন্তরে খড়গাঘাৎ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা দিতেছে, তার আগমনেও মনে মনে অপরিমিত সন্তোষ প্রাপ্ত হই।

অজ। (মুখ আচ্ছাদন মুক্ত করে) তবে স্থির চিত্তে অবলোকন করুন।

বিজ। একি এ অজয় যে, কিমাশ্চর্য্য! কি দৈব ঘটনা, আর না হবেইবা কেন, যখন রণজয়, যশ, কীর্ত্তি, বন্ধুত্ব সৌভাগ্য এবং প্রণয় স্ব২ স্বভাবে আবির্ভাব হয়ে মহোৎসবকে গৌরবান্বিত কত্তে এ মনোহর সুখ সময়ে আগমন করেচে, তখন বিপক্ষ কল্যাণাকাঙ্খি চির অবাধ্য নিষ্ঠুর মাতৃগর্ভজ যে সরল অন্তরে অগ্রজাধীন হবে, তার সন্দেহ কি আছে, সু সময়ে বিনাকষ্টে স্বর্গসুখ লক্ষ্য হয়, আজ আমার আনন্দের পরিসীমা রৈল না, আ বহুকালাবধি জ্ঞানশূন্যারণ্যে

প্রবেশ করে আমার প্রতি প্রতিকূল ছিলে, আজ তোমার কমল বদন দরশনে স্বর্গীয় পিতৃ মাতৃ শোক বিরহ হল, এখন এসো আমার নিৰ্ব্বোধ অনুজ এসো উভয়ে এক-বার আলিঙ্গন করি এসো, (হস্ত ধারণ) বৃক্ষাচ্ছাদিত সরো-বর শলিলে অবগাহনে আতপে তাপিতাঙ্গ যে রূপ শ্রান্ত ভ্রান্ত হয়, অনুজের অঙ্গ স্পর্শে আমিও ততোধিক স্নিগ্ধ হলুম।

অজ। স্বভাবাকর্ষণে বিভাগ রক্তকে সহজেই পুনঃ ঐক্য করে, কিন্তু মায়ায় মুগ্ধ চিত্ত কদাচিত কৃত কার্য্য হইতে পারে না, বৰ্ত্তমানে রাজ কার্য্য সাধনে আমি তবাধীন হয়েচি, অতএব ভূধর পক্ষ এখনও যদি বিপক্ষ থাক, তবে এ জঘন্য প্রাণ রক্ষার্থে বিদ্রোহী স্মরণ অপেক্ষা মরণ স্মরণ আমার উৎকৃষ্ট।

বিজ। অদ্য হতে আমার নাম পরিবর্ত্তন হয়েচে, বিদ্রোহী নাম আমার পক্ষ অপমান।

অজ। তোমার পরিবর্ত্তন জন্যই আমি ইচ্ছানুসারে পরাভূত হয়ে তব শিবিরে উপনীত হয়েছি যে হেতু সিত পক্ষীয় রজনী নায়কের মত দিন দিন সম্রাটের জ্যোতি বৃদ্ধি হতেচে, অসংখ্য বল তার অনুবল হয়েচে।

বিজ। পতঙ্গ প্রতাপে কি মাতঙ্গ আতঙ্গ প্রাপ্ত হয়, না প্রতাপের প্রতাপ শ্রবণে বিজয় প্রতাপ হীন হয়, প্রিয়ানুজ হীন বল শমন বলকে প্রবল বল জ্ঞান করে, কিন্তু বীর্য্যবান্ মৃত্যু আস্বাদনে চিরদিনই অপরিচিত থাকে, অতএব ভয়

প্রদর্শনে যে আমি সমর সম্বরণ করেচি তা নয়, ইহার বিশেষ একটী কারণ অকস্মাৎ উপস্থিত হয়েচে, শীঘ্রই শ্রবণ করবে।

অজ। সুগন্ধ কুসুম প্রাপ্ত জন্যই প্রমোদ কাননে যত্ন পূর্ব্বক কণ্ট-কারণ্য রোপণ করা হয়, অতএব যে কোন কারণ হউক না কেন, সম্রাট-সহ যে আপনকার পুনঃ মিলনের ইচ্ছা হয়েচে, সে অবশ্যই আমার পক্ষে চিত্তরঞ্জন কারণ।

বিজ। মন্ত্রীর মন্ত্রণায়, কি জ্ঞানের আদেশে, অথবা তোমার যতনে, এ বাঞ্ছিত পরিবর্ত্তন সুপক্ক হয় নি, একটি রমণীর রঞ্জনার্থে এ সমরে সাম্য হয়েচি।

অজ। সে রমণী টি সামান্যা না হবেন।

বিজ। সামান্যা! আহা সে মোহন রূপ দর্শনাবধি সকল রূপে. বিরূপ হয়েচি, এবং তাঁরই আজ্ঞাধীন হয়ে সমর স্বম্বরণ করেচি, কিন্তু ধনুর্ভঙ্গপণ অপেক্ষাও তাঁর বিষম পণ, সেপণ প্রতিপালন কারণ স্বার্জ্জিত পণে সুতরাংই জলা-ঞ্জলি দিয়ে, প্রাণপণে তাঁর পণ পালনে সম্মত হয়েচি, অর্থাৎ রাজবিদ্রোহিকে তিনি বরমাল্য প্রদান কোর্‌বেন না, অতএব হে প্রিয়ানুজ, তুমি স্বয়ং সত্বরে সম্মুখাবর্ত্তী শিবিরে আগমন করে এ শুভ সমাচার প্রেয়সির গোচরে প্রচার কর গিয়ে, তুমি সম্রাটের প্রধান সহচর, তোমায় দর্শনে চিত্তরঞ্জিনী অবশ্যই পুলকিতা হবেন, আর আমার কঠোর সাধনের প্রায় পক্কফল শীঘ্রই সুপক্ক হবে।

অজ। মহাশয়, সকাতর অন্তর আনন্দকর কার্য্য সাধনে সহজেই

নিরন্তর হয়, অতএব বর্ত্তমান দূত-কার্যসাধনে আমায় নিবৃত্ত করুন।

বিজ। আবার সানন্দ-চিত্ত ভিন্ন নিরানন্দ চিত্তকে রঞ্জন কত্তে কখনই সক্ষম হয় না, অতএব অগ্রে অগ্রজের কামনা পূর্ণ কর, পশ্চাতে হৃষ্ট চিত্তে তব কষ্ট শীঘ্রই নষ্ট কোর্‌বো, হে প্রিয়ানুজ শীঘ্র শুভ যাত্রা কর।

তৃতীয় অঙ্ক।

মহারাষ্ট্রাধিপতির সংগীত শালা।

(প্রহরী দ্বয় রঞ্জিকা ও প্রমোদার প্রবেশ।)

রঞ্জি। ও গো প্রমোদা তুই এখনও কি কচ্চিশ রাত্রি হল যে, রাজার আগমন কাল হল এসে একটু হাত চালিয়ে নে।

প্রমো। আমারও হয়েচে, এখন তোড়া দান, আতরদান, তাম্বুল-দানগুলী আন্‌লেই হয়,।

রঞ্জি। আমি না হয় আনি গিয়ে, তুই ততক্ষণ বালিসের ওয়াড় গুলা দুরস্ত করে দে।

(প্রস্থান)

প্রমো। (স্বগত) কথায় বলে মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাল, তা অদৃষ্টক্রমে মহারাণীর সেবায় নিযুক্ত হয়ে, এ জন্মটা পরমসুখে গেল, আহারে কষ্ট নেই, পরিধেয়েরও অভাব নেই অথচ উত্তম দর্শন ও উত্তম শ্রবণে অন্তর অনন্ত সুখসম্ভোগ

কত্তেচে, এমনি করে কিছুদিন কেটে গেলে বাঁচি, কৈ এখন ও যে রঞ্জিকা এলো না, আমি একলা সভামধ্যে কতক্ষণ থাকব।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদু। বালাই শত্রুও যেন একলা না থাকে, আমরা ব্রাহ্মণজাতি অন্তর্যামি, কে কোথা একলা আছে অনায়াসেই জান্তে পারি, আর সুতরাং সেইখানেই উপস্থিত হই গিয়ে।

প্রমো। হাঁ তোমার সে গুণটুকু বেশ আছে তা জানি।

বিদু। পরউপকার পরম ধর্ম্ম, অবলার অবলম্বন হওয়াই মোক্ষ কর্ম্ম, বলি প্রমোদা আজকের তো আড়ম্বার টা বিলক্ষণ দেখ্‌চি, ওদিগকার রকমটা কি হয়েচে বল্‌তে পার।

প্রমো। এত রাত্রে কি আর তা বাকি আছে, শব উঠে গেচে।

বিদু। আরে অগ্রভাগটা তো থাক্‌বে, তাতে শর্ম্মা বৈ তো আর কারো অধিকার নাই।

প্রমো। হয় তো ছোঁয়া নেপা পড়েচে।

বিদু। তুই মাগি কি হিঁদু, এত রাত্রে অভুক্ত দ্বিজ ফিরে গেলে কি আর রক্ষা থাক্‌বে।

প্রমো। ইস কি তেজপুঞ্জ শুদ্ধ-সাবিত্রী ঋষি রে।

বিদূ। দেখ, তুই আজো আমাদের জান্তে পারিষ নি, আমাদের আদিপুরুষ কৃত কুজ্‌ঝটিকার সৃষ্টি হয়েছিল, আর অনূঢ়া মৎসগন্ধা টাট্‌কা টাট্‌কি ব্যাসদেবকে প্রসব করেছিল, আমি সেই দ্বিজ, বড় সামান্য নই, যদি মনে করি তো

বাতির আলো নির্ব্বাণ করে এখনি ঘোর অন্ধকার কত্তে পারি।

প্রমো। আর কিছু পার কি ?

বিদু। আমরা আবার কি না পারি, কিন্তু দেখ, শুভকর্ম্মে নানা বিঘ্ন, আবার ঐ না রঞ্জিকা আগুণখাকির মত আশ্চে মাগিটে যেন পুনকে শত্রু।

(রঞ্জিকার আতরদানাদি লয়ে পুনঃ প্রবেশ।)

প্রমো। তাতে তোমার ক্ষেতি কি, বেসতো আসে পাসে হবে এখন।

রঞ্জি। এই তো তাম্বুলদান, আতরদান, সমস্ত এনেচি, শীগ্‌গির করে সাজ্‌য়ে রাখ দেখি।

বিদু। ইস- এ যে দানসাগরের ব্যাপার দেখি, ফুলদান, পানদান, আতরদান, সকলদানই আনীত হয়েছে, তবে প্রানদান আর মনদানটা বাকি থাকে কেন ?

প্রমো। সে কি আর এত দিন বাকি আছে, তোমার কি তা স্মরণ হয় না, ও ঠাকুর তোমার মুখে এক খানা, আবার পেটে এক খানা, সেইজন্যে বল্‌ছিলে যে ওটা আবার পুনকে শত্রু আশ্চে।

রঞ্জি। প্রমোদা আয় আমরা এখান থেকে যাই আয়, লম্পটের বায়ু স্পর্শে অপযশ চিহ্নে অঙ্গ খোদিত হবে।

উভয়ের প্রস্থান।]

বিদু। (স্বগত) হায় হায় হায়, অনেক যোগাযোগে মাহেন্দ্র যোগ আবির্ভাব করেছিলুম, সে যোগ ভঙ্গে কি অঙ্গ

শীতল থাকে, না গাঁতা মৎস সূত্রছিন্ন হয়ে পলাতক হলে আক্ষেপ রক্ষণের স্থান থাকে, আর কি চারে মাচ আস্‌বে, হায় অমন জোড়াটা হস্ত হতে পিচ্‌লে গেল, তার মধ্যে শাস্ত্রে লেখে স্ত্রীলোকের কথায় কথায় অভি-মান, মানভঞ্জনের পালাটা নাড়া চাড়া না কল্যে স্ত্রীজাতি বাধ্য থাকে না, এখন আর সে ভাবনা করে কি হবে, আবার চার করি গিয়ে, দেখি কি হতে কি হয়, আয় চৈ চৈ চৈ চৈ হাঁ বাবা ঐ যে নৃত্যকী মাগিরা চারে আশ্চে, যন্ত্রী না হলে কি ষড়যন্ত্রে মনোনীত স্বীকার কত্তে পারে, (নৃত্যকীদ্বয়ের প্রতি) এসো এসো সুন্দরীদ্বয়, তোমাদের অনাগমনে এ উজ্জ্বল রাজসভাও আচ্ছন্নময় হয়েছিল, দেখ দেখি এখন সভার প্রভা কেমন প্রজ্বলিত হল।

নৃত্য। প্রণাম হই ঠাকুর মহাশয় আশির্ব্বাদ করুন (প্রণতি)।

বিদু। স্ত্রী-জাতির সধবাবস্থাই প্রধানাশীর্ব্বাদ, আর যে কূলে তোমাদের জন্মগ্রহণ হয়েছে সেটি বৈধব্যযন্ত্রণা-বিরহ কূল, সুন্দরী আবার কি আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিত হতে চাও;

(রাজা রাণী সহচরী চারিজন ও প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ)

তিলোত্তমা। জীবিতেশ্বর! আজ আপনাকে এত অন্যমনা দেখ্‌চি কেন বলুনদেখি, বুঝি কোন্‌ নব প্রিয়জন অক-স্মাৎ মনপুরে উদয় হয়ে, আপনকার চিত্তকে এতাদৃক্‌ অস্থির করেচে, নাথ, স্পষ্টকরে বলুনদেখি, আপনকার চপলাচিত্ত এখন কোন্‌দিগে বিজলিত হতেছে।

প্রতাপাদিত্য। চিত্তেশ্বরি! দুঃসহ রাজ্যভারাক্রান্তে কি মূহূর্ত্তের জন্য সুস্থির হতে পারা যায়।

তিল। কিন্তু বাসুকী ভিন্ন তো অন্যপ্রতি ধরা ধারণের ভারার্পণ হয় নাই।

প্রতা। প্রাণেশ্বরি, তত্রাচ সময়ে সময়ে তো ভূমিকম্প হয়ে থাকে, আর যদিও আমার মানস-বিহঙ্গ ভাস্করপ্রভায় প্রভাকর হয়ে স্বভাবের ঋণ পরিশোধ জন্য নানা স্থান পর্য্যটনে রত থাকে, কিন্তু যামিনী-যোগে লক্ষিত তরুবরই বিশ্রামালয় হয়, চিত্তবিনাশিনী আমার প্রচণ্ড চিন্তানল তোমার সুবাসিত করুণাচ্ছাদনে কি প্রবল হতে পারে, অথবা কামিনী-প্রিয়া যামিনী আগমনে বিহঙ্গের দৃশ্য তীক্ষ্ণ থাকে।

তিল। নাথ! আপনকার শ্রীমুখের বাক্যই দুঃখিনীর ব্যথা বিনাশক ঔষধি, আর আপনার দর্শনই অধিনীর স্বর্গ-সুখ প্রাপ্ত।

প্রতা। প্রাণেশ্বরি, তোমার প্রণয়-রজ্জুতে চিরদিনই আবদ্ধ আছি, যামিনীও প্রায় অর্দ্ধগতা, নৃত্যকীগণ আমাদের আগমন প্রতীক্ষা কচ্চে, চিত্তেশ্বরি, ক্ষণকাল জন্য নৃত্য দর্শন করা যাউক চল (উভয়ের উপবেশন)।

বিদু। তার আর ভুল আছে নৃত্যদর্শনই রাজাদের নিত্যক্রিয়া।

প্রতা। কে হে বয়স্য যে, তবে কতক্ষণ সভাস্থ হয়েছ ভাই।

তিল। সখা হাস্যবদন প্রণাম হই (প্রণতি)।

বিদু। এসো এসো রাজলক্ষ্মী এসো, (করদ্বয় উত্তোলন

পূর্ব্বক) "দক্ষিণে পশ্চিমে বাপি ন কচিৎ দন্তধাবয়েৎ" এমন যে কুলকুণ্ডলিনী কালী তোমায় কল্যাণ করুন।

প্রতা। (স্বহাস্যে) বাহবা বাহবা, তবে নাকি বয়স্য কবিতা জানে না।

বিদু। শর্ম্মা আবার কবিতা জানেন না, ভোলা, নিলে, চিন্তে, এ সকলেই শর্ম্মার চিহ্নিত চিন্তে।

প্রতা। আচ্ছা, তোমার কবিতার পরিচয় পশ্চাৎ লওয়া যাবে, অগ্রে ক্ষণেককালের জন্য নৃত্য দেখা যাউক।

বিদু। মহারাজার যেমন অভিরুচি (নৃত্যকীদ্বয়ের প্রতি) তবে তোমরা অঙ্গ ঝাড়া দেও গো, রাজ-আজ্ঞা হয়েছে।

নৃত্যকীদ্বয়ের গান পশ্চাৎ নৃত্য।

রাগিণী মূলতান—তাল তেতালা।

কিবা শোভে সভা আজু মরি মরি হায় হায়।
বিরাজ করিছে যথা রাণী সহ নর রায়॥
চারি পাশে সহচরী, সেনা শোভে সারি সারি,
বুধগণে সভাপোরি; যেন বৈকুণ্ঠ আলয়॥

বিদু। মৃত্তিকা নির্ম্মিত পুত্তলিকা বাহ্য চিত্রেই চিত্তরঞ্জক হয়, কিন্তু স্বর্ণনির্ম্মিত সুন্দরীদ্বয়ের ভিতর বাহির সমান চিত্রে-করা, মরি মরি কি মধুর স্বর, কি সরস ভাব, এই জন্যে রসগোল্লাতেও লক্ষ্মিমন্তর স্পৃহা থাকে না, এ রস স্পর্শে রসনা যে সুতরাংই রসস্ত হয়ে অন্য রসপানে বিরত হয়, বলি সুন্দরীদ্বয় (নৃত্যকীদিগের প্রতি) আর একটু তোমাদের অরুচির রুচি রস বহির্গত করে এ সভার ক্ষুণ্ণ নিবারণ কর, ঐ দেখ মহারাজার অনুমতি হয়েছে।

নৃত্যকীদ্বয়। আমরা চিরদিনই রাজাজ্ঞাধীন (পুনঃ গীত)।

রাগিনী বাহার—তাল একতালা।

উদয় বসন্ত সামন্ত সহ সই।—
সহ সমীরণ, আইল মদন, করে ফুলবাণ, ধরে বধে প্রাণ,
যার, নিকেতনে কান্ত বিরহ॥
কাল পিকবর, হয়ে অগ্রসর, কুহু কুহু স্বরে,
দহিতেছে দেহ॥

বিদু। উহু বেস বেস বাহাবা বাহাবা, কেয়াবাৎ হ্যায় (বলিতে২ স্বয়ং নৃত্য)।

প্রতা। বয়স্য স্থির হও তোমার নৃত্য দর্শনে সুন্দরীদ্বয় লজ্জিতা হয়েচে।

বিদু। তবু এখনও গলা ছাড়িনি, তবে একটা তান মারি শুনুন। (গানারম্ভ)

বৌ কথা ক পাখি ছিল ডালেতে বসে।
তারে মাল্লে কি দোষে॥
হুড়ুর হো হুড়ুর হো হুড়ুর হো।—

(সভাস্থ সমস্তলোকের কোলাহল ও হাস্য)
(একজন দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজের জয় হউক; সমর সমাচার সুগোচর করণার্থে মন্ত্রী মহাশয় বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান আছেন, সম্রাটের যেমত অনুমতি হয়।

প্রতা। আমি এখনি বিশ্রামালয়ে গমন কচ্চি, মন্ত্রীবরকে তথায় উপস্থিত থাক্তে বল গিয়ে।

দূত। (নতশীর) মহারাজের যেমন ইচ্ছা (প্রস্থান)

প্রতা। যামিনীও প্রায় পাদাবশিষ্ট আছে (রাণীপ্রতি) প্রাণেশ্বরি, চল একটু বিশ্রাম করা যাউক গে।

বিদু। হাঁ সকলে গাত্রোত্থান করুন, আমারও অঙ্গটা নিদ্রায় মধুরে উঠেচে।

প্রস্থান।]

প্রথম অঙ্ক।

সমরক্ষেত্র।

বিজয়কেতুর শিবির অনতিদূরে পর্ব্বতাবৃত উপবন।

(হেমাঙ্গিণী ও সুলোচনার প্রবেশ।)

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

তাপিত অন্তর কেন হলি রে ব্যাকুল।
অকুলে আকুলে কিসে পাইবি রে কুল॥
একে মরি চিন্তাজ্বরে, তুই আবার তদুপরে,
ব্যাকুল হইলে পরে, ডুবিবে দুকুল।
শুন রে বলি অন্তর, • হোসনিরে নিরন্তর,
অন্তর হলে অন্তর, সকলি দুকুল।

হে। কথিত আছে ভগ্ন পদই খননে পতিত হয়, একে চিন্তানল উত্তাপে এ তাপিতাঙ্গ দিবা নিশি দগ্ধ হতেচে, তদুপরি জামিনী-যোগে দুঃসপন দর্শন দিয়ে আমার ক্ষত অঙ্গে যেন লবণ সংলগ্ন করেচে।

সু। সখি, গৃহদগ্ধা গাভীর মত অরুণবর্ণ মেঘ দর্শনে ভীতা হও কেন? বিশেষে যদি দুঃসপনেই দুঃসহ দুরবস্থায় পতিত করে সুসপন দরশনে অনেকেই তো তবে অনন্ত সুখ সম্ভোগ কত্তো।

হে। কিন্তু বারিমগ্ন ভুজঙ্গ-শিরে ভেকেতেও পদাঘাৎ করে থাকে, আমার এ অবস্থায় যে চির দুঃখে পতিত হতে হবে তার সন্দেহ কি আছে, সখি, আমার এ চিন্তাকুল অন্তর আজ এত চঞ্চলা হল কেন, বুঝি বা প্রাণনাথের কোন সঙ্কট হয়ে থাক্‌বে, সখি সমরতত্ত্ব প্রাপ্তের কি উপায় করি বল দেখি।

সু। সখি, স্বপ্ন ফল বিপরীত ফলে অমঙ্গল দরশনে কুশল আগত প্রায় হয়, তুমি স্থির হও এতদিনে তোমার চিন্তার্ণব কূল প্রাপ্ত হল।

রাগিণী বাহার—তাল আড়া।

রে মন সে সুদিন হবে কি উদয়।
যার লাগি সর্ব্বত্যাগী দেখিব তাহায়।
পেয়েছি যন্ত্রণা যত, সকলি হব বিস্মৃত,
দরশনে প্রাণনাথ, কৃতার্থ হব নিশ্চয়।
ও আমার চপলা মন; মনোমধ্যে নিরক্ষণ,
করে দেখ মনমোহন, বুঝি বা হলো উদয়।

(এক জন দূতের প্রবেশ)

দূত। (করযোড় পূর্ব্বক) বীরেন্দ্র রাজ-তনয়া বিজয়-কেতুর, আদেশানুসারে সম্রাটের সহচর এক সুকুমার তোমার

সহ মুহূর্ত্তের জন্য বাক্যালাপ করণাশয়ে বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান আছেন, অনুমতি প্রাপ্তে নিকটে আহ্বান করি।

হে। (স্বগত) সম্রাটের সহচর! কি মনোহর আশাগার অন্তর মধ্যে অকস্মাৎ নির্ম্মাণ হল, হয়তো প্রেমাষ্পদের কুশলতত্ত্ব আনয়ন করেচে, অথবা যে সংবাদ আস্বাদনে রসনা রস-হীন হয়, সে বার্ত্তা ব্যক্তকারণ আগমন করেচে, হায়! অজয়ের অমঙ্গল, কি বজ্রবৎ কঠিন উক্তি, যা হউক শ্রবণ করা কর্ত্তব্য হয়েচে, যেহেতু রত্নাকর-গর্ভে অবস্থান করে শিশিরে সাবধান হলে কি হবে, (দূতপ্রতি) তাঁকে সত্বর আনয়ন কর (দূতের প্রস্থান) হে আশাধীন চিত্ত একবার মানসে মনোমধ্যে নেত্রপাৎ কর দেখি, কেমন অভাব বিরহ ভাবের আবির্ভাব হতেচে, (অজয়ের প্রবেশ) দেখো দেখো, ঐ যে আশ্চে, ঐ না, ঐ না, হাঁ তিনিই তো বটেন, ও মা, ও মা, একি, একি, সখি ধর ধর আমায় ধর (মূর্চ্ছা)।

অজ। একি অপরূপ দর্শন, বিজয়শিবিরে হেমাঙ্গিণী বিরাজিতা, হায় যে দর্শন অন্তর ভিন্ন সুযতনেও নয়ন দর্শন প্রাপ্ত হয় না, সে দর্শন অন্তর হতে অন্তর হয়েচে, আবার সমনা-গমন আতঙ্কে যেমন পাপী প্রাণত্যাগ করে, এঁরও যে ছায়া দর্শনে মূর্চ্ছা হল দেখি।

হে। সখি কৈ সে মোহনমূর্ত্তী কৈ, আমার জীবিতেশ্বর কৈ কৈ, সখি কৈ কৈ, (অজয়প্রতি দৃষ্টি) এ কি অপরূপ

দর্শন, অন্তর বাসী হয়েও যিনি অন্তর বাসী, নিকটবর্ত্তী 'হয়ে কি তাঁর অন্তর থাকা উচিত।

অজ। লক্ষণ লক্ষ্যে সহজেই যে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন কর্ত্তে উৎসুক হতে হয়।

হে। ঋতু পরিবর্ত্তনে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য কি না, বসন্তে সহজেই যে হেমন্ত সজ্জা ভার বোধ হয়।

অজ। তজ্জন্যই তো বিজয়-শিবিরে অজয় আর্জ্জিত তরুর পুনঃ আর্জ্জনা হয়েচে।

হে। জীবিতেশ্বর, মণিহারা ফণি কখন কি স্থিরবাসিনী হতে পারে।

অজ। তাই বুঝি বিজয় মণিতে ভুষিতা হয়ে মনঃসংযোগে জপ কর্ত্তেচ।

হে। নাথ মলিন পরিচ্ছদ অবলোকনে, গুণিকে অগ্রাহ্য করা অবিধি, কারাবন্দিনী রমণী-প্রতি প্রতিকূল হওয়া কি তোমার উচিত, নাথ, হতমুল তরু কি প্রচণ্ড পবন-বেগে দণ্ডায়মান থাক্তে সক্ষম হয়।

অজ। অথচ উচ্চপদাভিষিক্ত হওনাশয়ে অনেকেই ধর্ম্ম প্রতি প্রতিকূল হয়।

হে। জীবিতেশ্বর, সাক্ষ্যভাবে বর্ণনা পত্র প্রতি দৃষ্টিপাৎ করা কর্ত্তব্য, হায় দুর্ভাগ্য বৃদ্ধির জন্য কি রত্নাকর মন্থনে গরল বহির্গত হল, দশস্কন্ধ অঙ্কাপাতে কি অপবাদ অগাধে পতিত হতে হল।

অজ। গগণ-বর্ষিতা বারী যদিও পবিত্র বটে, কিন্তু স্থান-

বিশেষে পতনে অবশ্যই অপবিত্র হয়ে থাকে, আবার ভুজঙ্গম দর্শনে যদিও প্রাণভয়ে পলায়ন করা বিধি, কিন্তু রুদ্রকণ্ঠ-স্থিত রুদ্রাক্ষ সহচর বিষধর অবলোকনে মনে মনে অধিক আনন্দ উদয় হয়।

হে। নাথ! তরুবর অভাবে কাননলতা সহজেই মৃত্তিকাতে ম্রিয়-মানা থাকে, সুতরাং সকলেরই পদানত হয়, নিরাশ্রিতা লতা কি শিরোত্তোলনে সক্ষম হতে পারে, বিশেষে বিষাদ-সাগরের বিস্বাদু বায়ু আক্রান্ত ব্যক্তির অবয়ব অবলোক-নেও কি প্রাণীকে সুস্থ অথবা পীড়িত প্রতীত হওয়া যায় না।

অজ। কিন্তু বিচিত্র পরিচ্ছদাবৃত ব্যক্তিকে সহজেই সুস্থ বোধ হয়, বাহ্য দৃষ্টে কি মনঃকষ্টের স্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হে। হায় প্রণয় কি তিমিরময় আলয়, সদাই স্বভয় অথচ অভয় হওয়াও বিরহ, আবার স্বসম্বন্ধ কি নিরানন্দময় উৎসব, দণ্ডমাত্র উল্লাসবিজুলিতে মুগ্ধ করে, হুতাশ দণ্ডাধীন চির-দিন করে, নাথ, আমার এ চিত্তচকোর যদি তব আশা-বারির আশা ভিন্ন অন্যাশাধীন হয়ে থাকে, অথবা আমা-রও এ দৃশ্যহীন নেত্র তব মোহনমূর্ত্তির প্রতিরূপ ভিন্ন যদি মানসেও অন্যরূপ প্রতি নেত্রপাৎ করে থাকে, তবে অধিনীর প্রতি আপনকার প্রতিকূল হওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা দীর্ঘ-বিচ্ছেদ আতবে শুষ্ক অন্তরে বিরহানল প্রজ্জ্বলিত করে অধিনীকে চিরদুঃখে পতিত করা কি পুনঃ কর্ত্তব্য।

অজ। সুগন্ধই হউক অথবা দুর্গন্ধই বা হউক বায়ু সংলগ্নে অবশ্যই সঞ্চালন কোর্‌বে, বর্ত্তমানে দূতক্রিয়া সাধনে আমার আগমন হয়েচে;—হায় প্রাণচ্ছেদাধিক কঠিন উক্তি ব্যক্ত করা অপেক্ষা মৃত্যু বাঞ্ছা শতগুণে উৎকৃষ্ট, প্রণয়িণী তব নব প্রস্ফুটিত-কলি অমূল্য যৌবন বিজয় করে অর্পণ করে আমায় অদৈন্য কর।

হে। বিজয় কে যৌবন অর্পণ কত্তে হবে।

অজ। হাঁ, আর এ শুভ কার্য্য সত্বর নির্ব্বাহ কারণ তিনি আমায় আদেশ কল্লেন, এখন তোমার মত হলেই স্বর্গ-পথ অবলম্বন করি।

হে। নাথ এ সংবাদ যদিচ বিষাদরসে অভিষিক্ত করা, তত্রাচ তব মনমালিন্য নির্ম্মল করণের জন্য এক্ষণে বিলক্ষণ উপায় হয়েচে, কারণ ব্যাধিমুক্ত ব্যক্তি যেরূপ নিপুণ চিকিৎসক হয়, কেবল বিদ্যাভ্যাসে তাদৃশ নৈপুণ্যতায় ভূষিত হওয়া কদাচ সম্ভবে না, তবে এখন আমার বার্ত্তাবাহক হয়ে বিজয়কে বলুন গিয়ে, যে যজ্ঞেশ্বরকে যজ্ঞমধ্যে ব্রতী করায় আমি সাতিশয় উল্লাসিতা হয়েচি, আর বল্‌বেন যে যাঁর করে প্রাণ মন ও যৌবন অর্পণ করেচি, তাঁর আজ্ঞাবর্ত্তিনী এ অধিনী চিরদিনই আছে, কারণ অজয়কে আমার অদেয় কি আছে।

অজ। (স্বগত) স্বরস বাক্যই প্রণয় ভাজন, হায় এ দুঃসহ ক্লেশকর অবস্থায় ও বিধু বদনের সুধা বচন বহির্গতে আমার তাপিত অন্তরকে অনায়াসেই তরুণ সুখরসে অভিষিক্ত

কল্লে, আর প্রণয়ের চপলা বিজুলিতে আমার তিমিরাচ্ছন্ন চিত্তকে অনায়াসেই দীপ্তি প্রদর্শন করালে।

হে। নাথ, আর বোল্‌বেন যে স্বকার্য্য সাধন জন্যই অজ্ঞানকে আশাজালে আবদ্ধ করা, অর্থাৎ নিদান অবস্থায় যদিচ কপটে বিষপানে সম্মতা হয়েছিলাম, সে কেবল আমার প্রিয় জনকের জীবন দীর্ঘ করণাশয়ে মাত্র,—জীবিতেশ্বর স্বচ্ছন্দ অবস্থায় কি চিকিৎসক প্রতি তুল্য ভক্তি থাকে, না ইচ্ছাধিনী হয়ে সারিকা পিঞ্জরাবদ্ধ হতে অভিলাষিণী হয়।

অজ। যদি সামান্য সুখ প্রাপ্ত জন্য সংশয়াপন্ন কষ্টারণ্যে জীব মাত্রেই ভ্রমণে বিরত না হয়, তবে রাজ ভোগ অধিকারে সারিকা কি জন্য না পিঞ্জরে অবস্থান কত্তে সম্মতা হবে।

হে। দৈন্যাবস্থায় পতিত হলে সহজেই ভিক্ষাজীবি হতে হয়, কিন্তু সম্পত্তিবানে কে কোথা যাচ্ঞা করে থাকে—নাথ, কঠোর সাধনে দুর্ল্লভ ধন প্রাপ্ত হয়েচি, জীবন ধারণে সে ধনে বিতরণ কত্তে কি পারা যায়, জীবিতেশ্বর, ভুজ-ঙ্গিণী ইচ্ছাধিনী হয়ে কি আপন শিরোমণি ত্যাগ কত্তে পারে।

অজ। ভ্রমাচ্ছন্নে অন্ধ হয়ে সহজেই আমরা সরল পথ ভ্রমণে বিরত হই, হায়, পাষাণ হয়ে প্রস্তরবৎ বাক্য ক্ষেপণ করে, প্রণয়িণী, তব অন্তরে কতই যে যন্ত্রণা প্রদান কল্লুম, হায়, অভাবনীয় কষ্টকণ্টকে তোমার সরল অন্তর বিদীর্ণ কল্লুম, প্রাণাধিকে চিন্তাব্যাধি যন্ত্রণায় জ্ঞান শূন্য হয়ে তব স্থানে অপরাধী হলুম, প্রাণেশ্বরী আমায় মার্জ্জনা কর।

হে। নাথ, আপনার চপলাবৎ কটাক্ষই অধিনী-পক্ষে অনন্ত সুখ প্রাপ্ত, এখন স্পষ্ট করে বলুন দেখি কোন গ্রহ প্রসন্ন হয়ে, আমার চির দিনের আশা পূর্ণ কল্লেন।

অজ। প্রাণেশ্বরি, দৈব ঘটনা ভিন্ন দুরূহ কার্য্য সম্পূর্ণ হওয়া সহজেই সুকঠিন, আর কঠোর যন্ত্রণা বিরহে মোক্ষফলও কদাচ প্রাপ্ত হয় না, তব বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা-তাপে তাপিত অন্তর শীতল করণাশয়েই সমরে পরাভব স্বীকার করে কারাবন্দী হয়েচি।

হে। হায়, সুসময় বিরহে সুউপায়ও নিরূপায় হয়, প্রাণ নাথ, তিমিরাগারে সুমিলনে মনোবাঞ্ছা কি রূপে পূর্ণ হবে, হায়, এ সম্বন্ধে বিজয় পরিচিত হলে না জানি কি শঙ্কটেই আজ পতিত হতে হবে, বিজয় কি যথার্থ পরিচয়ে কর্ণপাত কোর্‌বেন, না ধর্ম্মপথালম্বী হবেন।

অজ। প্রেয়সি, স্বকার্য্য সাধন জন্য মাতৃ সম্বোধনেও রতি কর্ণপাত কত্তেন না, অতএব সুসময় আগমন প্রতীক্ষা করে যতনে নির্ম্মিত গোপন প্রেম গোপন রক্ষণে বর্ত্তমানে যত্নবান্ হও না কেন।

হে। নাথ শশধর তর নির্ম্মল প্রমাগার কি রাহু ভয়ে কলঙ্কিত কোর্‌বো, জীবিতেশ্বর, বরং সতী হয়ে শত জন্ম পতির দুঃখ ভার হৃষ্টচিত্তে সহ্য করা ভাল, তবু ধন বল অথবা বাহুবলে ভীতা হয়ে প্রমারণ্যে কণ্টকাচ্ছাদন করা অকর্ত্তব্য, নাথ, ঐ দেখুন বিজয় আশ্চেন না জানি আজ অদৃষ্টে কি আছে।

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজ। তবে চিত্তবিলাসিনি, এখন তো প্রসন্না হয়েচ, তব প্রেমডোরে আমি কি পর্য্যন্ত যে আবদ্ধ হয়েচি, অজয় অবশ্যই তোমায় জ্ঞাত করেচে, প্রাণেশ্বরি, তব সরল প্রেমাকর্ষণে আমার উচ্চ পদ প্রাপ্ত আশা, যশ, অহিমা ও ক্রোধ সকলই বশীভূত হয়েচে, সত্য বলি সন্তোষ বিলাসিনী তব প্রেমশক্তিতে আমার ষড়রিপুই পরাভূত হয়ে তব আজ্ঞাধীন হয়েচে, এক্ষণে সমর সম্বরণ করেচি, সম্রাট্‌কে পূজ্য করেচি, আর যে সমস্ত কার্য্য সাধনে এ অধিনকে আজ্ঞা করেছিলে, সে কার্য্য সুচারু পূর্ব্বক সম্পন্ন করেচি, এক্ষণে দাস প্রতি কল্পতরু হয়ে অবিলম্বে পুরস্কার প্রদান কর, আর আমার চিরদিনের আশা পূর্ণ কর।

হে। যখন মনোমধ্যে প্রচুর পুরস্কার অনায়াসেই দীপ্তমান্ হয়, তখন কর্ত্তব্য কার্য্যসাধনে অলীক অথবা মৌখিক পুরস্কার আকাঙ্ক্ষা করার কি প্রয়োজন আছে, মহারাজ মনোমধ্যে বিচার করুন দেখি, কেমন সুরস সুস্বাদ পুরস্কার রসে আপনকার অন্তর-মালিন্য মার্জ্জিত হয়েচে, আপনকার কোপানল উত্তাপে সপ্ত দ্বীপ মৃত্তিকা দগ্ধ হতেছিল, এখন সে অনল তব করুণাবারি বর্ষণে অনায়াসেই নির্ব্বাণ হয়েচে, আর সুধাসদৃস যশ বরিষণে তব মহিমাযুক্ত নাম ললিত রাগিণীতে চিরদিন সংকীর্ত্তন হওনের উপক্রম হয়েচে, মহারাজ এ অপেক্ষা কিম্মতীয় পুরস্কার আর কি আছে।

বিজ। প্রাণেশ্বরি! যদি শাখাহীন শুষ্ক বৃক্ষের মত কেবল যশাভিলাষী হতুম তবে ষড়রসে অভিষিক্তা মোহন প্রমফাঁসে বশীভূত হবার কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রাণেশ্বরি, দীনপ্রতি সরল হয়ে সরল অন্তরে সে দেবারাধ্য পুরস্কার বিতরণ কর যাহা কুবেরের ভাণ্ডার প্রদানেও ক্রয় হয় না, অথচ কাল শক্তিতেও পরাভূত হয় না, প্রণয়িণী, গৌরবান্বিত স্বরসযুক্ত তোমার অমূল্য আবার তুল্য হীন প্রণয়।

হে। মহারাজ —

বিজ। প্রণয়িণি, তব আজ্ঞাধীন হয়ে সম্রাটের অহিতাচার ভার বহনে মনঃসংলগ্ন করেচি, দস্যুকর হতে তোমার জীবন ও যৌবন মুক্ত করে যতনে রক্ষা করেচি, তোমার জনকের জীবন প্রদানে কল্পতরু হয়েচি, আর সমর অপহারিত ধন, যাহাতে আমার যথার্থ অধিকার হয়েচে, প্রাণেশ্বরি তন্মধ্যে তুমিও আমার প্রাণাধিকা অধিনী হয়েচ, কিন্তু প্রণয় প্রাপ্ত কারণ অধিনীর অধীন হতেও দাসখতে স্বাক্ষর কত্তে স্বইচ্ছায় প্রস্তুত হয়েচি, চিত্তরঞ্জিনি, তবে কি জন্য যোগ্য পাত্রে যোগ্য পুরুস্কার প্রদানে কৃপণ হতেচ।

হে। যদি কত্তব্য কার্য্য সাধনে মহতে পুরস্কারাকাঙ্ক্ষা করে, তবে অধম পক্ষ কৃতজ্ঞ করাই উচ্চ পদাভিষিক্ত ব্যক্তিকে প্রদান যজ্ঞ পুরস্কার হয়েচে তদ্ভিন্ন পালকের অথবা রক্ষরের প্রমাধীন হয়ে প্রত্যুপকারিণী হওয়া অপেক্ষা, আত্মহত্যা হওয়া সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট, মহারাজ, প্রণয় এক অর্থ হীন পদার্থ, অর্থে ক্রয় হয় না অথচ সমর্থেও

বশীভূতা নয়, এ স্বাধীন অন্তরোৎপন্ন স্বরস ফল, আর ইচ্ছাধীন বিরহে অর্পণ হয় না।

বিজ। তবে ইচ্ছাপূর্ব্বকই যোগ্য পাত্রে অর্পণ কর।

হে। মহারাজ, আপনি নীতিজ্ঞ হয়েও ভ্রান্তমতী হন কেন, রণজয় প্রাপ্ত-জন্য কি মনে স্থির বিবেচনা করেচেন, যে অবলার সরল প্রেমেও অধিকারী হয়েচেন। মহারাজ, রূপের গৌরবে অথবা ধনের সৌরভে যদি প্রণয় আকর্ষণ করে, তবে নলিনীবল্লভ হওয়া কি ভৃঙ্গকে সম্ভবে।

বিজ। হেমাঙ্গিণি, গ্রহযাগে পাপ গ্রহও শুভ হয়, কিন্তু প্রাণ উৎসর্গ বহু যাগোৎপন্ন ফল প্রদানেও যে তব কমল বিধু-বদনকে সুপ্রসন্না কত্তে অক্ষম হলুম।

হে। মহারাজ, দাসির এমন কি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য আছে, যে জগতারাধ্য ভূপালে যৌবন অর্পণ করে অহিমা সহকারে মহিমাযুক্তা হবে, আর যদিচ দুঃসহ যৌবন-ভারাক্রান্তে অবলায় ক্লান্ত হয়েও চিরসুখ প্রাপ্ত আশা-বারির আশাতে বিরত হয়, অর্থাৎ জন্মার্জ্জিত পুণ্য বলাধিক যাচক রসো-ময়ে যৌবন ধন অর্পণ কত্তে কৃপণ হয়, তাহার কারণ অনায়াসেই তো অনুভব করা যায়। মহারাজ এ যৌবন ধন প্রাণধনে বহুদিন পূর্ব্বে অর্পণ হবেচে, এখন আমি এ ধনে অধিকারিণী নই।

বিজ। তোমার যৌবনে তোমার অধিকার নেই, অথচ যক্ষের মত নিদ্রাহার ত্যাগ করেচ। হেমাঙ্গিণী, দেব দ্রব্য কি বালকে বিবেচনা করে, অথচ অপবিত্র স্থান পর্য্যটনে

তস্করেও পতিত জ্ঞান করে না, অতএব সাবধান পূর্ব্বক বাক্য ব্যয় কোরো।

হে। মহারাজ, অনাথের দৈব সখা ধর্ম্ম রক্ষিতা হয়ে ভীতা হব কেন।

বিজ। অজয়, শ্রবণ কল্যে, এ দুশ্চরিত্রা মায়াবী কামিনী নির্ভয়ে শুষ্ক ধঞ্চারাশি আমার বিন্দুবিশিষ্ট ক্রোধানলে প্রদানে অনলকে প্রবল কত্তে অনায়াসেই যত্নবতী হতেচে।

অজ। মহারাজ, স্বসত্ব স্থাপন জন্য স্বচিত্রে বর্ণনাপত্র চিত্রকরাই তো বিধি, বিশেষে রাজ সন্নিধানে অকপট হওয়াই তো দুর্ব্বল পক্ষ ব্যবস্থা স্থাপনা হয়েচে।

বিজ। অজ্ঞানেই অরুণ বর্ণ উত্তপ্ত লৌহ স্পর্শনে ভীতু হয় না, তুমি যে অনায়াসেই ও পাপিয়সীর দলভুক্ত হলে, বোধ করি ওর প্রমাষ্পদের পদে পরিচিত আছ।

অজ। হাঁ মহারাজ, আমি তাঁর স্বরূপ কেবল আপনাকেই অবলোকন করি, তিনি সকল গুণেই আপনকার স্বরূপ কেবল তমোগুণে আপনি অগ্রগণ্য।

বিজ। পঞ্চপাণ্ডব মধ্যেও অর্জ্জুন গণ্য, বোধ করি পাঞ্চালী স্বরূপা মোহিনীরূপে মোহিত হয়ে তুমি স্বয়ংই বা আমার স্বরূপ হয়ে বসেচ।

অজ। যদ্যপি এরূপই অনুভব করেন তবে এখনও তাই করুন।

বিজ। হাঁ স্বভাব কদাচ তো অভাব হয় না, আর ভুজঙ্গও পোষ মানে না, আবার আমারও কি ভ্রম জন্মে ছিল, হায় অঙ্গ শৈষ্টবাবলোকনে বিড়াল তপস্বীকে পরম বৈষ্ণব জ্ঞানে

বিষ্ণু সেবায় ব্রতী করে ছিলাম, হে তপন তনয় এ সকল বিস্বাসঘাতক পাতকীর বদন আপন জনককে দর্শন করাতে কি তোমার ও লজ্জা করে না, হা হেমাঙ্গিনী পাপীয়সী দুশ্চরিত্রা কুলটা কামিনী!

হে। ধর্ম্মপথে নানা বিঘ্ন, শাস্ত্রেই প্রকাশ আছে, সে জন্য দুঃখ করি না, কিন্তু আপনকার চিত্তরঞ্জন কারণ আত্ম-বিবরণ নিবেদন করণে বাঞ্ছা করি, কৃপাবান্ হয়ে শ্রবণ করুন।

বিজ। (সক্রোধে) দূর হ পাপিয়সী, তোর কথায় আবার কর্ণপাত কর্‌বো, না তোর বদন প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌বো, অথবা তোর মোহিনী ভাব আর অন্তর মধ্যে ভাবনা কর্‌বো, দূর হ প্রতারিকা রাক্ষসী, বৈষ্ণব কুল, আর রাক্ষস কুল, এ দুই সম কুল, এঁদের গুরু লঘু জ্ঞান নাই, উদর পোষণেই উন্মত্ত, এ মায়াবী রাক্ষসী মায়াজাল-কুহকে মুগ্ধ করে, কামরূপের চালন মন্ত্রে দিবা নিশিতে কতই রূপ ধারণ করে, কতই ভোজবাজী প্রদর্শন করায়, আর কতই উপপতি প্রতি আসক্তা হয়, তা চতুর্দ্দশ বেদেও এরূপ দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত শূন্য, আবার মাতৃগর্ভজ সরল অজয় ইনি ইচ্ছাধীন হয়ে আমার মঙ্গলার্থে রণে পরাভূত হয়েচেন, বোধ করি উবুদলে দলনে বলাধীন জন্য তস্করাভরণে আবৃত হয়ে, নিস্তব্ধ যামিনীতে পদ্মিণীকে অপহরণ কত্তে এসেচেন।

অজ। দলে পতিত মাতঙ্গ পতঙ্গ কর্ত্তৃকও অপমানিত হয়, আমার অসময় জন্যই এরূপ উক্তি শ্রবণ কত্তে হল, মহা-

রাজ, উচ্চপদাভিষিক্ত ব্যক্তির মান অপেক্ষা প্রাণ কখনই কিম্মতীয় নয়, যেহেতু বহুমূল্য প্রস্তর স্বল্প দাগাঙ্কিতে মুল্যহীন হয়, আমরাও উচ্চকুলোদ্ভব এ সকল দোষ-বায়ুস্পর্শে অবশ্যই দাগাঙ্কিত হয়ে নির্ম্মল কুলকেও অপ-যশে পূর্ণ কর্‌বো, মহারাজ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে অনুজ বলে বিবেচনা কল্যেন না।

বিজ। অদ্য হতে তুই আমার প্রবল শত্রু হলি, আমি তোর করুণাবচনে মুগ্ধ হব না, তোর মুখাবলোকন কর্‌বো না, আর তোর সঙ্গে কোন সম্বন্ধও রাখ্‌বো না, ওখানে কে আচিস রে।

প্রহরীগণ। মহারাজের জয় হউক।

বিজ। এ ভণ্ড যোগাকে কঠিন শৃঙ্খলে দৃঢ় বন্ধন করে ইন্দুবর্জ্জিত যামিনী স্বরূপা শিবির মধ্যে শীঘ্র লয়ে যাও, (অজয়কে পুনঃ বন্ধন)

হে। (করপুটে ও গলবস্ত্রে অবশেষে পদানত হয়ে) মহারাজ, করুণা চিরদিনই মহৎ অলঙ্কার, আপনি ক্রোধানলে অন্ধ হয়ে জ্ঞানদর্পণে আপন আস্য অবলোকন না করে, যদি বিশৃঙ্খলা পূর্ব্বক সজ্জীভূত হন, তবে অখ্যাতি ও অপযশাচ্ছন্নে ক্ষিতি শীঘ্রই আবৃতা হবে, বিশেষে তাপ কাল চিরকাল থাকে না, যখন পয়োধর-আগতে বসুমতী রসবতী হবেন, তখন তাপ উৎপন্না মনোতাপে সুস্থির চিত্তকেও দহন করে ছাই আবৃত অনলের মত পাপে বেষ্টিতা জীবন-ভারাক্রান্তে অবশ্যই ক্লান্ত কর্‌বে, অতএব

হে করুণাসিন্ধু, হে ভূপাল, অধিনী প্রতি কনিকামাত্র করুণা বিতরণ করে ভাস্করের মত যশ প্রভায় প্রভাকর হউন।

বিজ। আমি আর কোন কথায় কর্ণপাত করি না, (প্রহরীর প্রতি) এ দুশ্চরিত্রাকে শীঘ্র সম্মুখবর্ত্তী শিবিরে লয়ে যাও।

(হেমাঙ্গিনী ও প্রহরিগণের এক দিকে গমন অজয় ও অন্য প্রহরিগণের অন্যদিকে গমন)

হে। কংসারি স্বরূপা পয়োধরে সুধাকরকে স্বল্পকাল জন্যই আচ্ছন্নরাখে, আমার সরল পথে মতি থাক্‌লে (অজয় প্রতি) প্রাণনাথ তব বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা আচ্ছন্ন অবিলম্বেই পরিষ্কৃত হবে, এখন বিদায় হলুম, জীবিতেশ্বর অধিনী প্রতি প্রতিকূল হইও না।

প্রস্থান।]

বিজ। (প্রহরিপ্রতি) সাবধান পূর্ব্বক শিবির রক্ষা কোরো, ঊনপঞ্চাশ খণ্ড দেবকেও শিবিরে প্রবেশে যত্নপূর্ব্বক নিবৃত্ত কোরো, কেবল বীরবলকে নিষেধ নাই, হায়, বীরবল নিকটে উপস্থিত থাক্‌লে এতাদৃক্ মনস্তাপ ভারাক্রান্তে আমার নতশির হত'না, ঐযে স্মরণ মাত্রেই শমন প্রতাপে বীরবল ত্বরিত আগমন কচ্চেন। (বীরবলেরপ্রবেশ)

বীর। প্রিয়সখা, সমর জয়প্রাপ্তে উল্লাসচিত্তে সেনাদল কোলাহল পূর্ব্বক সন্ধি স্থাপন কল্পনায় অসম্মতি প্রকাশ কচ্চে, আর সম্রাটের অহিতাচার ভার পুনর্ধারণ কত্তে বিষাদ-বিষপান তুল্য জ্ঞান কত্তেচে।

বিজ। বল হীন জীবন, আর ধন হীন গৃহস্থ, উভয়েই সম-যন্ত্রণায় দিনপাত করে, সখা, যাদের বলে আমার প্রবল বল, সে বল সবল রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আমি অবশ্য তাদের বাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌ব, প্রিয়ম্বদ বিষাদেও তব সুস্বাদ বাক্যের স্বাদে আমার ক্ষুণ্ণ অনায়াসেই নিবারণ হয়, তবে তাদের আর কোন প্রার্থনা আছে কি ?

বীর। আর কারাস্থিত অজয় প্রতি প্রচুর করুণা প্রদর্শন দর্শনে তারা নিতান্ত ভগ্নমনা হয়েচে, যেহেতু মণি অলঙ্কৃত ভুজ-ঙ্গম বিষম বিষ বমনে কখনই ক্ষান্ত নয়।

বিজ। তারা যথার্থ অনুভব করেচে, সখা, পবনাগমনের প্রাক্কালেই তরণীকে তীরস্থ করেচি, ঐ দেখ বিড়াল তপস্বীকে দৃঢ় শৃঙ্খলে পুনরাবদ্ধ করেচি।

বীর। স্বল্পকাল পূর্ব্বে অরুণ-শিশু কিরণে গগণমণ্ডলীকে হাস্য-বদনা অবলোকন করেছিলাম, অকস্মাৎ বিনা মেঘে কিরণ সম্বরণের কারণ যে অনুভব কত্তে অক্ষম হলুম, সখা, পলক মধ্যে তোমার মতির পরিবর্ত্তন হল কেন বল দেখি।

বিজ। ভাই হে সে বর্ণনা ব্যক্ত কত্তে আমায় অনুরোধ কোরো না, সখা, অধিক আর কি বল্‌বো অজয় এক জন কুলাঙ্গার, আর হেমাঙ্গিণী ব্যভিচারিণী।

বীর। সে কি সখা।

বিজ। সত্য বল্‌চি সখা, সত্য সত্য, তবে এখনও যে অস্ত্র জাগ্রত আছে সেই আমার পুণ্যবল।

বীর। কিমাশ্চর্য্য যে বৃক্ষ-পত্রাচ্ছাদনে আতবে তাপিতাঙ্গ স্নিগ্ধ হয়, সে তরুমূল অপরিষ্কৃত রাখা কি মানবের উচিত, সখা, এখন সে ভাবনা করা মিছে, সম্প্রতি সেনামধ্যে তোমার আগমন করা প্রয়োজন হতেচে, কারণ হীনবল অগ্নি, পবন বল অবলম্বনে সর্ব্বদাই প্রবল বল হয়।

বিজ। সখা, তুমি আমার বীরপূজ্য, তোমার পরামর্শই আমার শিরোধার্য্য, আমি তবে এখন সৈন্যক্ষেত্রে যাত্রা কল্লুম, তুমি প্রহরীগণকে সাবধান হয়ে অজয় আর হেমাঙ্গিণীর শিবির রক্ষা কত্তে আদেশ প্রদান কর, আর দেখ, তথা যেন বহ্নিসখাও আগমন না করে, এরূপে সতর্ক থাক্‌তে অনুমতি দেও।

বিজয়ের প্রস্থান।]

অজ। হে প্রহরি, তব রাজাজ্ঞা প্রতিপালনে অকারণ বিলম্ব করে আমার যন্ত্রণা বৃদ্ধি কর কেন, অবলোকন কর, তোমার পুরস্কার জন্য আমার অঙ্গুলী পর এই অমূল্য মণিময় অঙ্গুরী আছে।

বীর। (দ্রুত আগমন পূর্ব্বক) প্রহরি অবিলম্বে শৃঙ্খল মুক্ত কর (অজয়কে) মহাশয় যে অগ্নিনির্ব্বাণে জীবনলীলা সম্বরণ হয়, আবার সেই অগ্নি প্রবলে ও দাবানলে প্রাণী প্রচুর যন্ত্রণা ভোগ করে, বোধ করি আপন অমঙ্গল জন্যই বিজয়ের ক্রোধানল এতাদৃক্ প্রবল হয়েচে, আর নিহত হবার জন্যই দিন দিন এ সমস্ত অনর্থ আচরণ অবলম্বন কত্তেচেন, হায় বিনা সূত্রে গাঁথা সুগন্ধ কুসুম

হার স্বরূপ সহোদর সম্বন্ধ গাঁথনী কি এরূপে ছিন্ন করা কি কর্ত্তব্য, মহাশয়, কষ্টবৃদ্ধি জন্যই গ্রীষ্ম-দিবা দীর্ঘাকার হয়েচে, সম্প্রতি প্রায় যামিনী আগতা, এখন বিষাদ করমালা জপমালা না করে, নিশ্চিন্তে আমার শিবিরে অবস্থান করুন, তব কষ্ট অন্তর জন্য আমি সত্বর যত্নবান্ হলুম।

অজ। মহাশয়, অপ্রতুলাবস্থায় পরিশোধের উপায় অবলোকন না করে, পুনঃ পুনঃ ঋণে আবদ্ধ হতেও মানবে বিরত নয়, আর শঙ্কটাপন্ন পীড়িত ব্যক্তিও অচৈতন্যাবস্থা জন্য মিষ্ট বাক্যে সুহৃদকে তুষ্ট কত্তে সক্ষম নয়, তজ্জন্য এ অধীনের আর এক অনুরোধ প্রতিপালন করে চিরঋণে ঋণীকে আবদ্ধ করুন, মহাশয় হেমাঙ্গিণী অবলা কুলবালা, তার প্রতি কি এরূপ ব্যবহার করা উচিত।

বীর। মহাশয়, গৌরীপট্ট ভিন্ন কি অন্য পট্টে শিবলিঙ্গ স্থাপন হয়, যখন উভয়ে একাঙ্গ তখন ভক্তি-বারি শিব-শিরে প্রদানেই পাষাণ-তনয়া অবশ্যই অভিষিক্তা হবেন, আমি হেমাঙ্গিণীকে অবিলম্বে তব সন্নিধানে আনয়নার্থে যাত্রা কল্লুম ইত্যবসরে আপনি সুস্থচিত্ত হউন।

প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক।

মাহারাষ্ট্রাধিপতির আলয় পশ্চাতে উদ্যান।

(হাস্য বদনের প্রবেশ।)

হাস্য। কি তালের রস, কি খাজুর রস অথবা রসগোল্লার অগ্নিকর রস, এ সকল রস অপেক্ষা কবিতা রস বড় রসালো মজাদার রস, অন্যরস পানে অল্পেই অঙ্গটা মধুরে উঠে, আর মন্দাগ্নি হয়, কিন্তু এ রসামৃত অরুচির রুচি, পুনঃ পুনঃ পানে ও পিপাসা দূর হয় না, কবি ভায়ারা কি মজার সরস কবি লিখেচেন, “বিনা ধনেন সংসার” তবেই ধন হীনের জীবন আর বিধবার যৌবন এ দুই সমান, হায় আমার যদি ধন থাক্তো, তবে নৃত্যকী মাগীদের ভাব ভেবে কখনই ক্ষুণ্ণ হতুম না, আ মাগীদের কি বিষনয়ন, কটাক্ষ দংশনে ভরত গড় জয়ী বীরপুরুষকেও জড় সড় করে ফেলে, তা যদি না হবে, তবে মহারাজার প্রধান সেনাপতি প্রতাপশালী অজয় বাহাদুর, যিনি আপন প্রতাপে সপ্ত দ্বীপ ধরাকে কত শত বার শাসন করেচেন, তার তেজঃপুঞ্জ প্রজ্জ্বলিত অঙ্গ, হেমাঙ্গিণীর অঙ্গস্পর্শে একেবারে শীতলাঙ্গ হয়ে গেল; ধনেশ্বর হওয়াও অনেক পুণ্য অপেক্ষা করে, যেহেতু হেমন্ত শাসিত বিবর্ণ চর্ম্মকে মলয় বায়ুস্পর্শে যেমন মার্জ্জিত করে স্বপ্রভায় প্রভাকর করে, ধন অধিকারেও বিধি নির্ম্মিত কুরূপ লাবণ্য ও অপক্ক সুবর্ণ জ্যোতিতে সে রূপ উজ্জ্বল করে অথাৎ

ভাবনাহীন কলেবর স্বতেজ রক্তের টানা পোড়েনে শিমুলের ধুতির মত ঘন খাপে ঠাস বুনান হয়, তন্মধ্যে নিরানন্দ বারি প্রবেশের সহজেই দ্বার রুদ্ধ থাকে, নির্ভাবনাই সচ্ছন্দের আকর, আবার সচ্ছন্দতনয়া আনন্দিতা হয়েচেন ধনের সহচরী, হায় ধনটা কি মজার ধন।

"অন্ধের নয়ন ধন, কুৎসিতের সুগঠন,
প্রাণধন ধন বিধবার।
পুত্রহীনার পুত্রধন, নিষ্কুলের কুলধন,
হয় ধন, জগত আঁধার॥"

ধনটা না থাক্‌লে মণ্টা সরল থাকে না, আবার মণ্টা বিরল হলে প্রাণ্টা কণ্ঠাগত হয়, তবেই ধনে মনে প্রাণে যেন চপ্ চপে্ কালাচাঁদে চিঁড়া মুড়কির চট্‌কানা ফলারের মত কাপে কাপ সংমিলিতে ঐক্য হয়েচে, হায় হায় হায়, ধন কি মহিমাযুক্তা আশক্ত পদার্থ, কি সুস্থ কি শিকস্থ এই সসাগরা ধরা সমস্ত, ধনভাবে সকলেই সশব্যস্ত আবার এও কি মজা সামান্য, ধনভারস্কন্ধে বহনে কেহই ক্লান্ত নয়, অসুস্থ নয়, হা হাঁ হা, ধনের আকর (জলকলশ কক্ষে সুগন্ধার প্রবেশ) একটা অধিকার না হওয়ায় মনোদুঃখ মনেই রৈল. (সুগন্ধাকে দর্শন করে) তাইত আমার কি ভ্রম হয়েচে, দেখদেখি, এইটী যে ধন আকর না, ঐ না একটি বাপ ধন বহির্গত হলেন, মরি মরি মরি, কি মনোহর দর্শন, যেমন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে মুক্ত পূর্ণ শশী উদয় মাত্র ভুবনাচ্ছন্ন

দূরীভূত করে, অথচ সমীরণ কিরণ সুধারসে ভাস্করাতাপে তাপিত শুষ্ক মৃত্তিকা যেরূপ স্বরশে হাস্যমুখি কর়ে এ অঙ্গনার লাবণ্য জ্যোতিতে এ তরু আচ্ছন্ন উদ্যান যেন সজল পয়োধর, সৌদামিনী তড়িতে প্রফুল্ল বদনা হল, আর আমার নিরস অস্থিময় বপুকেও সরসে অভিষিক্ত কল্যে, আবার আমার মনে হচ্চে যেন এই উদ্যানই সেই রম্য বৃন্দাবনারণ্য, আর ঐ সরোবর যেন তপন তনয়া, নৈলে "একলা যমুনাজলে কে এলো রে সৈ" (জলকলস কক্ষে মৃনাবতীর প্রবেশ) হায় হায় আবার যে কি দেখি" কোথা হতে পুনঃ চন্দ্র আইল গো-কুলে (নৃত্য) কি শুভক্ষণে যাত্রা করেচি, রে পাপ নেত্র, বলি ওহে চর্ম্ম চক্ষু আজ স্বপ্ন অগোচর সুদর্শন দর্শনে চক্ষু সার্থক কর, মরি মরি, কিবা মনোহর মূর্ত্তি আবার বাক্য গুলিন ও যেমন পয়ড়া গুড়ে অভিষিক্ত করা, এখন বৃক্ষ পাশে গোপন থেকে ক্ষণেক কাল জন্য নয়ন পুরে বাঞ্ছিত পদার্থ প্রতি নেত্রপাৎ করে ক্ষণ কাল জন্য চরিতার্থ হই। (বৃক্ষ পাশে অবস্থান)

মৃণা। সুগন্ধা, বারি হিল্লোল অবলোকনে তুই যে পুত্তলিকার মত স্থিরদণ্ডায়মনা হয়েচিস।

সুগন্ধা। সত্য সখি, চিত্র বিচিত্র নানাজাতি সুগন্ধ প্রস্ফু-টিত কুসুমে এ মনোহর রম্য উদ্যানের কেমন গৌরবান্বিতা সোভা করেচে, অথচ চিত্র বিচিত্র তরুণ পত্রাচ্ছাদিত তরুবর-শাখায় বিচিত্র পুচ্ছালঙ্কৃত বিহঙ্গমগণ সেতার সদৃশ

স্বুতার স্বরে অবিশ্রান্ত সান্ত্বনা করণাশয়ে মনোহর সঙ্কীর্ত্তন কত্তে একান্ত য়োগাসনে যেমম উপবেশন করেচে, আবার পবন শিশুর আলিঙ্গনে স্থির নীর প্রফুল্লা বদনা হয়ে হাস্যহিল্লোলে পদ্মিনীকে সঘনে অথচ ধীরে২ কম্পান্বিতা কত্তে যত্নবান হয়েচে। সখি এ মনোহর উদ্যানে অবস্থানে সহজেই যেন পুত্তলিকা হতে হয়।

হাস্য। (স্বগত) মিছে না, আমিও যেন মুরাদটা হয়েচি।

মৃণা। আবার মনেও কত ভাবের উদয় হয়!

স্বুগ। সখি, উদয় যেমন হয় অস্তও তেম্নি হয়, সখি জোয়ারের জলের কি বিশ্রাম আছে।

হাস্য। বেস বলেচো ভাই বেস—প্রভু কন্দর্প হে কানা মেঘে ভর কর ঠাকুর।

মৃণা। কেন ভাই জোয়ার বৃদ্ধি বারিতে ক্ষেত্র তো রসাক্ত থাকে।

স্বুগ। সখি সে বারির প্রত্যাশায় কি কৃষিকর্ম্মে নির্ভর করা যায়, সময়ে প্রাপ্ত পদার্থই উপকারে লাগে।

হাস্য। তা তো বটে অসময়ে পিত্তি বৃদ্ধি হয় কি না, আ মাগি যেন কালিদাসের প্রসূতিরে, হায় হায় ও আবার (তিলত্তমা চিত্ত রঞ্জিকা ও প্রমোদার প্রবেশ) কে রাজমহিষী যে উদ্যানে আশ্চেন (মৃণাবতি ও স্বুগন্ধার প্রস্থান) তবে আর বড় লুকোচুরি খাট্‌বে না এখন আস্তে২ পটল তুলি।

[প্রস্থান।

প্রমোদা। সে কি রাজমহিষী একি পরিহাসের কথা।

তিল। তুই কার মুখে শ্রবণ করেচিস আমি ভাই জান্তে চাই।

প্রম। কে না শুনেছে রাজ্ঞী, হাটের দ্বারে কি আগড়াচ্ছাদন থাকে।

চিত্তরঞ্জিকা। হাঁ রাজমহিষী সত্য বটে, আমিও শুনেচি, যাত্রিক শুভ দিন গণনা জন্য আচার্য্যালয়ে দূত প্রেরণ হয়েচে, বোধ করি গণককার হয়তো এতক্ষণে সভায় উপস্থিত হয়েচেন।

তিল। রঞ্জিকা আচার্য্যর আগমন হয়েচে কি না তুই শীঘ্র দেখে আয় দেখি। যদি অনুপস্থিত দেখিস, তবে আচার্য্যর আগমন অপেক্ষায় সুগন্ধাকে রাজ পথে অপেক্ষা কত্তে বলিস, আর সভায় গমনের পূর্ব্বে আমার নিকটে তাঁকে উপস্থিত কত্তে বলে আসিস্।

চিত্ত। আচ্ছা আমি চল্লুম (প্রস্থান।)

তিল। আ উচ্চ তরু আশ্রিত লতার কি চিরদুঃখ, আবার কি চিন্তায় কালক্ষয় কত্তে হয়, প্রবল পবন আবার হিংস্রক বজ্র চিরদিনই বিপক্ষাচরণ করে, হায় ইন্দ্রাণী যে কত দুঃখিনী আপন অবস্থাবলোকনে বিলক্ষণ প্রতীত হতেচি, শরীর সবল হলেই ইন্দ্রত্ব অপহরণ কত্তে অগ্রেই সকলে ধাবমান হয়; হায় অমরাবতীর সুখ কেবল শ্রুত সুখ মাত্র, প্রমোদা এ বিষম তুফানে কি উপায়ে নিস্তার পাই বল দেখি।

প্রমো। রাজ্ঞী প্রসূতি অপেক্ষা শিশুর প্রতি ধাত্রির অধিক স্নেহ হয়, এ বজ্রবৎ সমাচার শ্রবণে আমারই কি চৈতন্য আছে।

তিল। হায় আজ কি কালনিশি প্রভাত হয়েচে, প্রাণ নাথ

একবারও সমস্ত দিনের মধ্যে অন্তঃপুরে আগমন করেন নাই, হায় যার ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদে প্রাণ চ্ছেদ হতে থাকে তাঁর অদর্শনে কি জীবন জীবন ধারণ কত্তে সক্ষম হবে।

প্রমো। রাজমহিষী ভুবন উজ্জ্বলার্থে ভাস্করে ভারার্পণ হয়েচে, তব মন মালিন্য নির্ম্মল জন্য অবশ্যই তাঁর ত্বরায় অন্তঃপুরে আগমন হবে। (রঞ্জিকার পুনঃপ্রবেশ)

রঞ্জি। রাজমহিষী সুগন্ধার সঙ্গে আচার্য্য মহাশয় আশ্চেন, আপনি কি এই সরোবর কূলেই গণনা করাবেন, অন্তঃপুরে আগমন কল্লে ভাল হয় না।

তিল। গোপন কার্য্য নির্জ্জনে সমাধা করাই কর্ত্তব্য, ঐ না, আশ্চেন।

রঞ্জি। হাঁ ঐ তিনিই আশ্চেন বটে। (আচার্য্যের ও সুগন্ধার প্রবেশ)

আচার্য্য। ওঁং নম সূর্য্যায় ওঁং অচিন্ত্য ব্যক্ত রূপায় নির্গুণেয় গুণাত্ময়ে। সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মাণে নমঃ ॥ ওঁং সত্যযুগোৎপত্তি বৈশাখী শুক্ল ত্রয়োদশী, তথা কলিঅব্দা ৩৭২৮৮২ বৎসর, কলিস্থিতা ৮৯৩৬৬৪ বৎসর, গঙ্গা স্থিতা ১০০০০০০বৎসর, কাত্তিকে ঝড় ২৭ বৎসর শাঁওতাল যুদ্ধ ১০০০০বৎসর, রেলওয়ে খুলা, ৫০০০০বৎসর বিধবা বিবাহ ৩৩০০০ বৎসর অদ্য মাঘি মাসি কৃষ্ণপক্ষে আমাবস্যা তিথৌ ভরদ্বাজ গোত্র পিত ওঁং বিষ্ণু মহারাণীর জয় হউক, অনুমতি করুন মানস গণনা কোরবো, অথবা অঙ্কপাৎ কত্তে হবে।

সুগ। মহারাণীর মানস গণনা কত্তে হবে—আচার্য্য মহাশয়।

আচা। তবেই তো পঞ্জিকা দর্শনে প্রয়োজন হচ্চে (পঞ্জিকা দর্শন) অথ উত্তরায়ণ বরদে দেবী, অর্থাৎ রবিবার সাত দণ্ড তিন পল দুই অনুপল পাঁচ বিপল গতে সোমবার প্রসব হবেন, বেলা কত আন্দাজ আছে বল দেখি।

সুগ। যামিনী আগতা—গোধুলি বল্লেও বলা যায়।

আচা। তবে তো গণনার উত্তম সময় হয়েচে,—তারা শিব-সুন্দরী, শিব শিব শিব, কাক চরিত্র বটেক জানি তিন ক্রান্তে বট বাগানি আশি তিলে বটঙ্কার লেখার গুরু সুভঙ্কর, ভাল, একটা পুষ্পের নাম বল দেখি।

সুগ। গোলাপ।

আচা। লগ্নে চাঁদা বেদ বাখানে না পড়ে আঁকোর চেনে, মড়ার মুণ্ডে দিয়ে পা সদাই ডাকে কেলে মা, কহতো কাগা বৈদ্যনাথ, আচ্ছা একটি ব্রাহ্মণের নাম বল দেখি, শিব শিব শিব।

সুগ। হাস্য বদন।

আচা। লগ্নে উচো লগ্নে কুচো লগ্নে হলো পার মারে জননি পিড়ে বাপ, শিবং শিব ধাত ধাত জীব জীব, শুক্ল বর্ণ কালাধারি অর্থাৎ জীবঘটিত ধন চিন্তা, তা সিদ্ধি, তন্মধ্যে যক টা বোলচে দেবো, যক্ষিণী বলে দেবো না, ফলে সে তোর ভার্গেই আছে।

সুগ। সে কি গো— না আচার্য্য মহাশয় ও হলো না।

আচা। ওঁং বিষ্ণু—উট হুটে টা ঘুট ঘুটে টা বেটি বড় ভাগ্য-

বতী কিন্তু শারিরীক এক টা পীড়াতে বড় জড়শড় করে রেখেচে, এককোমর জলে নামলিই প্রশ্রাব বৃদ্ধি হয়, দেখ ঠিক কি না।

সুগ। ও মা ও আবার কি, এ যে ধানভান্তে শিবের গীত এলো।

তিল। (রঞ্জিকা প্রতি) আচার্য্যকে এখান থেকে লয়ে যাও এখন তামাসার সময় নয়।

রঞ্জি। আচার্য্য মহাশয় আপনকার আগমন প্রতিক্ষায় রাজা অপেক্ষাকৃত আছেন, আপনি ত্বরায় সভামধ্যে আগমন করুন।

আচা। তবে এখন বিদায় হলুম, (প্রস্থান)।

তিল। রঞ্জিকা আজ আমার মনটা সর্ব্বদাই চম্‌কে চম্‌কে উট্‌চে, জীবিতেশ্বরের কুশল সমাচার আনয়নার্থে তুই শীঘ্র সভায় আগমন কর।

রঞ্জি। রাজমহিষী, আমি তো এইমাত্র রাজসভা হতে আগমন কচ্চি, আবার এরি মধ্যে গিয়ে কি নূতন কুশল আনয়ন কোর্‌বো।

তিল। সখি, কফজ ধাতু মুহুর্ম্মুহুঁ নবগতি অবলম্বন করে, হায় মহারাজা কি এখন সুস্থির আছেন।

রঞ্জি। রাজমহিষী, যদি শ্রবণেই সন্তোষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে কষ্টব্রত পুরুষোত্তম গমনে মানবে কদাচ ব্যগ্র হতো না, রাজ্ঞি শীলা অনুপস্থিতেই জল স্থলে পূজার বিধি হয়েচে, অথচ সপ্তম পুরুষ উপস্থিতে বৃদ্ধির শ্রার্দ্ধ বিরহ, বর্ত্তমানে মহারাজকে অন্তঃপুরে আনয়নার্থে দূত প্রেরণ করুন,

কারণ মহৌষধিতেও যে ব্যক্তি নির্ব্ব্যাধি না হয়, স্থান পরিবর্ত্তনে সম্পূর্ণ ও না হউক, অবশ্যই অনেক উপশম হওনের সম্ভাবনা থাকে।

সুগ। মিথ্যা না রাজমহিষী, যুবতী অনুপস্থিতে অন্য প্রতি সহজেই পতির মতি হয়, আর নারী সহবাসে মনন হলে ও গমনে সহসা হওয়া প্রায় সম্ভবে না, রাজ্ঞী কালবিলম্বে কাল পক্ষ উদয় কাল উপস্থিত হবে, আপনি সম্রাট্‌কে ত্বরায় নিকটে আনয়ন করুন।

প্রমো। কথায় বলে "সাজকত্তে দোল ফুরালো," যন্ত্রণা সময়ে কি দীর্ঘ মন্ত্রণা করা উচিত, অথচ চণ্ডী পূজায় চণ্ডালকে ব্রতী কল্যে বৃথা ব্রত উজ্জাপন করা হবে, সভামধ্যে সহচরীগণে এ সময় পাঠালে কি উপকার দর্শাতে পারে, রাজমহিষী, কার্য্য বিশেষে ব্যক্তি বরণ না কল্যে কৃতকার্য্য হওয়া কিরূপে সম্ভবে, হাস্যবদনকে প্রেরণ করুন, তিনি কলে বা কৌশলে ভূপালে অন্দরে শীঘ্রই আনয়ন কোরবেন।

সুগ। তুই নাচিস ভাল কিন্তু পাক দিস এলো, এদিগে পরামর্শ বাক্যব্যয়ে সল্পকাল গত কত্তে নিবারণ করিস, আবার হাস্য-বদন যে কোথায় আছেন, তাঁকে আনয়নার্থে সময় গত বিবে-চনা করিস না, সখি যথা সূচাগ্র প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ থাকে তথায় ভ্রান্তচিত্তে হস্তি চালাতে উদ্যোগী হচ্চ কেন।

প্রমো। সখি, পতি প্রণয়না তিলার্দ্ধ পতিবিচ্ছেদে সহজেই প্রাণত্যাগে যত্নবতী হয়, আবার স্বামীবিয়োগেও তো দীর্ঘ জীবন ধারণ করে।

(ঊৰ্দ্ধশ্বাসে হাস্যবদনের প্রবেশ।)

হাস্য। (ঘনশ্বাসে) মহারাণীর জয় হউক (বিশৃঙ্খলা পূর্ব্বক উপবেশন ও উত্তরি অবশিষ্ট বস্ত্রে ঘর্ম্ম মোচন) রাজমহিষী সর্ব্বনাশ হলো, হায়, কি সর্ব্বনাশ রে, হায় হায় হায়।

তিল। কেন সখা কেন কেন, কি হল, অ্যাঁ বল বল, একি রোদন কর কেন।

হাস্য। আর রাজমহিষী আমার অন্ন জল উঠেচে।

তিল। সে কি সখা, আমার রাজলক্ষ্মী বিরাজিতা থাক্তে তোমার অন্ন জল উঠ্‌বে এ কি সম্ভব হয়, রকম খানা কি বল দেখি কেউ কিছু কটু বলেচে কি।

হাস্য। সে বরং ভাল ছিল এ যে ভাতে মেরেচে।

তিল। তবে রাজা বুঝি রুষ্টভাবে সন্তাস করেচেন, সখা আমায় কৃপা করে তোমার সখার দোষ মার্জ্জনা কর, তিনি এখন ব্যাকুল-সলিলে চিন্তাতরণিস্থ হয়ে অনুকূল পবনের আরাধনায় মনঃসংলগ্ন করেচেন, সকাতর অন্তর সদাই বিমর্ষাচ্ছন্নে দৃষ্টি হীন হয়, সুতরাং সহজেই নয়নরঞ্জন ভ্রম্মরবর্ণকেও অপক্ক কেশ বর্ণ অবলোকন করে।

হাস্য। রাজমহিষী ফলভরে কি তরুবর ভারাক্রান্ত হয়, না সখার বাক্যতাপে অন্তর ব্যথিত হয়, হায় যে দুঃখানলে অঙ্গ দগ্ধ হতেচে বদন হতে যে সে নিদারুণ বাক্য বহির্গত হয় না।

তিল। সে কি কথা মহারাজ তো সুস্থ আছেন।

হাস্য। হায় হায় হায়, মন্ত্রিবর রে তোর মনে এই ছিল, অ্যাঁ

বেটা কি কল্যে গা আমার হুদের গোপালকে করালগ্রাস তুল্য কংশালয় আগমনে মন্ত্রণা দিতেছে, সখাকে সমর-ক্ষেত্রে গমনে যুক্তি দিতেছে।

তিল। সখা, মহারাজা এখন কোথায় বিরাজমান কচ্চেন।

হাস্য। মন্ত্রণালয় হতে গাত্রোত্থান করিবামাত্র কাক স্বরূপ চিত্র কাক চরিত্র একজন উপস্থিত হল।

তিল। তবে তিনি এখন ও মন্ত্রণাগারে আছেন।

হাস্য। মন্ত্রণাগারে আছেন কি যন্ত্রণাগারে যাত্রা করেচেন তা কেমন করে বল্‌বো, এখন শরৎ জলধরের মত যে ভূধরের উদয় হয়েচে, স্থানে স্থানে বরিষণ কচ্চেন।

তিল। সখা, তুমি সম্রাট্ পাশে ত্বরায় গমন কর, যেহেতু আত্মলোক অবলোকনে বিপদ পদচ্যুত হয়।

হাস্য। রাজমহিষী, এ সময় একবার তোমার আগমন করা প্রয়ো-জন হয়েচে, কারণ স্বাভাবিক আকর্ষণে যে মন অনায়াসেই আবদ্ধ থাকে, করুণাভিষিক্ত অলঙ্কারযুক্ত আকর্ষণে সে মন কি বন্ধনে মুক্ত হতে পার্‌বে, রাজ্ঞী তোমার মলিন বদন দরশনে সখা কখনই রণক্ষেত্রে যাত্রী হতে পার্‌বেন না।

তিল। আমিও রাজ-দরশনে যাত্রা কল্লুম তুমি বার্ত্তা লয়ে অগ্র-সর হও।

হাস্য। মহারাণীর যেমতাভিলাষ। (প্রস্থান)

তিল। প্রমোদা তুইও একটু দ্রুত গমন কর্ আমরা পশ্চাৎ গমন কচ্চি।

প্রমো। অধিক বিলম্ব না হয় যেন। (প্রস্থান)

তিল। রঞ্জিকা সুগন্ধা মৃণাবতী তবে আয় দেখি একটু তৎপর হয়ে যাই।

সকলের প্রস্থান।]

প্রথম অঙ্ক।

সমরক্ষেত্র।

বিজয়কেতুর শিবির অনতিদূরে পর্ব্বতাবৃত উপবন।

পার্শ্বে বীরবলের শিবির।

(অজয়কেতু ও হেমাঙ্গিণীর প্রবেশ।)

অজ। আমার পুণ্যার্জ্জিত ফল প্রেয়সী তব সুধা বদনকমল, কেবল বীরবল বাহাদুরের প্রসাদেই পুনঃ দর্শন হল, প্রাণেশ্বরি, যে সুমিলনে আমার সুখ-সীমা সীমাহীন দীর্ঘাকার হতো, হায়, দূরাবস্থায় সুমিলনও চপলাবৎ চঞ্চলা হতেচে।

হে। যাঁর কৃপারস সংমিলিতে দুর্ভাবনার বিস্বাদ রসও সুধারস হয়েচে, অথচ যাঁর করুণা-উজ্জ্বলে কৃষ্ণপক্ষীয় পয়োধর সংযুক্তা যামিনী স্বরূপা জনশূন্য ভয়ানক শিবিরও জ্যোতির্ম্ময় হয়েচে, শত জন্ম চিরকৃতজ্ঞ রজ্জুতে আবদ্ধ হলেও সে ঋণে মুক্ত হওয়া কদাচই সম্ভবে না, প্রিয়তম সহস্র জন্ম সাধারণ জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মুহূর্ত্তের জন্য প্রিয়জন সহবাস স্বর্গবাস তুল্য সুখবাস জ্ঞান হয়।

অজ। যথার্থ বিধুমুখি, তোমার সহবাসই আমার স্বর্গবাস, কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা কণ্টকাবৃত ঢালুময় বিপদ-গিরির উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করেচি, আমাদের নিধন কারণ প্রতি-মুহুর্ত্ত সতর্ক পূর্ব্বক যত্নবান্ হয়েচে, হায়, আমাদিগের এ সুখ মিলন যদি বিজয় অবলোকন করেন, তবেই অবি-বাদে চির-বিপদে সহজেই পদার্পণ কত্তে হবে, চিন্তামগ্ন তরণী-যোগে বহুমূল্য রত্নভার কি বিষম তুফানে কূলপ্রাপ্ত হতে পারে, প্রাণেশ্বরি, তব অকলঙ্ক আস্য, চ্ছেদমুণ্ড গ্রহগ্রাস হতে কিরূপে উদ্ধার করি বল দেখি।

হে। নাথ, যখন অধিনী-রঞ্জনার্থে অমূল্য জীবনে অগ্রাহ্য করে বৈরীহস্তে স্বাধীন বিতরণ করেচ, তখন যে বিপদ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে তার সন্দেহ কি আছে, জীবিতেশ্বর, এ প্রচণ্ড কম্পিতা রত্নাকর পার জন্য কেবল মনোডোরে দৃঢ়গ্রন্থে সাহস-পালে আবদ্ধ করাই উৎকৃষ্ট কল্পনা, আর অধিনী তবাধীনা চিরদিনই, চরমেও পশ্চাদ্গামিনী হতে ইচ্ছাধিনী হবে।

অজ। তবে এক কর্ম্ম কর না কেন।

হে। তব আজ্ঞা পালনে অধিনী চিরহৃষ্টচিত্তা, বিশেষে এ অধিনীর আপনার কোন বাঞ্ছা নাই, কোন মতও নাই, প্রাণনাথ; তব মতেই অধিনীর মত, আর তব বাঞ্ছা পূরণই অধিনীর বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত।

অজ। তবে স্বল্পকাল জন্য আমায় ত্যাগ করে এ ঘৃণিতাশ্রম হতে পলায়ন কর না কেন, কৌশলে মম ভৃত্যুদ্বয় তব

জনকালয়ে তোমায় রক্ষা কত্তে প্রস্তুত আছে, প্রেয়সি, তব নিরাপদ কুশল শ্রবণ বিরহে মম হৃদীস্থ শূল ব্যথার যন্ত্রণা-আরগ্যের অন্য ঔষধী শূন্য।

হে। প্রাণনাথ, তব শ্রীপদ দর্শনই অধিনীর নিরাপদ, ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে উৎকৃষ্ট নিরাপদ তো কিছুই দর্শন হয় না, নাথ, মনোহর অট্টালিকাময় লোকারণ্য নগর, আবার শমন সমান অগণন সেনাবেষ্টিত এ রণক্ষেত্র, তব অদর্শনে অধিনী-পক্ষে যেন জনশূন্য ভয়ানক হিংস্রক পশুময় নিবীড় নিকুঞ্জ বন জ্ঞান হয়, নাথ, তব বিরহ যন্ত্রণা ভোগ সম্পূর্ণ ভোগ হয়েচে, পুনঃ বিচ্ছেদে নিতান্ত প্রাণচ্ছেদ হবে।

অজ। তুমি যে ইতিপূর্ব্বে আমায় বলেছিলে প্রিয়ে, যে পলায়নে বিজয়-হস্তে মুক্ত হবে, তবে সে মত এখন অমত কর কেন।

হে। তোমায় প্রাপ্ত জন্যই কেবল পলায়নে মনঃ সংলগ্ন করে-ছিলাম, আর যদি সুপক্ক পতিত ফল অনায়াসেই বৃক্ষমূলে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে উচ্চ তরুবরে আরোহণের প্রয়ো-জন কি।

অজ। চিত্তবিলাষিণি, তুমি চিত্তঘাতিনি, সুখাভিষিক্ত চিত্তরঞ্জিনী পুত্তলিকা, তোমার অসাধারণ মম প্রেমাসক্তা জন্যই আমার এ জঘন্য জীবন তব প্রেমমন্দিরে উৎসর্গ হয়েচে, প্রেয়সী, ইহা অপেক্ষা তোমায় প্রদান-যোগ্য পুরস্কার তো আর কিছুই দর্শন হয় না যে অর্পণ করে কৃতার্থ হব।

হে। যদি অধিনী প্রতি অনুকূল হয়ে বর প্রদানে স্থিরকল্প করে থাকেন, তবে ফণী-শিরোমণি হয়ে পলায়নে জীবনে জীবন দান কর, প্রাণনাথ, যদি কণিকামাত্র অমৃতপানে অদিতি-বালক অমর হয়ে থাকেন, তবে সুধাসদৃশ তব সঙ্গে গমনে আমিও নিরাপদ পদ অবশ্যই প্রাপ্ত হব, নাথ, হৃষ্টমন হলে দুর্গম কানন কষ্টও সুমিষ্ট জ্ঞান হবে, আর তব বদনচন্দ্র অবলোকনে পথাশ্রান্ত তাপে অবশ্যই স্নিগ্ধ হব।

অজ। তাও কি হতে পারে বিধুমুখি—

হে। কেন প্রাণনাথ, প্রতিবন্ধক কি আছে।

অজ। মান-রজ্জু।

হে। প্রণয় তোর অপেক্ষা কি সে রজ্জু অধিক কোমল অথচ দৃঢ়।

অজ। এই যে উল্লাস-বিজলি তড়িতে স্বল্পক্ষণ জন্য কৌতুক জীবনে অবগাহন করে হৃষ্টচিত্তা হতেচ, সে কেবল বীরবলের প্রসাদে মাত্র, প্রেয়সি, এমত হিতকারী প্রিয়বন্ধুকে চিরবন্ধনে পতিত করা কি কর্ত্তব্য।

হে। তবে কি বিজয় আগমনে ঐ ঘৃণিত তিমিরাচ্ছন্ন বন্দীশালে পুনঃ আগমন কোর্‌বেন।

অজ। অবশ্য কর্‌বো, প্রেয়সি, অদ্য অথবা কল্য বা পরশ্ব অবশ্যই সম্রাটের খরতরোদয়ে এ সকল ঘোরতর জলধর স্বজলনয়নে পলায়নে ও জীবন রক্ষার্থে সক্ষম হবে না, অথচ সে কিরণ-দীপ্তিতে এ তিমিরাচ্ছন্ন ভবন অবশ্যই উজ্জ্বলা হবে, কিন্তু আদিত্যোদয়ের প্রাক্‌কাল, আর যামিনী-গতার

পশ্চাৎ কাল, সে কাল রূপ কাল কি রূপে কাল গত হবে সে তীক্ষ্ণ সূচাগ্র তুল্য ভাবনায় মম অন্তর বিদীর্ণ কত্তেচে, প্রেয়সি, নিবান্ধবা নিরাশ্রিতা নিরক্ষকা সরলা বালা স্বধর্ম্মরক্ষণে কি রূপে সক্ষম হবে।

হে। নাথ, প্রচণ্ড তপন বালকের প্রবল বলহারী মন্দোদরী পতি রম্ভাবতীকে মৌনাবতী অবলোকনেই কেবল অপবাদে ভূষিত হয়েছিলেন, বিজয় যদি মদমত্তে তত্ত্বপথ গমনে বিরত হন, আমার প্রিয় সহচর এই মনোহর অথচ তীক্ষ্ণ তরবালাঘাতে মত্তলীলা সম্বরণ কোরে তাঁরে চিরমত্ত কর্‌বো।

অজ। মৃত্যুকে আহ্বান করে মান রক্ষা করা অপেক্ষা পলায়নের এমন মহেন্দ্র যোগ প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা অবশ্যই উৎকৃষ্ট কল্পনা।

হে। নাথ, সুদর্শন শিমুল কুসুমও সুগন্ধ বিরহে নরকরস্থিতা হতে বঞ্চিত হয়েচে, আবার বিষদন্ত মণ্ডিতা ভুজঙ্গিনীর ও বিফলে জীবনধারণ করা হয়, প্রাণনাথ, মৃত্যু অথবা ততোধিক যন্ত্রণা সহ্য করা সহজেই সম্ভবে, কিন্তু প্রিয়জনের অদর্শনে অসহ্য যন্ত্রণায় তুষানলের মত যাবজ্জীবন দগ্ধ হতে হয়, নাথ, যদিচ আমরা বিষম তুফানে তরণীস্থ হয়েচি, আর যদিও দুর্ভাগ্যের প্রচণ্ড ঢেউ আক্রান্তে তরণীকে অতলস্পর্শ কত্তে বিশেষ যত্নবান্ হতেচে, তত্রাচ খদিররসে অভিষিক্তা চুন সুরকির গাঁথনির মত আমাদের এ অভেদ মিলনকে কোনক্রমেই পৃথক কত্তে পারগ

হবে না, প্রাণনাথ, হয় উভয়েই সুখ-কূল প্রাপ্ত হয়ে নিস্তারপদ প্রাপ্ত হব, নচেৎ ইহকাল পরিত্যাগ করে স্বকালে কালালয়ে উপস্থিত হব, তত্রাচ পৃথক হতে কদাচ পারবো না।

অজ। প্রণয়িণি, তুফানের কথা জিহ্বাগ্রে আনিবামাত্র ঐ দেখ প্রচণ্ড পবন-বেগে ও শমন-প্রতাপে বিজয় আগমন কচ্চেন এখন আত্মরক্ষার্থে সাবধানে প্রস্তুত হও।

(বিজয় ও রণবীরের প্রবেশ।)

হে। এই যে মহারাজা এখানে এসেচেন।

বিজ। সত্য রণবীর সত্য সত্য, তোমার কথা সকলই সত্য, (অজয়ের প্রতি) রে নেমকহারাম, রে বিশ্বাসঘাতক, অকৃতঘ্ন পাতকি, এত বড় যোগ্যতা, এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমার আজ্ঞা অগ্রাহ্য করে শৃঙ্খলবন্ধনে অনায়াসে মুক্ত হয়ে পলায়নে উদ্যোগী হয়েচিস, রে হেমাঙ্গিণী কুলটা পাপীয়সি ব্যভিচারিণি, এই বুঝি তোর সতীত্বধর্ম্ম ব্রত উজ্জাপনের উদ্যোগ হয়েচে, রে প্রহরী এ মূঢ়া যোগীকে নিগূঢ় বন্ধনে বন্দীভূত করে যোগ্যমত যোগাসনে ত্বরায় উপবেশন করাও নিয়ে, আর এ দুশ্চরিত্রাকেও আমার দৃষ্টির বাহির কর।

অজ। অন্ধীভূত ব্যক্তির জীবন অথবা মরণ উভয়ই সমান, অথচ সম্পত্তিচ্যুতের পক্ষ্য মৃত্যু দরশনই মহৎ উপকার প্রাপ্ত, প্রিয়াত্যাগী চিররোগী হওয়া অপেক্ষা অপঘাতই আমার

জন্য কল্যাণকর, কিন্তু মনাভিষ্ট সিদ্ধ কত্তে ত্বরায় প্রস্তুত হও, কালবিলম্বে চিরকাল আক্ষেপে প্রাণ ধারণ করা হবে, সম্রাট আগতপ্রায়।

বিজ। স্বয়ং শিব আগমনেও তোর আয়ু বৃদ্ধি হবে না।

অজ। (হেমাঙ্গিণীর প্রতি) তবে এখন বিদায় হলুম, প্রিয়ে বোধ করি এ জনমের মত যে আস্য-শশীর সুবাসিত সৌর-ভাঘ্রাণে আমার অন্তর মালিন্য মার্জ্জিত হয়েছিল, চরমে সে চন্দ্রানন দরশনে অবশ্যই কৃতার্থ হব, প্রাণেশ্বরি, মনে রেখো।

হে। প্রাণনাথ, তর্জ্জণী বর্জ্জিত নাড়ী মুহুর্মুহু শমন-পথাবলম্বী হয়, আবার সুধাকর অদর্শনে কুমুদিনীকেও হাস্যবদনা সম্ভবে না, আমি সত্বর আপনকার পশ্চাদ্গামিনী হতেছি, তবে যে স্বল্পকাল জন্য ঔষধী পান জ্ঞানে ভাস্কর বদন অবলোকন করবো, কেবল তোমার মূঢ়া অগ্রজের শির-মণ্ডন দরশন কারণমাত্র, প্রাণনাথ, বারিহীনা জলাশয়ে বারিপ্রাণা মীন কখন কি প্রাণধারণে সক্ষম হয়।

বিজ। রে প্রহরী তোরা কালবিলম্ব কচ্চিস কেন ও বিটল ভক্তকে ত্বরায় মশানে লয়ে যা (অজয় সহিত প্রহরীগণের প্রস্থান) আর দেখ হিমি, তোর নির্ম্মল সতীত্য-পতাকা তো এত-দিনে স্পষ্টরূপে বিমানে উড্ডীয়মানা হয়েচে, তবু যে শরমে জলাঞ্জলি দিয়ে অন্তিমকালে ডাইনমন্ত্রে লোকের অন্তরে ব্যথা দিতে তোর লজ্জাও কচ্চে না দেখি, ধিকরে কুলাঙ্গারী ব্যভিচারিণী।

হে। মহারাজ! নিক্ষিপ্ত দন্তপেসিত নীরস ইক্ষু চর্ব্বণে, চর্ব্বাইত ব্যক্তিকে সহজেই দরিদ্র জ্ঞান হয়, আপনি যে এ সময়ে আমার সতীত্ব বর্ণ বিবর্ণে বর্ণনা কর্‌বেন তার সন্দেহ কি আছে, আপনি অনুমান কচ্চেন যে আপনকার নয়নে ঠুলি প্রদান করে প্রতারিকা স্বরূপা হয়ে স্বকার্য্য সাধন কত্তেচি, অতঃপর সে ভাবনায় বিশেষ ভরন্তর দিয়ে চির-ভারাক্রান্তে অচৈতন্য থাকুন, যেহেতু জ্ঞান শূন্য ব্যক্তির পক্ষে নয়ন থাকা বা না থাকা সমান।

বিজ। আমায় অন্ধ জ্ঞানেই তো সানন্দ চিত্তে আপন প্রমাষ্পদ সহ পলায়নে উদ্যত হয়েছিলে।

হে। মহারাজ, অপরিষ্কৃত স্থানে পতিতে মণি কখনই জ্যোতি হীন হয় না, আর রাহুস্পর্শেও সুধাকর চিরদিন অপ্রকাশ থাকেন না, অপযশ আভরণে অলঙ্কৃত হওয়া অপেক্ষা দাস-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হলে তুলসি বন্ধিত সল্‌গেরামের মত অধিক গৌরব প্রাপ্ত হব, আমার যদি পলাবার মানস থাক্তো তবে বহুদিন পূর্ব্বে তব নরক রাজ্য হতে নিষ্কৃতি হয়ে সম্রাটের সঙ্কট হীনাশ্রয় প্রাপ্ত হতুম।

বিজ। দেবদুল্লভ ভোগ পাঁয়েসান্ন বাসি হলে সহজেই অধিক দুর্গন্ধ আর সুতরাং অভক্ষ হয়, আমার আশ্রম তোমায় যে এখন নরক রাজ্য বোধ হবে তার সন্দেহ কি আছে, বিশেষে ব্যভিচারিণী চিরদিনই নবাসক্তা, নব বিলাসিণী, সে কি বাসি প্রমে উল্লাসিতা হতে পারে।

হে। মহারাজ, তব নিষ্ফল প্রজ্বলিত প্রমাগ্নি কপটে শীতল

করণাশয়ে যদিও এক সময়ে ছলনা-নেত্রে দৃষ্টিপাত করেছিলাম, আর যদিও আপন মনঃকল্প অপ্রকাশে রক্ষা করে আপনকার আশাতীত আশাকে আশাতরুর উচ্চ শাখাতে আরোহণে প্রবৃত্ত প্রদান করেছিলাম, সে কেবল লঙ্ঘন পথ্যে তোমার সৃষ্টিছাড়া রোগ উপশম করণাশয়ে মাত্র, কিন্তু লঙ্ঘনে লঘু না হয়ে আপনকার নাড়ীক্রমে অধিক স্থূল হয়ে ত্রিদোষ প্রাপ্ত হল, এখন সম্রাটের মুষ্টি-যোগ ভিন্ন ব্যাধি অন্তর ঔষধী শূন্য।

বিজ। প্রখর ভাস্কর কিরণ অনায়াসেই সহ্য করা যায়, কিন্তু তপন উত্তপ্ত বালুকাপর পদার্পণ করা সহজেই সম্ভবে না, হেমাঙ্গিনী কেবল তোর মোহন রূপে মুগ্ধ হয়ে এতাদৃক্ খরতর বাক্যাঘাতেও এ পর্য্যন্ত ব্যথিত হই নে, আর দেখ যদি এখনও আপন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা কর, অথবা কল্যাণবারি সিঞ্চনে অজয়ের মৃত্যু প্রায় জীবন তরুমূলে প্রদানে চিত্ত সংযোগ করে থাক, তবে তোমার চপলা-চিত্তকে সুস্থির কর, আর তব মূল্যহীন গৌরবান্বিত তরুণ যৌবন যোগ্যপাত্রে বিতরণ করে, অপূর্ব্ব চির-স্মরণীয় মনোহর কীর্ত্তি সজীব কর, কিন্তু সত্বর উদ্‌যোগী হও, নচেৎ দুই দণ্ডকাল বিলম্বে কালদণ্ডে অজয় দণ্ডা-ধীন হবে।

হে। মহারাজ, অহিতাচারাধীন জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃত্যা-ধীনে কৃতার্থ হওয়া যায়, সুতরাং অজয় পক্ষ ইহ লোক ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য হয়েচে, আপনি সত্বর হয়ে তরুণ

অনুজের সতেজ শোণিতে শীঘ্র অভিষিক্ত হউন, কিন্তু ইহাতেও যে আপনকার দীর্ঘচিন্তার প্রবল আতব নির্ব্বাণ হবে এমত অনুভব হয় না, যেহেতু জীবনগতেই যে নাম গত হয় তাহা নয়, বরং তাঁর যশকীর্ত্তি দীর্ঘকাল জন্য সজীব হয়ে তোমার মনঃকষ্টানল অধিক প্রবল কোর্‌বে, আবার সে মোহন অপরূপ কনক নির্ম্মিত দুল্লভ্‌ প্রতি-মূর্ত্তী চর্ম্মচক্ষু হতে অন্তর্ধ্যান হলে, কেবল হেমাঙ্গিনীর অন্তর মধ্যেই চিরবিরাজ কোর্‌বেন, মহারাজ, তখন কিরূপে সে সম্মোহন রূপকে বহিষ্কৃত কোর্‌বেন বলুন দেখি।

বিজ। বাক্‌যন্ত্রের স্বুর অপেক্ষা কল্পিত বাদ্যযন্ত্রের স্বুর সহজেই অধিক মধুর হয়, আবার মিষ্টালাপে অথবা অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শনে বারবিলাসিনী অপরূপা নিপুণা, হেমাঙ্গিনী তুই যে এক জন টাট্‌কা সাবিত্রী হয়ে বসেচিস্‌ দেখি।

হে। মহারাজ, সন্দিগ্ধচিত্ত চিরদিনই বিষাদে অভিষিক্ত থাকে, আপনকার সন্দেহ ভঞ্জন ও চিত্তরঞ্জন কারণ পরীক্ষা প্রদানে উৎস্বুক আছি, অনুগ্রহ পুরঃসর গ্রহণে কৃতার্থ করুন, মহারাজ, আঁপনকার করস্থিতা তীক্ষ্ণ তরবালা-ঘাতে আমার কঠিন বক্ষঃ বিদীর্ণ কল্যেই স্ফটিকের স্তম্ভ স্বরূপ আবার এ অন্তঃপুর মধ্যে সে অপরূপ ভূবনমোহন রূপকে বিরাজমান অবলোকন কোর্‌বেন।

বিজ। স্বুরে পূর্ণিতা বাদ্যযন্ত্রের মিষ্টস্বর স্বুরজ্ঞ হস্ত-স্থিতে অধিক স্বুমিষ্ট হয়, আর যদিও কামিনী সহজেই চিত্ত-

বিলাসিনী হয়, কিন্তু মিষ্টভাষিণী রমণী চিরদিনই পতিত উদ্ধারিণী, হেমাঙ্গিণী, সুগন্ধ সঞ্চার বিরহে কেবল সুদর্শন জন্য শতদল জগন্মান্যা হয় না, তুমি যেমন সুমিষ্ট বাক্যালঙ্কারে সুসজ্জীভূতা হয়েচ, তব কঠিন অন্তর যদি করুণারসে তুল্যরূপে অভিষিক্তা হতো, সুধাকর স্বরূপ সুধা বরিষণে সকল আচ্ছন্ন অনায়াসেই বিনাশ কত্তে সক্ষম হতে, অজয়ের জীবন সজীব কত্তে যদি নিতান্ত ব্যগ্র থাক, তবে অনুকুল বরমাল্য প্রদানে আমায় অদৈন্য কর, দুই দণ্ড গতে অজয় যমদণ্ডে নিতান্ত দণ্ডিত হবে, আর তোমাকে সুতরাং সে হত্যাপাপে পাতকিনী স্বরূপিনী পরিগণিতা হতে হবে।

হে। যদি কারাবদ্ধ যন্ত্রণা, মনঃ পীড়া, ভৎসনা ও গঞ্জনাবারিতে দীর্ঘকাল অভিষিক্ত হয়েও প্রাণনাথের আয়ুবৃদ্ধি মূল ক্রমশঃ দুর্ব্বল হল তবে সুতরাংই যে আমায় হত্যাপাপে পাতকিনী হতে হয়েচে।

[প্রস্থান।]

বিজ। (স্বগত) হে নিদয় কন্দর্প, তবাশ্রয় গ্রহণে পতঙ্গকৃতও বারম্বার অপমানিত হতেচি, আর বৃথা ভাবনাক্রান্তে বীর্য্যহীন হয়ে প্রতিমুহূর্ত্ত মৃত্যুলোক গমনে অনায়াসেই প্রস্তুত হতেচি, হায়, যে প্রতাপ উত্তাপে ভাস্কর হীন প্রভাকর ছিলেন, সে প্রতাপাগ্নি কন্দর্পাগ্নিতে ভস্ম হল, অদ্য হতে আমি প্রমব্রত উর্জ্জাপন করে শক্তিমন্ত্রে উপাসক হলুম, হে নিরাশানন্দিনী মাংশাসী দেবী, আমার

হৃদিপুরে ত্বরায় উপবেশন কর, তোমার স্থানে বলি প্রদান জন্য সুকোমল নরশিশু যতনে রক্ষা করেচি, হায়, সু-যতনে সান্ত্বনা না হয়ে ষড়যন্ত্রে জড়িত হয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ হল, তবে যে এখন বৃদ্ধির শ্রাদ্ধ বিরহে বিপক্ষের আয়ু বৃদ্ধি হয়, আর নির্ব্বোধ হওয়া কর্ত্তব্য নয়, অতএব শত্রু নিপাত জন্য সত্বর যাত্রা কল্লুম, (গাত্রোত্থান) এই যে বীরবল এ সময় অধিষ্ঠান হয়ে স্বর্ণোপর সোহাগা হলেন, এস এস প্রিয় সখা এস, (বীরবলের প্রবেশ) আমার তৃষ্ণা-তুর অন্তর তব সখ্যবারি পানে আশাধীন হয়ে তব আশা মুহুর্মুহু প্রতীক্ষা কত্তে ছিল, সময়াগমনে চকোরচিত্ত নিতান্ত তৃপ্ত হল।

বীর। সময়ে সুমিলন প্রলেপ প্রদানে তব ব্যথিত অঙ্গ নির্ব্ব্যাধি করণাশয়েই দ্রুত আগমন করেচি।

বিজ। সখা এ ব্যথা মর্জ্জাগত হয়ে তীক্ষ্ণ সূচাগ্রভাগে অন্তর বিদীর্ণ কত্তেচে, প্রিয়সখা, বায়ু সংলগ্নে প্রচণ্ড অনল কি সুস্থির থাকে, সখা এসময়ে ভণ্ড যোগী অজয়কে কারামুক্তি করা কি তোমার উচিত হয়েছিল, না ঘৃতকুম্ভ হেমাঙ্গিণীকে প্রচণ্ড অজয়-অগ্নিতে প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়েছিল।

বীর। সে কি সখা, বাসুকী কি ধরাভারে অপরিচিত থাকেন, আমাকর্ত্তৃক তব অমঙ্গল আনীত হওয়া কি সম্ভবে।

বিজ। তুমি কি কিছু শ্রবণ কর নি।

বীর। শাখাহীন তরুর মত অত্যল্প যাহা রণবীরের মুখে শ্রবণ করেচি তাও বিশ্বাসস্থ নয়।

বিজ। সে যথার্থ বর্ণনা করেচে, সখা দুর্ভাবনা উত্তাপে আমাকে দুর্ভাগ্য করেচে, হায় আমার মত ঘৃণিত আশাহীন জীব ভাস্করাতপে সজীব থাকা অসম্ভব, সখা, এখন সকল সুখে বিমুখ হলুম, এ মনোহর সু প্রশস্ত বিশ্ব যেন জনহীন কানন জ্ঞান হতেচে, আশা ভরসা ও প্রতাপ যারা দিবা-নিশি এ কলেবরে মনোহর সজ্জায় ভূষিত হয়ে মমাজ্ঞা-ধীন ছিল, এখন সকলেই প্রভাহীন হয়ে স্বধামে পলায়ন করেচে, কেবল তোমার ভরশায় এ পর্য্যন্ত এ প্রাণ কণ্ঠা-গত হয়ে আছে।

বীর। বিস্বাদ আস্বাদনে ব্যগ্র হলে সম্পদে পদাভিষিক্ত হওয়া সহজেই সুকঠিন হয়, সখা, নিরাশারণ্যে অকারণ পর্য্যটন করা পরিবর্ত্তে সেনামধ্যে মুহুর্ত্ত জন্য অবস্থানে আমাদি-গের পলাইত প্রতাপ ভাস্কর-প্রভায় পুনঃ তেজঃপুঞ্জ হবে, আর তস্য সহচর যশ, সাহস ও ধর্ম্ম বিনা আহ্বানে তব সভায় চির বিরাজমান করবেন, সখা, এখনও তরবাল জাগ্রত আছে, এ সময় সুসময় কল্যে সুখোময় রণজয় অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যাবে, অদ্ভুত কীর্ত্তি নির্ম্মাণ হবে, সুযশে জগত পূর্ণ হবে, আর একছত্রে সসাগরা ধরাপতি সহজেই হবে, আর যদিচ দুর্ভাগ্যবশতঃ মহানিদ্রাকর্ষণে রণসজ্জাতুর হতে হয়, ধর্ম্মক্ষেত্রে পতিতে কদাচ পতিত থাক্‌বো না, বরং ইন্দ্রত্ব অধিকার জন্য স্ব শরীরে অমরা-বতী গতি হবে।

বিজ। সখা, জগতারাধ্য সম্মান, উদারিক পক্ষ ভূষণ না হয়ে

নিধন বীজস্বরূপ রোপণ হয়েচে; আমার মত নিরাশা অবলম্বি দুর্ভাগার দুর্গন্ধে সম্মান সমানে স্বস্থানে বিসর্জ্জন দেয়, সখা, এক সময়ে ওরূপ স্বরস মধুর কুহুকে আমার অন্তর আনন্দ বর্ষাধারায় দিবানিশি অভিষিক্ত হতো, হায়, সে সময় এখন নিরোদয়, সে অন্তর এখন নিরন্তর, আর সে প্রকৃতিও এখন বিকৃতি হয়েচে, সখা এখন আমি সর্ব্বত্যাগী যোগী হয়েচি, আমার সর্ব্বমঙ্গলা সেই সরলা অবলা আবার স্থির চপলা হেমাঙ্গিণী আমায় বিমুখ হয়েচে।

(লিপি হস্তে দূতের প্রবেশ।)

বীর। (পত্র গ্রহণ) (দূতের প্রস্থান) (পত্রপাঠ) বৈশাখী প্রভাকরের মত প্রতাপের প্রভা সপ্রভায় প্রভাকর হয়েচে, সঙ্কোচে সংখ্যাহীন বিদ্রোহী ভূপাল অহিতাচার জোয়াল ভার স্কন্ধে ধারণ করেচে, নিরাশ্রয় অথচ অভিমন্যুর মত একাকী শত্রুমধ্যে অবস্থানে মৃত্যুপথ মুহুর্মুহু দর্শন কর্ত্তেচি, অথচ সংগ্রামে নিবৃত্ত হওয়াই কল্যাণকর অনুভব হতেচে।

বিজ। কিন্তু নত হলেও মান হত হয়।

বীর। তবে কর্ত্তব্য কি।

বিজ। অস্ত্রীভূত হয়ে অস্তাচলে আগমন করাই দুর্ভাগ্যের মৃতা আশাকে ক্ষণকাল জন্য স্বজীব রক্ষণের স্থিরকল্পনা, সখা ইহা ভিন্ন তো অন্য উপায় দর্শন হয় না, অতএব শত্রু অনাগতে যত্নপূর্ব্বক বাঞ্ছারণ্য পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হতে সত্বর

হও, যেহেতু মানস পূর্ণে মৃত্যু যন্ত্রণা সহজেই কৃশ হবে, আমার পরম শত্রু অজয়কে ইহার পরে কে শাস্তি দিবে সখা, অথবা হেমাঙ্গিণীকেই বা কে বিবাহ কর্‌বে, হায় নিদ্রাবর্জ্জিত দীর্ঘ যামিনীর দুর্ভাবনাক্রান্ত পীড়ার প্রায়শ্চিত্ত না হলে মৃত্যু ও যে কষ্ট প্রভৃতি হবেন, সখা, সম্পদ সৌরভাঘ্রাণে অনায়াসেই বন্ধুচয় বন্দীভূত হতে সানন্দচিত্ত হয়, কিন্তু দূরস্থ বিপদ বায়ু সঞ্চালন অবলোকনে অনেকেই জন্মভূমি পরিত্যাগ করে থাকে, সঙ্কটাচ্ছনে দীপদান বিরহে সখ্যতার অমৃত রস পানেও স্পৃহা থাকে না, সখা, তোমার সুমিষ্ট সরস সহায় বারি সত্বর সিঞ্চন করে আমার তৃষিত অন্তর স্নিগ্ধ কর।

বীর। সখা, অন্তরে পতির অবস্থান হলেও অন্য প্রতি সতীর মতি হওয়া সহজেই সম্ভবে না, অধই হৌক্‌ অথবা ঊর্দ্ধই হৌক্‌, আমি চিরদিনই তব গতির পশ্চাদ্গামী আছি।

বিজ। সখা, ঐ সম্মুখবর্ত্তী প্রস্তর নির্ম্মিত দূর্গ, যথা অজয় বন্দী আছে, এক্ষণে ও দুর্গ তো তবাধীন।

বীর। অপরিষ্কৃত চিত্র অপেক্ষা সরলনির্ম্মিত পদার্থ মনোহর অথচ সুদর্শন, দৃষ্টান্তে মনঃ কল্প ব্যক্ত করা অপেক্ষা সহজ প্রকাশে স্বল্পে প্রবিধান হওয়া যায়।

বিজ। বলি ঐ দুর্গ যদি তবাধীন, তবে দুর্গস্থিত অজয় প্রতি তুমিই তো দণ্ডবিধানে স্বক্ষম আছ, বোধ করি আমার মানস প্রবিধান করেচ, অতএব সত্বর প্রস্তুত হও, প্রতাপ আগতপ্রায়।

বীর। মহারাজ (কম্পান্বিত)।

বিজ। একি এ তোমার কলেবর যে কম্পিত হল, সখা, তরঙ্গ অবলোকনে আতঙ্গে নিরাশা হওয়া কি প্রাচীন কর্ণধারের উচিত, বিশেযে আমার কার্য্য সাধনে তুমি প্রাণ উৎসর্গ পণ করেচো এইমাত্র বল্যে যে।

বীর। হাঁ তব কল্যাণার্থে প্রাণদানেও উৎসুক আছি।

বিজ। তবে কার্য্যকালে মমাজ্ঞা প্রতিপালনে প্রতিকূল হও কেন?

বীর। সে কি সখা।

বিজ। আচ্ছা জ্ঞানচক্ষে দেখ দেখি অজয় বিটল কি না।

বীর! হাঁ কার্য্য অবলোকনে প্রকৃতি পরিচিত হওয়া যায়।

বিজ। তবে তার পক্ষ প্রাণদণ্ডই দণ্ড বিধি কি না।

বীর। যদি ত্বরিতদণ্ডে পাতকী উদ্ধার হয়, তবে ধর্ম্মালয়ে নরককুণ্ড স্থাপনা কেন, সখা জ্ঞ্যাতি হত্যা মহাপাপ।

বিজ। তাই বুঝি বায়ু খণ্ড করা পাতকে দেবরাজ অমরাবতী পতি হয়েচেন, শক্রনিপাতে পাতক নাস্তি, অথচ জ্ঞাতি অপেক্ষা প্রবল শত্রু ধরায় দর্শন শূন্য।

বীর। (স্বগত) এই জন্য স্পর্শাক্রামী রোগী স্পর্শ অবিধি, অসৎ পল্লী বাস অপরাধে রত্নাকরে বন্ধন প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল।

বিজ। তোমার ধৈর্য্যাবলম্বন অবলোকনে তোমার মনের গতি জ্ঞাত হয়েচি, কৃতকর্ম্মাকে কর্ম্মে নিযুক্ত না কল্যে কার্য্য কালে স্বকার্য্য হওয়া সহজেই সুকঠিন হয়, আচ্ছা সখা,

তুমি এখন আপন শিবিরে বিশ্রাম কর গিয়ে, আমি মুষ্টি-যোগে শীঘ্রই অভীষ্ট সিদ্ধ কর্‌বো।

বীর। কি দোষে আমায় অক্ষম মধ্যে পরিগণিত কল্যে।

বিজ। তোমায় মৌনাবলম্বী দর্শনে।

বীর। অগ্র পশ্চাৎ অবলোকন করে কার্য্যারণ্যে প্রবেশ কল্যে সঙ্কটে পতিত হতে হয় না, এ কারণ মনোমধ্যে চিন্তা করে স্থিরকল্প করেচি।

বিজ। কি জন্য।

বীর। তব বাসনা পূরণ জন্য।

বিজ। তবে সত্বর হও, গর্ব্বিণী হেমাঙ্গিণীর সেতার স্বরূপা ক্রন্দন স্বর শ্রবণ ভিন্ন এ তৃষিত অন্তরের পিপাসা অন্তর হবে না, সখা কার্য্য সমাপ্ত হলে কিরূপে কতক্ষণে জ্ঞাত হব।

বীর। কেন ছেদমুণ্ড অগ্রেই মণ্ডপে উৎসর্গার্থে আনীত হবে, সখা তুমি স্থিরচিত্তে অবস্থান কর, আমি দণ্ড মধ্যে শত্রু মুণ্ডপাৎ করে আসি গিয়ে।

[প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক।

সমরক্ষেত্র।

বিজয়কেতুর শিবির অনতিদূরে পর্ব্বতাবৃত উপবন।

(বিজয়কেতু ও রণবীরের প্রবেশ।)

বিজ। কি আশ্চর্য্য, আমার শিবিরে বিদ্রোহী আচরণ, এ যে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার বিধি দেখি।

রণ। কৃষ্ণবর্ণ ঘন পয়োধরও পবন সঞ্চালনে ছিন্ন ভিন্ন হয়, রণক্ষেত্রে আপনকার উদয়ে এ হুতাশ-তিমির শীঘ্রই বিনাশ পাবে।

বিজ। কিন্তু আবাদবিরহে শস্যোৎপন্ন সহজেই সম্ভবে না জানি, তবে কি রকম বীজ রোপণে এরূপ অপরূপ ফল স্বল্পকাল মধ্যেই সুপক্ক হল, বল দেখি।

রণ। মহারাজ, অসামান্য যোজন ব্যাপি বটবৃক্ষের আর্জ্জনা কেবল কাকবিষ্ঠাতেই হয়ে থাকে, বিপক্ষ ধৃত সেনাপতির গোপন উৎসাহে সেনাচয় এরূপ উৎসাহী হয়েচে।

বিজ। যথার্থ অনুভব করেচো, তবে তো সে মূঢ় হতভাগ্যের শাস্তি প্রদান না কল্যে স্বস্তি হতে পারি না।

রণ। মহারাজ, তার স্কন্ধে আর মুণ্ডে অনৈক্য না হলে স্বদল ঐক্যতার অন্য উপায় বিরহ।

বিজ। তবে তার মুণ্ড পৃথক করাই কর্ত্তব্য হয়েচে, বটে।

রণ। কিন্তু তার মুণ্ডপাতেও আপন মুণ্ড পাৎ হয়, অথচ

তার হেঁটমুণ্ডেও হেঁট মুণ্ড হতে হবে, মহারাজ, ওর মুণ্ডই আপনকার মুণ্ড হয়েচে।

বিজ। তুমি স্বার্থমতের যথার্থ সত্ব গ্রহণ করেচো।

রণ। মহারাজ!—

বিজ। তবে সত্বর ক্ষেত্রমধ্যে আগমন করে তত্ত্বমধুর সঞ্চার কর দেখি, ইত্যবসরে ক্ষণকাল জন্য আমি ভবিষ্যৎ ভাবনা-সাগর পারাবারের কিছু চিন্তা করি, (রণবীরের প্রস্থান) (স্বগত) বরং পতিহীনা হয়ে বসুমতী হরষিতা হতে পারেন, তবু যুগল ভূপতি প্রতি আসক্তা হতে সহজেই প্রতিকূল হন, হয় অজয় না হয় আমার ক্ষয় অবশ্যই হবে, তবে যে কল্পিত ভয়ে ভীতা হয়ে মনঃকল্প পূর্ণ কত্তে অযত্ন কত্তেচি, কেবল আরোগ্য হওন আশয়ে উৎসাহী হয়ে নিদান অবস্থায় ক্রমশ বিষপানে মৃত্যুযন্ত্রণাকে অধিক বৃদ্ধি করণের জন্য মাত্র, হায়, এতাবৎ কালাবধি তত্ত্বপথে দৃষ্টিপাত করে, মর্ত্য লীলা প্রতি অবহেলা করা হয়েছিল, মনাভিষ্ট সিদ্ধ জন্য জ্ঞান-দর্পণে বদন অবলোকন না করে, যদি অজ্ঞান-কৃত অপযশে ভূষিত হতুম, পশ্চাতে প্রায়শ্চিত্ত জন্য কৃত্রিম সুবর্ণ-স্বরূপা অপযশকে অগ্নি রূপ সংশোধনে নিক্ষেপ কল্যে, সহজেই মলিন বর্ণে মুক্ত প্রাপ্ত হয়ে, সুবর্ণ স্ববর্ণ-প্রভায় স্বল্পক্ষণ পরেই প্রভাকর হতো, তবে এত সঙ্কোচ হতেচি কেন, অধৈর্য্য অন্তরে এত যন্ত্রণা সহ্য কত্তেচি কেন, ওখানে কে আচিস রে (প্রহরীর প্রবেশ) রণবীর কোন্ দিগাভিমুখে আগমন কল্যেন অবলোকন করেচ কি।

প্রহ। পলাইত তস্কর পশ্চাতে অপহারিত গ্রহস্থ সসব্যস্তে যেরূপ ধাবমান হয়, তিনিও ঊর্দ্ধশ্বাসে মশানাভিমুখে পবনবেগে গমন কল্যেন।

বিজ। তাঁর প্রত্যাগমন অপেক্ষায় সাবধানে দ্বার রক্ষা কর, অপর কোন ব্যক্তিকে শিবিরে প্রবেশ কত্তে কদাচ অনুমতি দিও না, আমি ক্ষণকাল জন্য বিশেষ কার্য্য চিন্তার ধ্যানে উপবেশন কল্লুম, (চমকিৎ) কি ও বলিদানের বাদ্যধ্বনি হল না কি।

প্রহ। কৈ ধর্ম্মাবতার, আমি তো কিছুই শুন্তে পাইনি।

বিজ। তুমি শ্রবণ কর নি, স্থির কর্ণপাত কর দেখি।

প্রহ। না মহারাজ, আমি কিছুই শুন্তে পাই নি।

বিজ। আচ্ছা, বহির্দ্দেশে গমন করে স্থির শ্রবণে শ্রবণ করগে দেখি, আমি যেন কোলাহল ধ্বনি শ্রবণ কল্লুম, হাঁ শ্রবণ কল্লুমইত বটে, (প্রহরীর প্রস্থান) কিমাশ্চর্য্য, প্রহরীর শ্রবণেন্দ্রিয় এত বধির হয়েচে, কিছুই শ্রবণ কল্যে না, আমি তো স্পষ্ট শ্রবণ কচ্চি, ঐ যে ক্ষমা কর ক্ষমা কর বারম্বার উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ কচ্চে, ঐযে চীৎকারধ্বনি শ্রবণ কচ্চি, ঐ যে আবার ক্রন্দন কচ্চে, (কর্ণপাত) হাঁ এ অজয়ের স্বরই বটে, তারি চীৎকার বটে, সকল সময় সকল স্বর সরস লাগে না, হায়, এতাবৎ কালাবধি যে স্বর অন্তরে বিস্বর আস্বাদন কত্তেছিল, সময়াগমনে সে স্বর কি সুমিষ্ট সরস স্বর হয়েচে, আবার ও স্বর চিরশ্রবণে অন্তর এখন অকপট হতেছে, অজয় চিরদিন মমাধীন, চিরদিন মম

বাধ্য, অথচ নব্য ভব্য সভ্য আবার নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি, এক সময় বাল্যক্রীড়া উৎসবে মগ্ন হয়ে, বারিপূর্ণা সরোবরে প্রায় অতলস্পর্শ স্পর্শ কত্তে যাত্রী হলে পর, অজয়ের অজশ্রয় যতনে আর অসাধারণ সাহস জন্যই কেবল জল মগ্ন জীবন জীবন দান প্রাপ্ত হয়েছিল, হা কঠিন অন্তর, হা নিষ্ঠুর মন, জীবন রক্ষকের জীবননাশে উৎসুক হয়ে অপযশ আভরণে অলঙ্কৃত হতে অভিলাষ কত্তেচো, কাণ্ড-জ্ঞান রহিত হয়ে এ অদ্ভুত ভয়ানক কাণ্ডে প্রবৃত্ত হতেচ (মৌনাবলম্বী) ধৈর্য্য অবলম্বনই পূজ্য আভরণ, আমি এখন পুনঃবার স্বভাবের অধীন হয়েছি, আমার তরুণিচ্যুত ধাতু পুনর্ব্বার স্বস্থানে প্রত্যাগমন করেচে, আর আমার পলাইত জ্ঞান পুনরুদয় হয়েচে,—প্রহরি—(রণবীরের প্রবেশ) রণবীর, তুমি সত্বর মশানে আগমন করে আমার প্রিয়া-নুজের স্বল্পতিষ্ঠতি জীবনকে দীর্ঘ স্থায়ী কর গিয়ে, যাও, দ্রুত যাও, কালবিলম্বে আগমনটাই যন্ত্রণাভোগ হবে, সত্বর হও।

রণ। মহারাজ, কালাতীতে সুযত্নও নিষ্ফল হয়, বীরবল বাহাদুরের আদেশানুসারে তাঁর স্কন্ধভার লঘু হয়েচে।

বিজ। দীর্ঘায়ু অধিকারে অভিলাষ থাকে ত সত্বর সরস সমাচার বারি বরিষণ করে আমার উত্তপ্ত চিত্ত অভিষিক্ত কর, নচেৎ এ প্রচণ্ড উত্তাপে তোমাকেও শীঘ্র দগ্ধ হতে হবে, (রণবীরের প্রস্থান) (স্বগত) যদিও কালাতীতে বীজ-রোপণে মানস পূর্ণবৎ ফলোৎপত্তি সহজেই বিরহ হয়,

নিপুণ কৃষকের সুযতনে সম্পূর্ণ না হউক স্বল্প সশ্যও গৃহ-জাৎ হওনের প্রত্যাশা থাকে, বীরবল হস্তে এ জঘন্য কার্য্য সমর্পণ হয়েচে, হিতাহিতে রহিত হয়ে বীরবল যে অপরাধ অগাধে অনায়াসেই মগ্ন হবে এমত বোধ হয় না, (চমকিত) ঐ যে আবার বলিদানের বাদ্যধ্বনি হচ্চে, তবেই হয়েচে, হায়, ভ্রাতৃবধ পাতকে পতিত হতে হল, হায়, স্ব ইচ্ছায় বিষফল আস্বাদনে উন্মত্ত হলুম, হে মহা নিদ্রা! মম নয়নদ্বয়ে আকর্ষণ করে আমায় চির অচৈতন্য কর, হা অজয়, হা প্রিয়ানুজ, এ নরাধমে সত্বর সমভি-ব্যাহারে লয়ে এ প্রখর দীর্ঘ যন্ত্রণায় প্রভাহীন কর, ঐ না অজয় আশেচ, হাঁ সেই ত বটে, আ ক্ষত অঙ্গে এখনও শ্রাবণের ধারাবৎ শোণিত বহির্গত হতেচে, আবার তরুণ অরুণ নয়নে আমাপ্রতি দৃষ্টিপাত কচ্চে, (স্বগত) অজয়, ক্রোধ সম্বরণ কর, এই লও তোমার হেমাঙ্গিণীকে লও, কেমন তুষ্ট হলে ত, মৃদু হাস্যবদনে অন্তধ্যান হও কেন, (চৈতন্য প্রাপ্ত) অপরাধী মনঃক্ষেত্রের রাশিকৃত বিষাদ ফল উৎপন্ন হতে আরম্ভ হয়েচে, অদ্য হতে এ সমস্ত বিষ উৎপন্ন খরতর আতপে আমার ছিন্ন তনুকে শীঘ্রই কালদণ্ডাধীন কত্তে যত্নবান্ হবে, (স্তম্ভপ্রায় নিস্তব্ধে বীর বলের প্রবেশ) ওখানে একাকী দণ্ডায়মান হয়ে মৌনব্রত উজ্জাপন কচ্চ নাকি, সখা, তব সহচর আর আমার প্রিয় সহোদর সে সুকুমার অজয়কে কোথা রক্ষা করে এলে সত্বর বল, গগণমণ্ডলী মেঘাআচ্ছন্ন অবলোকনে রত্নাকর-

বক্ষস্থ নাবিক যেরূপ ভীত হয়, চিন্তারাহুস্পর্শিতা তব মুখচন্দ্র মলিন দরশনে আমার মনে ততোধিক শঙ্কা হতেচে, বুঝি বা আসন্নকালে গুটিপোকার পশ্চাদ্গামী হয়ে যতননির্ম্মিত সুমেরু সদৃশ আমার উচ্চ মানতরু নির্ম্মূল করে এসেচ, অথবা সুধাধিক ক্ষীরদ সাগর সদৃশ আমার সুযশ হ্রদ সিঞ্চন করে লবনবারি চালনের দ্বার মুক্ত করেচ, সখা, এত দিনে ইচ্ছাধীন হয়ে নিরানন্দ চিত্তে আমার সুচিত্রে চিত্রিত নামকে চিত্রহীন কল্যে, তিমিরাচ্ছন্নে আমায় চিরপতিত কল্যে।

বীর। বহুমূল্য প্রস্তর অধিকারে অমাবস্যা যামিনীকেও হাস্যবদনা অবলোকন হয়, হেমাঙ্গিণী স্পর্শে তব বিবর্ণও সুবর্ণ বর্ণ হবে, আর অন্ধীভূত নেত্রও জ্যোতি প্রাপ্ত হবে।

বিজ। প্রসব যন্ত্রণা কি বন্ধ্যা নারীতে অনুভব কত্তে পারে, না অপুত্রকে পুত্রশোকে পরিচিত থাকে, সখা, ত্বরিত বিচারই অসুভ কল্যাণকারী, সঙ্কটাপন্ন কার্য্যসাধনে তিলার্দ্ধ কাল চিন্তা কল্যে চিন্তাজ্বরে এ চিন্তিত চিত্ত কদাচ বিয়োগ হত না।

বীর। আজ্ঞা পালন করাই অধীনের অদৈন্য পদ প্রাপ্ত, তব আদেশানুসারে কার্য্য সাধন করেচি, সে জন্য অধীনকে অপবাদে আবদ্ধ করা কর্ত্তব্য হয় না।

বিজ। সঙ্কটকালে তোমার সখ্যতা কি দৃশ্যহীন হয়েছিল, চিন্তা করে দেখ দেখি, বারম্বার আপন মতে উন্মত্ত হয়ে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেচ কি না, আর অধীন হয়েও স্বাধীন

পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হয়েচ কি না, কিন্তু যে আদেশ পালনে আমার চিরকষ্ট ভোগ হবে, সে কার্য্য সাধনে অনায়াসেই প্রবৃত্ত হলে,ব্যাধি-যন্ত্রণায় জ্ঞানশূন্য হয়ে রোগীতে সহ-জেই আত্মহত্যা হতে প্রস্তুত হয়, সে সময় আত্মপক্ষের সুযত্ন বিরহে কদাচ জীবন সজীব থাকে না, আমিও ক্রোধাচ্ছন্নে অন্ধ হয়ে এ দস্যুবৃত্তি সাধনে তোমায় নীতিজ্ঞ জ্ঞানে ব্রতী করেছিলাম, হায়, রাবণ নিধন কারণ সুরাচার্য্যেরও চণ্ডীপাঠে ভ্রম জন্মাল।

বীর। আপন অপযশ অপ্রকাশ করণ জন্য বিটল চিরকালই অপরকে অপবাদে ভূষিত করে, অথচ নিবীড় বনস্থিতা তুলসী বৃক্ষ সহজেই অনাদরে জীবনলীলা সম্বরণ করে! হায়, যে শিখীপুচ্ছ রাজমুকুটে শোভা পায় রাখাল-হস্তে পতিতে সে পুচ্ছের কি কিছুমাত্র জ্যোতি থাকে, তোমার অধীন হয়ে এ পর্য্যন্ত যে আমার স্কন্ধে মুণ্ড আছে সেই আমার পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য, বাল্যকালে উপদেশে কর্ণপাত না কল্যে কার্য্যকালে কৃতকার্য্য হওয়া কদাচ সম্ভবে না, অথচ ধন আর ধর্ম্ম একাসনে উপবেশন করা সহজেই অসম্ভব, তোমার বারম্বার কুমতি-গহ্বরে গতি জন্য আমার মতিও তব প্রতি সুতরাংই প্রতিকূল হল।

বিজ। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তুমি আমার প্রিয়ম্বদ ছিলে।

বীর। আর অদ্য হতে তোমার প্রবল শক্র হলুম, যেহেতু তোমার অজ্ঞান অগ্নি উত্তাপে ধরাভূষণ মহোদয়গণ দগ্ধ হল।

বিজ। বিজয় কদাচ বন্ধুহীন হতে পারে না, অথচ ক্লেশকর জীবনের অসহ্য যন্ত্রণাভারও সহ্য কত্তে অভিলাষী নয়, (আত্মহত্যা জন্য তরবাল উত্তোলন, বীরবল কৃত নিরস্ত্র হওয়া) এ কি নিরাস্ত্র হলুম, কিমাশ্চর্য্য, ভীতু অন্তরের অপরাধ সহজেই কি এতাদৃক্ প্রবল হয়, হায়, অজয় হত্যার পূর্ব্বে তো আমি বিলক্ষণ সবল ছিলাম।

বীর। দীর্ঘমায়ু অধিকারই হন্তকের পক্ষে দণ্ডবিধি, আর যে সমস্ত অপরাধে তুমি পতিত হয়েচো, বোধ করি তার শত অংশের এক অংশেও এ পর্য্যন্ত পরিচিত হও নি, ক্রমে লবণ সংলগ্ন করে তোমার ক্ষত অন্তর শীঘ্রই জ্বালাতন কত্তে কার্য্যবশতঃ প্রবৃত্ত হলুম, সম্প্রতি নিহত মহোদয় অজয় বস্ত্রগ্রন্থে অত্র লিপি প্রাপ্ত হয়েচি, আর তোমার পাঠার্থ আনয়ন করেছি গ্রহণ কর (পত্র প্রদান)

বিজ। (পত্র অবলোকন) "সম্রাটের স্থানে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করেচে" আমার অহিতাচরণ রাজদর্শন হতে গোপন রক্ষা কারণ স্বচিত্রে বর্ণনাপত্র চিত্র করেচে, আর আমার সম্মান সজীব রক্ষণে আপন মান বিসর্জ্জন দিতেও উৎ-স্থক হয়েচে, অমৃতবৃক্ষের আর্জ্জনা কুস্থানে হলেও স্থমিষ্ট ফল অনায়াসেই উৎপন্ন হয়, অজয় যে চরমে ও স্থযশে অভিষিক্ত হতে বিস্মরণ হবে তা কদাচই সম্ভবে না, হায়, এমন মহামূল্য রত্ন খোয়ায়ে বৃথা গ্রন্থে অঞ্চল বন্ধন করেচি, আমার মত পাষণ্ড কাণ্ডজ্ঞান রহিত ব্যক্তির প্রতি কাল বুঝে কালও কি প্রতিকূল হলেন, হায়, যন্ত্রণা

বৃদ্ধি জন্য কি আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধির আবির্ভাব হল, সখা, বীরবল তব আশ্রয়-প্রলেপ প্রদান বিরহে, এ ব্যথিত অঙ্গের যন্ত্রণা নিতান্ত ক্রমশ বৃদ্ধি হবে, সখা, কণ্ঠাশ্বাসী প্রাণি প্রতি প্রতিকূল হলে এ চিন্তাক্রান্ত চিত্ত মৃত্যু যন্ত্রণা হতে কিরূপে মুক্তি প্রাপ্ত হবে।

বীর। যিনি সত্য পরিচয়ে অপরিচিত থাকেন, অথচ সরল-বাক্যেও বধির হন, তার জন্য তো চির যন্ত্রণাভোগই বিধি হয়েচে, আর তোমার অহিতাচরণ উত্তাপে মৃত্তিকা এতা-দৃক্ উত্তপ্ত হয়েচে, যে প্রাণভয়ে প্রাণি মাত্রেই জীবনে অবগাহনে উৎসুক হয়েচে, কেবল আপন আপন স্বভা-বাধীন হয়ে একাল পর্য্যন্ত অনিচ্ছায় তবাধীন আছে, তব বর্ত্তমান ব্যাধির আরোগ্যের ঔষধীর বিধি বিধির সৃষ্টিতে দৃষ্টি শূন্য, তবে যদি আমার প্রত্যাগমন আশা অবলম্বন করে স্বল্পকাল জন্য আশা-ঔষধীর আশা কর, ইত্যবসরে গ্রন্থে দৃষ্টী করে মুষ্টিযোগের যোগাযোগ জন্য যদি কোন উপায় কত্তে পারি সত্বর সংগ্রহ করে আনয়ন করি গিয়ে।

বিজ। কিন্তু কাল-শাসিত ধাতু কাল বিলম্বে কাল সহচর হবে।

বীর। নিদান গ্রন্থে এক রকম যোড়িঁর বর্ণনা আছে, যার রস-পানে অসহ্য যন্ত্রণার প্রবল আক্রান্তও দুর্ব্বল হয়, সে রসে অভিষিক্ত হলে তোমার ক্ষিপ্তচিত্ত অবশ্যই শান্তি প্রাপ্ত হবে,

[বীরবলের প্রস্থান।]

বিজ। বোধ করি এ জনমের মত,—হায় এ সময় সে অবলা সরলা বালা হেমাঙ্গিণী কোথা গেল, সে সর্ব্বস্বহারিতা কামিনীর শান্তনা জন্য কি উপায় আছে, হে অচৈতন্য! আমার এ অধোবদন তার নয়ন অগোচর করে আমায় কিয়ৎকাল জন্য সুস্থির কর—

(হেমাঙ্গিণীর প্রবেশ।)

জ্বরা দেহে উদরাময় উদয় হলে কতক্ষণ প্রাণরক্ষা করা যায়, হায়, ঐ যে স্মরণমাত্রেই চারু বদনি এদিগেই আগমন কচ্চেন।

হে। মহারাজ দুঃখিনীর দুঃখ বৃদ্ধি জন্য কল্পতরু কি বন্ধ্যা হলেন।

বিজ। এখন আমায় বিরক্ত করোনা, কে তুমি।

হে। আপনকার ক্রীড়া দাসী দুঃখিনি হেমাঙ্গিণী, যে অনিচ্ছায় বিষাধ অপরাধে পতিতা হয়ে ত্রাণ কারণ শ্রীপদে প্রাণ পিণ্ডদান প্রদান কত্তে দণ্ডায়মানা আছে, মহারাজ, জঠরানল উত্তাপে সহজেই অন্নবিচার বিরহ হয়, আর জাতি রক্ষণে দরিদ্রে সুতরাংই অক্ষ্যম হয়, স্ত্রীজাতী একে বুদ্ধিহীনা, তাতে দুঃখানলে উত্তাপিতা কাতর অন্তর উন্মত্তা জন্যই তত্ত্বপথে আগমনে সদাই বিরত হয়, এই বলে অধমের অপরাধ গ্রহণ কল্যে, পতিতপাবন নাম উচ্চারণ কদাচ জাগ্রত থাক্ত না, (জানু মুড়ে উপবেশন ও গলে বস্ত্র) মহারাজ, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করে কণিকামাত্র কৃপা বিতরণে অধিনীকে চিরবাধ্য ঋণে আবদ্ধ করুন।

বিজ। হেমাঙ্গিণী গাত্রোত্থান কর, আর আমায় মার্জ্জনা করে এখান হতে প্রস্থান কর (ক্রন্দন)।

হে। এ আবার কি মহারাজ ক্রন্দন কচ্চেন যে, বুঝি বা অধিনীর নীরস অন্তরকে স্বরস করণার্থে নেত্রবারি সিঞ্চন কচ্চেন, আ দাসীর অদৃষ্ট কি এত সুপ্রসন্না হবে, যে মোক্ষপদ প্রদানজন্য আপনি যত্নবতী হয়ে ভাগীরথি ভগিরথ পিতৃগণের অন্বেষণার্থে সহস্রমুখী হবেন, আঃ এতদিনে অধিনীর প্রার্থনাধ্বনি কি মহারাজার ইচ্ছুক শ্রবণে প্রবেশ কর্ত্তে সুপথ প্রাপ্ত হল।

বিজ। হেমাঙ্গিণী, তোমার কামনা পূর্ণ জন্য আমি চিরকল্পতরু আছি, যদি এ সমস্ত ধরণীশ্বরী হলেও তোমার সৌভাগ্য বৃদ্ধিরপরিসীমা হয়, আমি অকাতরে দানপত্রে স্বাক্ষর কত্তে প্রস্তুত আছি।

হে। মহারাজ, নয়ন হীনার দর্পণ অধিকারে কিবা উপকার প্রাপ্ত হতে পারে, অথচ তৃষিত অন্তর নির্ম্মল বারি পানার্থেই কেবল উৎসুক হয়, আমার এ উত্তপ্তাচিত্ত অজয়-সুধারসে অভিষিক্ত হলেই স্নিগ্ধ হবে, অজয়-মুখচন্দ্রাবলোকনেই স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হবে, আর অজয়-বায়ুস্পর্শেই এ চিন্তা ব্যাধি হতে আরোগ্য প্রাপ্ত হবে, তদ্ভিন্ন এ বিচিত্র বসন, এ মনোহর ভুষণ, আর সুবর্ণ অলঙ্কার সকলই যেন অন্ধকার জ্ঞান হয়।

বিজ। দীক্ষামন্ত্রে অপরিচিত হলেও অঙ্গসৌষ্ঠব অবলোকনেই পবিত্রজ্ঞান করা যায়, পতিপ্রাণা যে পতি প্রতি গতি উৎ-

সর্গ কোর্‌বে তার সন্দেহ কি আছে, কিন্তু অজয়—

হে। চিরদিন তবাজ্ঞাধীন, নির্দোষী, সুশীল, আর অহিংস্রক।

বিজ। আমি তা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি।

হে। আর তব অকল্যাণে সদাই বিষাদে মগ্ন থাকেন।

বিজ। হতে পারে, যেহেতু তার প্রকৃতি চিরনম্র।

হে। আমায় বিদ্রূপ কচ্চেন না কি।

বিজ। না হেমাঙ্গিণী, আমি যথার্থ বোল্‌চি, অজয়ের এক এক গুণ স্মরণ হলে মরণ স্মরণ উৎকৃষ্ট বোধ হয়।

হে। তবে কৃপাবান্ হয়ে তাঁর জীবন রক্ষা না করেন কেন, মহারাজ, যে নাম স্মরণে জীব মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়, সে রূপ দর্শনেও কি অধিনী পতিতা থাক্‌বে।

বিজ। হেমাঙ্গিণী অজয়ের জীবন দীর্ঘ করণার্থে এ সসাগরা সপ্ত খণ্ড মৃত্তিকা প্রদান কত্তে আমি প্রস্তুত আছি।

হে। সময় প্রাপ্ত না হলে বৃক্ষ কখনই ফলবান্ হয় না, আ, এত দিনে আমার মানস-পূজার ফল আস্বাদন প্রাপ্ত হলুম, মহারাজ, তবে অকাতরে বলুন দেখি, আমার অজয় তো নিরাপদ হয়েচেন।

বিজ। হাঁ হেমাঙ্গিণী, তিনি সকল চিন্তা হঁতে নিরাপদ হয়েচেন।

হে। মহারাজ, মতিচ্ছন্ন মতির মত আপনকার মতি আজ এত অস্থির অবলোকন কচ্চি কেন, যেন বনদগ্ধা হরিণীর মত সঘনে চমকিত হতেচেন, আমার অজয় তো কুশলে আছেন।

বিজ। হেমাঙ্গিণী, অসময়ে আশাতীত যাচ্ঞাভিলাসিণীহলে

সহজেই যে বিমুখ হতে হয়, স্বল্পকাল অগ্রে এরূপ ব্যগ্র হলে অজয় অবশ্যই দীর্ঘজীবি হতো, হায়, অজয় এখন সকল জয় করেচে, সকল সুখে সুখি হয়েচে।

হে। কি বল্যেন মহারাজ, তবে বুঝি অজয় আমার হত্যা হয়েচেন।

বিজ। পাষাণময় দস্যু কর্ত্তৃক, হায়, এরূপ জঘন্য কর্ম্মের দৃষ্টান্ত ও সৃষ্টিতে দৃষ্ট শূন্য।

হে। কি অজয় আমার অন্তর্দ্ধ্যান হয়েচেন আমার অকলঙ্ক পূর্ণ শরৎ শশী পয়োধরাচ্ছন্নে জ্যোতিহীন হয়েচেন, হায় তরুণ অনুজ প্রতি অগ্রজের এরূপাচরণ প্রদর্শন কি কর্ত্তব্য! কিমাশ্চর্য্য! হিংস্রক জীব, ভুজঙ্গিনীর মত আপন প্রসুতা সুত ভক্ষণেও বিশেষ স্পৃহা যতনে জাগ্রত রাখে, মহারাজ, নরচর্ম্মাবৃত হয়েও কি জন্মান্তরীয় ক্ষুণ্ণ নিবারণে ক্ষিপ্ত হয়ে পিশাচের মত তরুণ অথচ নির্ম্মল শোণিত পানে চিত্ত তৃপ্ত কত্তে বিস্মৃত হতে পাল্যেন না, হে পামর নরাধম নিষ্ঠুর ভূপাল, নিরপরাধে নির্দ্দোষী পাণ্ডব-শিশুর শিরচ্ছেদ করে অকারণে চিরবিষাধে পাতিত হলে, হরিষে বিষাদ আনিত কল্যে।

বিজ। যথার্থ হেমাঙ্গিণী, আমার মত পাষণ্ড অথচ কাণ্ডজ্ঞান রহিত অকৃতজ্ঞ অধম জীব অবনীতে প্রায় দর্শন হয় না, হায়, প্রচণ্ড ক্রোধ চণ্ডালাধীন হয়ে অনায়াসেই পূর্ণচন্দ্রে গ্রাস কল্লুম!

হে। এখনও পূর্ণগ্রাস হয়েচে কৈ, অর্দ্ধ অঙ্গ যে বাকি আছে,

মহারাজ, আপনকার অভীষ্ট সিদ্ধ জন্য স্ব ইচ্ছায় প্রদানে উৎসুক আছি, হৃষ্টচিত্তে এ শোণিত পান করে মানস পূর্ণ করুন, (তরবাল উত্তোলন ও বিজয়কৃত অপহারিত)।

বিজ। হেমাঙ্গিণী স্থির হও, আমায় ক্ষমা কর, অজয়ের শোণিত পতন-ভারে আমার এ পাষাণ অন্তর অসহ্য ভারাক্রান্ত হয়েচে, তদুপরে সূচাগ্র ভারার্পণে এ জঘন্য প্রাণ আর বিদীর্ণ করো না, বরং আমার প্রতি অনুকূল হয়ে খড়গাঘাতে আমার প্রায় গতা প্রাণকে দ্বিভাগ কল্যে, আমিও প্রিয়ানুজের সহচর হয়ে চিরসুখে সুখী হব, আর তুমিও শত্রু নিপাত করে আপন গৌরব সজীব রক্ষার্থে স্বক্ষম হবে।

হে। মহারাজ, আমায় অনাথিনী করেও আপনি ক্ষ্যান্ত হতে সক্ষম হলেন না, হে নরনাথ, দাসীর প্রতি কল্পতরু হয়ে ঐ তরবাল খানি সত্বর ভিক্ষা দিন, এ উপকার জন্য আমি চিরঋণে আবদ্ধ হব।

বিজ। হেমাঙ্গিণী, প্রচণ্ড ঝটিকা অন্তর্ধ্যানে গম্ভীর আভরণে গগণমণ্ডলীকে স্বল্পকাল জন্যও দীপ্তমান রাখে, বিশেষে গ্রহযাগে গোচরবিরুদ্ধ পাপগ্রহও সাম্য মূর্ত্তি অবলম্বন করেন, অতএব মন্ত্রের প্রভায় অথবা ধনাগার শূন্য করেও যদি সে মহামুল্য মহৌষধি তব ব্যাধি আরোগ্য জন্য পুনঃ আনয়ন কত্তে পারি, এ ত্রিভুবনেশ্বর হয়ে পূজ্য প্রাপ্তে যে সমস্ত সুখ অথবা সন্তোষ প্রাপ্ত হওয়া যায়,

ততোধিক আনন্দ উৎসবে তব প্রাণেশ্বরকে স্তব করে অর্পণ করবো, (চমকিয়া উঠন) ঐ যে আমার মানস পূর্ণ কত্তে আমার মানসতরুফল সুপক্ক হয়ে দ্রুত আগমন কচ্চেন, হেমাঙ্গিণী, গাত্রোত্থান করে শীঘ্র [illegible] দেখ দেখ ঐ যে ঐ যে।

হে। তাই তো আমার প্রাণনাথইতো বটে, ও মা ও মা, (মুচ্ছাগত।) (বীরবল ও অজয়ের প্রবেশ) (বিজয়ের পদনত হয়ে অজয় ও হেমাঙ্গিণীর স্বল্পস্থিতি।

বিজ। কি আশাতীত আনন্দ রসপানে আমার তৃষ্ণাতুর অন্তর স্বজীব হল, হায় কোন গ্রহ প্রসন্ন হয়ে আমার পাষাণ অন্তঃকরণে সন্তোষ-বারি বর্ষণ করে কর্দ্দম কল্যেন।

বীর। সখা, নিদান গ্রন্থে এ জ্যোড়ির অপরূপ বর্ণনা দর্শন করে তোমায় নির্ব্যাধিকরণ জন্য আনয়ন করেচি, দেখ দেখি জোড়ির কি মনোহরশক্তি দর্শনমাত্রই শান্তি প্রাপ্ত।

বিজ। সখা, এ জোড়ির জড়ে চির আবদ্ধ জন্যই আমি নিঃশঙ্কায় সঙ্কটে ত্রাণ প্রাপ্ত হতেচি, সখা, জ্ঞান হীন ব্যক্তি গ্রহ-দেবতার প্রতি তুল্য ভক্তি রক্ষণে অক্ষম জন্যই কষ্টব্রত তীর্থযাত্রা করে, প্রিয়ম্বদ, আমি জোড়িমূলে চির অবস্থান করে ও জোড়ির গুণ গ্রহণে তদ্রূপ পামর হয়েচি, এজন্য আমায় মার্জ্জনা কর, (অজয়ের প্রতি) দেখ, প্রিয়ানুজ ঘৃণিত আচরণ অবলম্বন করে তোমার সরল অন্তরে এতাদৃক রাশিকৃত গরল বমন করেচি, যে প্রিয়সখার

জলঙ্গার বিরহে এত দিন সকলই অসার হতো, আর এ কালাবধি আমার এ দুর্ম্মুখ তব চন্দ্রমুখ দর্শন করণের জন্য যে স্বজীব আছে, সে কেবল এক মহামূল্য রত্ন তোমায় প্রদান করে তোমার সুখ বৃদ্ধি করণ জন্য মাত্র,— হে ভ্রাত, আমার অপরাধ অগ্রাহ্য করে এ কৃপণ কর হতে এ মহামান্যা কন্যাকে গ্রহণ করে চিরসুখে বিরাজ কর, (হেমাঙ্গিণী ও অজয়ের একত্রিতহস্ত) (বীরবলের প্রতি) প্রিয়সখা অভাবনীয় অসহ্য বিষাধ চিন্তাভার হতে আজ আমায় মুক্ত কল্যে, সখা এ করুণা চির স্মরণ রৈল।

অজ। (হেমাঙ্গিণীর প্রতি) প্রাণেশ্বরি, কৃতজ্ঞ ভিন্ন অন্য কি ধন প্রদান দ্বারা কৃপাময় সহোদরের স্থানে প্রত্যুপকারী হব, বীরবলের ঋণে চিরাবদ্ধ হলুম, কিন্তু শত জন্ম চরণ সেবা কল্যেও অগ্রজের ঋণে মুক্ত হওয়া বিরহ হবে, বীরবল বাহাদুর জীবন দান দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু এ জীবন রঞ্জন প্রাণেশ্বরি তব শশি বদন দর্শন, কেবল মহোদয় সহো-দরের প্রসাদেই প্রাপ্ত হলুম।

হে। (বিজয় প্রতি) মহারাজ, অর্থহীনার পক্ষে সকলি অনর্থক, কিন্তু ভক্তিজলে ইষ্ট-পূজার বিধি থাকা জন্য, এ কৃতজ্ঞ অন্তরের নির্ম্মল নেত্রবারি অবলোকনে নিজ গুণে স্বমনে তৃপ্ত হউন, সম্রাট ইহা অপেক্ষা আপনাকে প্রদান যোগ্য কি ধন আছে, আর প্রাণনাথ বিচ্ছেদ উত্তাপ উৎপন্ন অসহ্য অপ্রিয় বাক্য ক্ষেপণে আপনাকে যে কতই যন্ত্রণা প্রদান করেচি, সে সকল মনস্তাপ পরিবর্ত্তন হয়ে আপন-

কার সুখ বৃদ্ধি কারণ পরম আশির্ব্বাদ হউক, মহারাজ দাসীরে মার্জ্জনা করুণ। (পুনঃ পদানত)

বিজ। হেমাঙ্গিণী গাত্রোত্থান কর, তোমার সমস্ত অপরাধ আমি অবিবাদে মার্জ্জনা কল্যুম, কিন্তু তব সরল অন্তরের সরস আশির্ব্বাদ গ্রহণে নিতান্ত অক্ষম হতেচি, যেহেতু অপরাধী অন্তর যশ প্রাপ্ত অভিলাষে সহজেই কুণ্ঠিত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা প্রার্থনায় বিশেষ যত্নবান থাকে, অতএব হে চারুবদনি, যদ্যপি আমার প্রতি অনুকূল হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা প্রদানে কৃপণ না হও, ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে প্রচুর আশির্ব্বাদ তো আর কিছুই দর্শন হয় না, আর দেখ (অজয়ের প্রতি) প্রিয়ানুজ গ্রহ চলাচলে মানবজাতির মতিকে প্রবল অথবা দুর্ব্বল করে, সুখ্যাতি অথবা অখ্যাতি পরিচ্ছেদে আবৃত রাখে, জ্ঞানি লোকে গতানুশোচনা না করে ভবিষ্যতের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখে, অতএব জ্ঞান শূন্য অগ্রজের অপরাধ মার্জ্জনা কত্তে কৃপণ হলে অপযশে পতিত হতে হবে, তজ্জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা প্রদানে আমায় অদৈন্য কর।

অজ। মহারাজ, পতিত উদ্ধারিণী জাহ্নবি বারি শবস্পর্শেও কি অস্পার্শীয় হয়।

বিজ। তবে আমি পবিত্র চিত্তে মৃত্যু লোক প্রাপ্ত হব।

অজ। সে কি মহারাজ, বকুল উৎপন্নে কি আশাফলের আস্বাদন প্রাপ্ত হওয়া যায়, আপনি দীর্ঘ জীবি হয়ে আমাদের সুখ পূর্ণ প্রাপ্ত দর্শন করুন।

বিজ। অনিত্য চিন্তাচ্যুত হয়ে নিত্যচিন্তা অবলম্বন না কল্লে অপবিত্র চিত্ত পবিত্র চিত্ত হতে পারে না, অতএব নির্জ্জন বনবাসই আমার পক্ষে সুখ স্বর্গবাস, আর এ ধর্ম্মক্ষেত্র মধ্যে আমার কুক্রিয়া স্মরণার্থ-চিহ্ন এক স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে নিম্নভাগে মম বর্ণনা খোদিত কল্লে ভবিষ্যতে মানবের পক্ষে পরম আশির্ব্বাদ হবে যে হেতু——

ক্রোধে অন্ধ হয়ে পাছে মানব অজ্ঞান।
জ্ঞানদর্পণেতে রাহু স্পর্শিতা বয়ান॥
অবলোকন নাহি করে প্রাপ্ত হেতু নানা।
দুঃখ কষ্ট ক্লেশ অপযশ বা গঞ্জনা॥
মম স্তম্ভ প্রতি দৃষ্টি হইবে যখন।
অবশ্য হইবে তার ক্রোধ সম্বরণ॥
নতুবা কষ্ট নরকে হবে চির বাস।
অভাবেতে বীরবলের সখ্যসুধা রস॥

সম্পূর্ণ।